তুলসীদাস কৃত রামায়ণ।

অরণ্য কাণ্ড।

শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক কর্ত্তৃক
অনুবাদিত।

কলিকাতা ৮ নং নিমতলা ঘাট ষ্ট্রিট হইতে
শ্রীভুবনচন্দ্র বসাক দ্বারা প্রকাশিত।

দমদমা
সংবাদ জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে শ্রীবেণীমাধব বসাক দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৯৮। ইং ১৮৯১

তুলসীদাস কৃত রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের ভূমিকা।

ইহাতে জয়ন্তী বধ, অত্রি মুনি এবং শ্রীরামচন্দ্রের সমাগম, বিরাধ অসুর বধ, শরভঙ্গ মুনির দেহ ত্যাগ, রাম দ্বারা অন্য মুনিজনের অভয় দান, সুতীক্ষ্ণ মুনির বর দান, সুতীক্ষ্ণ মুনির সহিত শ্রীরামচন্দ্রের অগস্ত্যাশ্রমে গমন, শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মণের প্রতি জ্ঞানগীতা বর্ণন, সূর্পনখার রাম লক্ষ্মণের নিকট গমন তথা লক্ষ্মণ কর্তৃক উহার কর্ণ নাসিকা ছেদন সূর্পনখার খরদূষণ ও ত্রিশিরার সমীপ গমন এবং উহাদের সহ শ্রীরামের যুদ্ধ, অপর খরদূষণাদি বধ, পুনঃ সূর্পনখার রাবণ সমীপে গমন; রাবণ কপট মৃগ মারীচ সহ রামের নিকট গমন, রাম কর্তৃক কপট মৃগ মারীচ বধ, যতি বেশে রাবণের সীতা হরণ, পথে জটায়ুর যুদ্ধ, রাবণ কর্তৃক পক্ষ হীন জটায়ুর পৃথিবীতে পতন, সশোক শ্রীরাম লক্ষ্মণের সীতা অন্বেষণে গমন, তথা পথি মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক জটায়ুর মোক্ষ, শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক কবন্ধের মোক্ষ দান, রাম লক্ষ্মণের শবরী গৃহে গমন তথায় শবরীর উচ্ছিষ্ঠ ফল ভক্ষণ এবং শবরীকে মুক্তিদান, পুনঃ শ্রীরাম লক্ষ্মণের পম্পাসর গমন এবং নারদ মুনির সমাগম এই সমুদায় মহাত্মা তুলসীদাস গোস্বামী এই অরণ্য কাণ্ডে বিবৃত করিয়াছেন।

তুলসীদাস কৃত রামায়ণের অরণ্য কাণ্ডের সূচীপত্র।

ইতি অরণ্য কাণ্ডের সুচিপত্র।

তুলসীদাসকৃত রামায়ণ ।

অরণ্য কাণ্ড ।

জয়ন্তের সীতার চরণ স্পর্শ, শ্রীরামচন্দ্রের শোক-
বাণে এক নেত্র হীন এবং অত্রিমুনির
সহিত শ্রীরামচন্দ্রের মিলন ।

मूलं धर्मतरोर्विवेकजलधौ पूर्णेन्दुमानन्दम्,
वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यघवनं धन्तापहन्तापहम् ।
मोहाम्भोधरपुञ्जपाटनविधौ खेसम्भवं शङ्करम्,
वन्दे ब्रह्मकुलङ्कलङ्कशमनं श्रीरामभूपप्रियम् ॥

মূলং ধর্ম্মতরোর্বিবেকজলধৌ পূর্ণেন্দুমানন্দম্,
বৈরাগ্যাম্বুজভাস্করং হ্যঘবনং ধন্তাপহন্তাপহম্ ।
মোহাম্ভোধরপুঞ্জপাটনবিধৌ খেশম্ভবং শঙ্করম্,
বন্দে ব্রহ্মকুলঙ্কলঙ্কশমনং শ্রীরামভুপপ্রিয়ম্ ॥১॥

মঙ্গলাচরণ ।

গ্রন্থারম্ভের প্রথমে তুলসী দাস গোস্বামি মহাদেবকে নমস্কার করিতেছেন । কারণ শঙ্কর রামায়ণের আচার্য্য । তিনি ভগবৎ ভাগবত ধর্ম্মরূপ কল্পতরুর মুল কারণ এবং ঐ তরুর ফল জ্ঞানের রস ভক্তির রসের ভোক্তা সাধুর দেবতা । সেই মহাদেব বিবেকের সাগর, পূর্ণেন্দু যাঁহা

মুখ অমৃতের স্থল এবং বচন শ্রীরাম চরিত অমৃতময় কিরণ, এক রস, সাধুজনের কুমুদচকোর, তিনি আনন্দ দাতা, বৈরাগ্যাম্বুজ,প্রফুল্লিত ভাস্কর, পাপ ও অধিভূত-অধ্যাত্ম-অধিদৈবত এই তিন তাপ হর্ত্তা। মোহরূপ আকাশের মেঘরাশী নাশ কর্ত্তা পবনরূপী শঙ্করকে বন্দনা করি। কুল-কলঙ্ক-শমন-কর্ত্তা ব্রহ্মতেজময় ব্রাহ্মণ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করত পরধর্ম্ম আশ্রয় রূপ কলঙ্ক হর্ত্তা সেই শঙ্করকে ভজনা করি। কারণ শ্রীরামচন্দ্র সেই শঙ্করের ভূষণ মণি প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ॥১॥

सान्द्रानन्दपयोदसौभगतनुं पीताम्बरं सुन्दरम्,
पाणौ बाणशरासनं कटिलसत्तूणीर भारम्बरम्।
राजीवायतलोचनं घृतजटाजूटेन संशोभितम्,
सीतालक्ष्मणसंयुतं पथिगतं रामाभिरामम्भजे॥

সান্দ্রানন্দপয়োদসৌভগতনুং পীতাম্বরং সুন্দরম্,
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসত্তূণীর ভা:ম্বরম্।
রাজীবাযতলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতম্,
সীতালক্ষ্মণসংযুতং পথিগতং রামাভিরামম্ভজে ॥২॥

শ্রীরামচন্দ্র যিনি শঙ্করের পরম প্রিয়। সেই রাম সঘন আনন্দের মেঘ ও কৃপা করুণা জল স্বরূপ বৈষ্ণব শালী ব্রাহ্মণের আনন্দদাতা। যাঁহার ঘন শ্যাম সুন্দর তনু দেখিবা কাম বিমোহিত হয়। দামিনীর দ্যুতি হর্ত্তা পীতাম্বরধারী, দুই করে পরম সুন্দর ধনুর্ব্বাণ, কটিতে শোভিত তূণীর, রাজীব অর্থাৎ বিশাল কমলবৎ লোচন, মস্তকে জটাজুট শোভিত, সীতা লক্ষ্মণ সহিত সংপূর্ণ কামনাদাতা শ্রীরামচন্দ্রকে ভজনা করি ॥২॥

উমা রাম গুণ গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাবহিঁ বিরতি।
পাবহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরি বিমুখ ন ধর্ম্ম রতি ॥

উমা রাম গুণ গূঢ় পণ্ডিত মুনি পাওহিঁ বিরতি।
পাওহিঁ মোহ বিমূঢ় জে হরি বিমুখ ন ধর্ম্ম রতি ॥৩॥

হে উমা! শ্রীরামচন্দ্রের গূঢ় গুণ পণ্ডিত মুনি জনেরা জানিয়া বৈরাগ্য প্রাপ্ত হওত সংসার হইতে তরিয়া যায় এবং মূঢেরা মোহ প্রাপ্ত হয়। সেই পরম ঈশ্বর শ্রীরামচন্দ্র বনে অনেক দুঃখ সহ্য করণ রূপ কল্পনায় বিমোহিত হইয়াছেন। উহাই হরি চরণারবিন্দ ধর্ম্ম বিমুখের কারণ ॥ ৩ ॥

পুরণ ভরত প্রীতি মৈ গাই।
মতি অনুরূপ অনুপ সুহাই ॥

পুরণ ভরত প্রীতি মৈ গাই।
মতি অনুরূপ অনুপ সুহাই ॥৪॥

হে গরুড়! ভরতের শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি এবং ভরতের অধীন পুরবাসিগণের প্রীতি আপন বুদ্ধি অনুসারে কীর্ত্তন করিতেছি ॥ ৪ ॥

অব প্রভু চরিত সুনহুঁ অতি পাবন।
করত জে বন সুর মুনি মন ভাবন ॥

অব প্রভু চরিত সুনহুঁ অতি পাবন।
করত জে বন সুর মুনি মন ভাবন ॥৫॥

এখন শ্রীরামচন্দ্রের যে অরণ্য চরিত তাহা পরম পবিত্র, সুর মুনিগণের মনোরম তাহা শ্রবণ কর ॥৫॥

একবার চুনি কুসুম সুহায়ে।
নিজ কর ভূষণ রাম বনায়ে ॥

এক বার চুনি কুসুম সুহায়ে।
নিজ কর ভূষণ রাম বনায়ে ॥৬॥

হে পার্ব্বতি! এক বার শ্রীরামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বতের শিলায় বসিয়া আপন হস্তে সুন্দর পুষ্প চয়ন করত অঙ্গ ভূষণ প্রস্তুত করিয়া ॥৬॥

সীতহিঁ পহিরায়ে প্রভু সাদর।
বৈঠে ফটিক শিলাপর ভাধর ॥

সীতহিঁ পহিরায়ে প্রভু সাদর।
বৈঠে ফটিক শিলা পর ভাধর ॥ ৭ ॥

এখানে শ্রীরামচন্দ্র দেবতা ও মুনিগণকে শান্তি শৃঙ্গার ও বীর রসাদি দেখাইতেছেন।

শ্রীরামচন্দ্র সেই সকল ফুলের অঙ্গ ভূষণ অতি আদরে জানকীকে পরাইয়া দিলেন। জানকী রঘুনন্দনের সহিত রাস বিহার করিবার ইচ্ছা হইলে, জানকী শ্রীরঘুনন্দনকে ফুলের দ্বারা সাজাইলেন এবং আপনার অঙ্গ হইতে অনেক সখী উৎপন্ন করিলেন। তাহাদের সহিত রাসবিলাস করিয়া সেই সমস্ত সখীকে আপন অঙ্গে লীন করিলেন। তারপর স্ফটিক শীলার উপরে বসিয়া শ্রীরামজানকী ফুলের শৃঙ্গার অত্যন্ত শোভাযুক্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

সুরপতি সুত ধরি বায়স বেষা।
শঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা ॥

সুর পতি সুত ধরি বায়স বেশা।
শঠ চাহত রঘুপতি বল দেখা ॥৮॥

সেখানে শ্রীরঘুপতির বল দেখিবার জন্য শঠ ইন্দ্র পুত্র কাক রূপ ধরিয়া গমন করিল ॥ ৮ ॥

জিমি পীপিলিকা সাগর থাহা।
মহা মন্দ মতি পাবন চাহা॥

জিমি পীপিলিকা সাগর থাহা।
মহা মন্দ মতি পাওন চাহা॥৯॥

যেমন পীপিলিকা সমুদ্রের অগাধ জলের থা লইতে চাহে, সেই মত ইন্দ্র পুত্র মূর্খ জয়ন্ত শ্রীরামচন্দ্রের বল দেখিয়া পার পাইতে চাহে॥ ৯॥

সীতা চরণ চোঁচ হতি ভাগা।
মূঢ় মন্দ মতি কারণ কাগা॥

সীতা চরণ চোঁচ হতি ভাগা।
মূঢ় মন্দ মতি কারণ কাগা॥১০॥

মূঢ় মহামন্দ মতি ইন্দ্রপুত্র কাকরূপী জয়ন্ত সীতার চরণে ঠোকর মারিয়া পলায়ন করিলে।১০॥

চলা রুধির রঘুনায়ক জানা।
সীঁক ধনুষ শায়ক সন্ধানা॥

চলা রুধির রঘুনায়ক জানা।
সীঁক ধনুষ শায়ক সন্ধানা॥১১॥

জানকীর চরণ হইতে রুধিরপাত হইতে দেখিয়, শ্রীরামচন্দ্র আপন প্রতাপ দেখাইবার জন্য ধনুকে বাণ আরোপণ করিয়া জয়ন্তকে সন্ধান করিলেন॥১১॥

অতি কৃপালু রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহ।
তা সন আই কীন্হ ছল মূরখ অবগুণ গেহ॥

অতি কৃপালু রঘুনায়ক সদা দীন পর নেহ।
তা সন আই কীন্হ ছল মূরখ অবগুণ গেহ॥১২॥

দেখ, এমন যে দয়ালু রঘুনাথ তাঁহার সঙ্গে মন্দমতি

মূর্খ ছল করিতে আসিয়াছে ॥১২॥

প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্ম শর ধাযা।
চলা ভাগি বাযস ভয় পাবা ॥
প্রেরিত মন্ত্র ব্রহ্ম শর ধাওয়া।
চলা ভাগি বায়স ভয় পাওয়া ॥১৩॥

ব্রহ্মমন্ত্রে প্রেরিত বাণ জয়ন্তের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। কাকও ভীত হইয়া পলাইতে লাগিল ॥১৩॥

ধরি নিজ রূপ গযো পিতু পাহীঁ।
রাম বিমুখ রাখা ত্যহি নাহীঁ ॥
ধরি নিজ রূপ গয়ো পিতু পাহীঁ ॥১৪॥
রাম বিমুখ রাখা ত্যহি নাহীঁ ॥১৪॥

তার পর নিজরূপ ধরিয়া পিতার নিকট গমন করিলে ইন্দ্র পুত্রের কাক মুখ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বিমুখ জানিয়া রাখিলেন না, কারণ শ্রীরামের বাণে পাছে লোক সক নিজে ভস্ম হইয়া যায় ॥১৪।

ভা নিরাশ উপজী মন ত্রাসা।
যথা চক্র ভয় ঋষি দুর্বাসা ॥
ভা নিরাশ উপজী মন ত্রাসা।
যথা চক্র ভয় ঋষি দুর্বাসা ॥১৫॥

যেমন দুর্বাসা ঋষি সুদর্শন চক্রের ভয়ে দুঃখিত হইয়াছিলেন। সেই মত জয়ন্ত নিরাশ হইয়া মনে মনে ভীত হইল ॥১৫॥

ব্রহ্মধাম শিবপুর সব লোকা।
ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় শোকা ॥
ব্রহ্মধাম শিবপুর সব লোকা।
ফিরা শ্রমিত ব্যাকুল ভয় শোকা ॥১৬॥

হে গরুড়! জয়ন্ত,ব্রহ্মা ও শিবের নিকট গমন করিলে শ্রীরামচন্দ্র বিমুখ জানিয়া না রাখিলে, শোক ভয়ে ব্যাকুল ও ক্লান্ত হইয়া ত্রিভুবন ও সমস্ত দিক্‌পালের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল ॥১৬॥

काहू बैठन कहा न ओही।
राखि को सकै रामकर द्रोही॥

কাহু বৈঠন কহা ন ওহী।
রাখি কো সকৈ রামকর দ্রোহী ॥১৭॥

শ্রীরামচন্দ্রের বিদ্রোহ জানিয়া কেহ তাহাকে বসিতে বলিল না এবং রাখিতেও পারিল না ॥১৭॥

मातु मृत्यु पितु शमन समाना।
सुधा होइ विष सुनु हरियाना॥

মাতু মৃত্যু পিতু শমন সমানা।
সুধা হোই বিষ সুনু হরিযানা ॥১৮॥

হে হরিয়ান্! শ্রীরামচন্দ্রের বিমুখ জীবের প্রতি মাতা মৃত্যু সমান ও পিতা যম সদৃশ হয়। কারণ পিতামাতা শ্রীরামচন্দ্র যে কি পদার্থ তাহা উপদেশ দেন নাই কেন? অপর অমৃত বষ সম হয়, কারণ দেবতাগণের পীত সুধা পতিত হওত শ্রীরামচন্দ্রের বিমুখ হইয়া যোনিতে ভ্রমণ করে ॥১৮॥

मित्र करैं शत रिपुकी करणी।
ता कहं विबुध नदी वैतरणी॥

মিত্র করৈঁ শত রিপুকী করণী।
তা কহঁ বিবুধ নদী বৈতরণী ॥১৯॥

মিত্র শত রিপুর কার্য্য করে। কেননা শ্রীরামচন্দ্র

বিমুখ জানিয়া সুমিত্র কুমিত্র হইয়া পড়ে। অপর গঙ্গা যে বৈতরণী সেও যমপুরী সম হইয়া যায় এবং সরযু গঙ্গা জল সংস্পর্শে শৌচ কর্ম্ম করিয়া থাকে, তাঁহারও অভাব ব্যতিরেকে বৈতরণী হয় ॥১৯॥

সব জগ তাহিঁ অনলহুঁ তে তাতা।
জো রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা ॥

সব জগ ত্যহিং অনলহুং তে তাতা।
জে রঘুবীর বিমুখ সুনু ভ্রাতা ॥২০॥

হে ভরদ্বাজ! প্রিয় ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের বিমুখ হইলে তাহার প্রতি সমস্ত জগৎ অগ্নি অপেক্ষা উত্তপ্ত হয় ॥২০॥

জিমি জিমি ভাজত শক্রসুত ব্যাকুল অতি দুখ দীন।
তিমি তিমি ধাবত রাম শর পাছে পরম প্রবীণ ॥

জিমি জিমি ভাজত শক্রসুত ব্যাকুল অতি দুখ দীন।
তিমি তিমি ধাওত রাম শর পাছে পরম প্রবীণ ॥২১॥

যেমত যেমত ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত ব্যাকুল হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল, সেই মত সেই মত শ্রীরামচন্দ্রের বাণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ সর্প স্বরূপ হইয়া দুই অঙ্গুল অন্তর লাগিয়া রহিল। বাণে এরূপ ব্যাকুল করিল, না তো ছাড়ে না বধ করে ॥২১॥

বচহি উরগ বরু গ্রসৈ খগেশা।
রঘুপতি শর কর বচব অন্দেশা ॥

বচহি উরগ বরু গ্রসৈ খগেশা।
রঘুপতি শর কর বচব অন্দেশা ॥২২॥

হে গরুড়! তোমার গ্রাসে সর্প বাঁচিয়া যায়, কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের বাণে সন্দেহ, কদাচ বাঁচে না ॥২২॥

নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা।
লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা॥

নারদ দেখা বিকল জয়ন্তা।
লাগি দয়া কোমল চিত সন্তা ॥২৩॥

তখন নারদের কোমল চিত্তে দয়া হইলে জয়ন্তকে ব্যাকুল দেখিয়া সান্ত্বনা করিয়া ॥২৩॥

দুরিহিঁ তে কহি প্রভু প্রভুতাই।
ভজে জাত বহু বিধি সমুঝাই॥

দুরিহিঁ তে কহি প্রভু প্রভুতাই।
ভজে জাত বহু বিধি সমুঝাই ॥২৪॥

দূর হইতে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের প্রভুত্বতা বলিয়া ইন্দ্র পুত্র জয়ন্তকে অনেক প্রকারে বুঝাইলেন ॥২৪॥

পঠবা তুরত রাম পহুঁ তাহী।
কহ্যসু পুকারি প্রণত হিত পাহী॥

পঠওয়া তুরত রাম পহুঁ তাহী।
কহ্যসু পুকারি প্রণত হিত পাহী ॥২৫॥

নারদ কহিলেন তুমি শ্রীরামচন্দ্রের কাছে গিয়া শরণাগত হইয়া তাঁহার পায়ে পড় ॥২৫॥

আতুর সভয় গহেসি পদ জাই।
ত্রাহি ত্রাহি দয়ালু রঘুরাই॥

আতুর সভয় গহেসি পদ জাই।
ত্রাহি ত্রাহি দয়ালু রঘুরাই ॥২৬॥

হে গরুড়! নারদের কথা শুনিয়া জয়ন্ত শীঘ্র গিয়া দয়ালু শ্রীরামের পায়ে পড়িল ॥২৬॥

অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাই।
মৈঁ মতি মন্দ জানি নহিঁ পাই॥

অতুলিত বল অতুলিত প্রভুতাই।
মৈং মতি মন্দ জানি নহি পাই॥২৭॥

শ্রীরামচন্দ্রকে জয়ন্ত বলিল আপনার বল ও প্রভুতার সীমা নাই। আমি অতি মন্দমতি আপনাকে কেমন করিয়া জানিব॥২৭॥

নিজ কৃত কর্ম্ম জনিত ফল পায়হুঁ।
অব প্রভু পাহি শরণ তকি আয়হুঁ॥

নিজ কৃত কর্ম্ম জনিত ফল পায়হুঁ।
অব প্রভু পাহি শরণ তকি আযহুঁ॥২৮॥

হে নাথ! আমি আপনার বল পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজ কর্ম্ম দোষে তাহার উচিত ফল পাইলাম। হে প্রভো! এখন আপনার শরণাগত হইতেছি, আমাকে রক্ষা করুন, আপনি ভিন্ন আর আমার কেহই নাই॥২৮॥

সুনি কৃপাল অতি আরত বানী।
এক নয়ন করি তজ্যউ ভবানী॥

সুনি কৃপালু অতি আরত বানী।
এক নয়ন করি তজ্যউ ভবানী॥২৯॥

হে ভবানি! কৃপালু রঘুনাথ জয়ন্তের কাতর বচন শুনিয়া এক নেত্র কানা করিয়া দিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহা কেবল জানকীর সহিত বিরোধ করার জন্য দণ্ড দিলেন॥২৯॥

কীন্হ মোহ বশ দ্রোহ যদ্যপি তা কর বধ উচিত।
প্রভু ছাড়েউ করি ছোহকো কৃপালু রঘুবীর সম॥

কীনৃহ মোহ বশ দ্রোহ যগুপি তা কর বধ উচিত।
প্রভু ছাঁড্যউ করি ছোহকো কৃপালু রঘুবীর সম ॥৩০॥

হে পার্ব্বতি ! জয়ন্ত অজ্ঞানতা বশতঃ রঘুবীরের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল। দয়াময় শ্রীরামচন্দ্র দয়া করিয়া জয়ন্তকে বধ করিলেন না ॥৩০॥

রঘুপতি চিত্রকূট বসি নানা।
চরিত কিয়ে শ্রুচি সুধা সমানা ॥

রঘুপতি চিত্রকুট বসি নানা।
চরিত কিয়ে শুচি সুধা সমানা ॥৩১॥

হে ভরদ্বাজ ! রঘুপতি চিত্রকুট পর্ব্বতে বসিয়া বিশুদ্ধ অমৃতময় নানা প্রকার চরিত করিলেন ॥৩১॥

বহুরি রাম অস মন অনুমানা।
হোইহি ভীত সবহি মোহি জানা ॥

বহুরি রাম অস মন অনুমানা।
হোইহি ভীত সবহি মহিঁ জানা ॥৩২॥

আমি জানি শ্রীরামচন্দ্রের এই সকল চরিত দেখিবার জন্য বড় ভিড় হইাছিল ॥৩২॥

সকল মুনিন সন বিদা করাই।
সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাই ॥

সকল মুনিন সন বিদা করাই।
সীতা সহিত চলে দ্বৌ ভাই ॥৩৩॥

তারপর রঘুনাথ মুনিগণকে বিদায় করিয়া সীতা সঙ্গে দুই ভাই তথা হইতে গমন করিলেন ॥৩৩॥

অত্রিকে আশ্রম জব প্রভু গয়ঊ।
সুনত মহামুনি হর্ষিত ভয়ঊ ॥

অত্রিকে আশ্রম জব প্রভু গয়উ।
সুনত মহামুনি হর্ষিত ভয়উ ॥৩৪॥

প্রভু অত্রিমুনির আশ্রমে গমন করিলে মুনিবর তাহা শুনিয়া হর্ষযুক্ত হইলেন ॥৩৪॥

पुलकित गात अत्रि उठि धाये।
देखि राम आतुर चलि आये ॥

পুলকিত গাত অত্রি উঠি ধায়ে।
দেখি রাম আতুর চলি আযে ॥৩৫॥

অত্রি মুনি পুলকিত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক গমন করত দেখিলেন, শ্রীরামচন্দ্র কাতরে চলিয়া আসিতেছেন ॥ ৩৫ ॥

करत दण्डवत् मुनि उर लाये।
प्रेम बारि द्वौ जन अन्हवाये ॥

করত দণ্ডবৎ মুনি উর লায়ে।
প্রেম বারি দ্বৌ জন অন্হওয়ায়ে ॥৩৬॥

মুনির আগমন দেখিয়া শ্রীরামলক্ষ্মণ দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া, প্রেমানন্দে নয়নজলে প্লাবিত করিলেন ॥৩৬॥

देखि राम छवि नयन जुड़ाने।
सादर निज आश्रम तब आने ॥

দেখি রাম ছবি নয়ন জুড়ানে।
সাদর নিজ আশ্রম তব আনে ॥৩৭॥

শ্রীরামের অবয়ব দেখিয়া মুনির নয়ন জুড়াইল। পরে আদর পূর্ব্বক আপন আশ্রমে আনিলেন ॥৩৭॥

करि पूजा कहि बचन सुहाये।
दिये मूल फल प्रभु मन भाये ॥

করি পূজা কহি বচন সুহায়ে।
দিয়ে মূল ফল প্রভু মন ভায়ে ॥৩৮॥

প্রভুকে মধুর বচনে পূজা করিয়া ফল মূল আহার করিতে দিলেন ॥৩৮॥

প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন শোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীণ জোরি পাণি অস্তুতি করত ॥

প্রভু আসন আসীন ভরি লোচন শোভা নিরখি।
মুনিবর পরম প্রবীণ জোরি পাণি অস্তুতি করত ॥৩৯॥

অত্রি মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে আসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা করত জোড় হাতে কহিলেন, আজ আমার প্রতি আপনার বড় কৃপা। হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্রের পরম শোভা দেখিয়া নিম্নলিখিত প্রমাণিকা ছন্দে অত্রি মুনি স্তব করিতে লাগিলেন ॥৩৯॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে জয়ন্তের প্রতি শ্রীরামের কৃপা ও অত্রি মুনি মিলন।

প্রমাণিকা ছন্দে অত্রি মুনির স্তব, শ্রীরামচন্দ্র ও অত্রি মুনির সৎসঙ্গ, সীতাকে অত্রি স্ত্রীর উপদেশ।

নমামি ভক্তবত্সলং কৃপালুশীলকোমলং।
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং ॥

নমামি ভক্তবৎসলং কৃপালুশীলকোমলং।
ভজামি তে পদাম্বুজং অকামিনাং স্বধামদং ॥১॥

হে ভক্তবৎসল! কৃপালু, আমি তোমাকে নমস্কার করি। যেমন পিতা মাতা ছোট বালককে রক্ষণাবেক্ষণ করে, সেই মত তুমি ভক্তজনকে দেখ। তুমি কৃপাশীল

তোমার কোমল স্বভাব। তোমার নিষ্কাম-চরণারবিন্দ যে ভজনা করে তুমি তাহাকে আপন ধাম দাও ॥১॥

निकामश्यामसुन्दरं भवाम्बुनाथमन्दरं।
प्रफुल्लकञ्जलोचनं मदादिदोषमोचनं॥

নিকামশ্যামসুন্দরং ভবাম্বুনাথমন্দরং।
প্রফুল্লকঞ্জলোচনং মদাদিদোষমোচনং ॥২॥

হে শ্যামসুন্দর! তুমি নিষ্কাম দয়ালু। হে নাথ! সমুদ্র রূপ এই ভব সংসার মন্থনে তোমার গুণ ও নাম মন্দরাচল হইয়াছে। এবং সংসার সাগর মন্থন করিয়া জনরত্ন তুমি আপনার নিকটে রাখিয়াছ। বাসুকী আপনার কৃপাকটাক্ষ করুণাময়। হে প্রফুল্লকঞ্জলোচন! আপনি আমাদের দোষ নাশ কর্ত্তা ॥২॥

प्रलम्बबाहुविक्रमं प्रभो प्रमेयवैभवं।
निषङ्गचापशायकं धरे त्रिलोकनायकं॥

প্রলম্ববাহুবিক্রমং প্রভো প্রমেয়বৈভবং।
নিষঙ্গচাপশায়কং ধরে ত্রিলোকনায়কং ॥৩॥

হে প্রভো! তোমার আজানুল ম্বিত বাহু, প্রচণ্ড বিক্রম, অপ্রমাণ ঐশ্বর্য্য! হে ত্রৈলোক্যনায়ক! আপনি সমুদায় রক্ষা হেতু তূণ ও ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়াছ ॥৩॥

दिनेशवंशमण्डनं महेशचापखण्डनं।
मुनीन्द्रसन्तरञ्जनं सुरारिवृन्दभञ्जनं॥

দিনেশবংশমণ্ডনং মহেশচাপখণ্ডনং।
মুনীন্দ্রসন্তরঞ্জনং সুরারিবৃন্দভঞ্জনং ॥৪॥

আপনি সূর্য্যবংশের মণ্ডন অর্থাৎ অলঙ্কার, হরধনু ভঙ্গ কর্ত্তা, মুনীন্দ্র ও সাধুগণের আনন্দদাতা এবং রাক্ষসগণের বিনাশ কর্ত্তা ॥৪॥

मनोजवैरिवन्दितं अजादिदेवसेवितं ।
विशुद्धबोधविग्रहं समस्तदूषणापहं ॥

মনোজবৈরিবন্দিতং অজাদিদেবসেবিতং ।
বিশুদ্ধবোধবিগ্রহং সমস্তদূষণাপহং ॥৫॥

তুমি কামবৈরি মহাদেবের বন্দনীয়, ব্রহ্মাদি দেবতার সেব্যমান, বিশুদ্ধ বোধ বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্ম বিগ্রহ, এবং তুমিই সমস্ত দোষের অপহর্ত্তা ॥৫॥

नमामि इन्दिरापतिं सुखाकरं सतां गतिं ।
भजे सशक्तिसानुजं शचीपतिप्रियानुजं ॥

নমামি ইন্দিরাপতিং সুখাকরং সতাং গতিং ।
ভজে সশক্তিসানুজং শচীপতিপ্রিয়ানুজং ॥৬॥

তুমি লক্ষ্মীপতির পতি তোমাকে নমস্কার করি । তুমি সুধার আকর, সাধুর গতি, সদ্গতি প্রাপ্তি কর্ত্তা, সেই শ্রীরামচন্দ্র জানকী লক্ষ্মণ সহিত আমি তোমাকে ভজনা করি । পুনঃ তুমি শচীপতি ইন্দ্র,এবং ইন্দ্রের প্রিয় ভ্রাতা তুমিই বামন রূপ ॥৬॥

त्वदंघ्रिमूल ये नरा भजन्ति हीनमत्सरा ।
पतन्ति नो भवार्णवं वितर्कवीचिसंकुले ॥

ত্বদংঘ্রিমূল যে নরা ভজন্তি হীনমৎসরা ।
পতন্তিনো ভবার্ণবং বিতর্কবীচিসংকুলে ॥৭॥

হে শ্রীরামচন্দ্র ! তোমার চরণ ভজনা করি, তুমি সর্ব্বজীবে ঈর্ষা রহিত, তুমিই মনের নানা তর্ক বিশিষ্ট দুস্তর ভবসাগর পার কর্ত্তা ॥৭॥

विविक्तवासिनो यदा भजन्ति मुक्तिदं मुदा ।
निरस्य इन्द्रियादिकं व्रजन्ति ते गतिं स्वकं ॥

বিবিক্তবাসিনো সদা ভজন্তি মুক্তিদং মুদা।
নিরস্য ইন্দ্রিয়াদিকং ব্রজন্তি তে গতিং স্বকং ॥৮॥

তোমাকে ভজনা করিলে প্রবল বাসনা সত্বেও তাহা ত্যাগ হয়। তুমি আনন্দময় মুক্তিদাতা, যে সকল প্রাণী বিষয় বাসনা ত্যাগ করিয়া তোমার ভজনা করে সে সকল ব্যক্তি তোমারই গতি প্রাপ্ত হয় ॥৮॥

त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं।
जगद्गुरुञ्च शाश्वतं तुरयमेव केवलं ॥

ত্বমেকমদ্ভুতং প্রভুং নিরীহমীশ্বরং বিভুং।
জগদ্গুরুঞ্চ শাশ্বতং তুরীয়মেব কেবলং ॥৯॥

হে প্রভো। তুমিই এক মাত্র, তোমার লীলা অপার, তুমি নিরীহ অর্থাৎ চেষ্টা রহিত। (চেষ্টা অথাৎ লঘু, দীর্ঘ, ক্ষীণ, পুষ্ট, হর্ষ, শোক ইত্যাদি) আপনি পরম ঈশ্বর, বিভু অর্থাৎ সকল প্রকারে সমর্থ, জগৎ গুরু, শাশ্বত অর্থাৎ নিত্য স্বতন্ত্র, পুরাণ পুরুষ, এক রূপ এবং এক রূপ ॥ ৯ ॥

भजामि भाववल्लभं कुयोगीनां सुदुर्ल्लभं।
स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहं ॥

ভজামি ভাববল্লভং কুযোগীনাং সুদুর্ল্লভং।
স্বভক্তকল্পপাদপং সমং সুসেব্যমন্বহং ॥১০॥

এ রূপ যে তুমি, আমি তোমাকে ভজনা করি। কারণ আপনি ভাব প্রিয়, কুযোগীর (অর্থাৎ তোমার যে শরণাগত নহে) দুর্ল্লভ। যে তোমার ভজনা করে তুমি তাহার কল্পতরু, সমবুদ্ধির সেব্যমান। তুমি ক্রোধীর নাশকারী ॥১০॥

अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमुर्विजापतिं ।
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे ॥

অনুপরূপভূপতিং নতোঽহমুর্বিজাপতিং ।
প্রসীদ মে নমামি তে পদাব্জভক্তি দেহি মে ॥১১॥

হে ভূপতি ! আমি তোমার শরণাগত হইয়া নমস্কার করি। তুমি পৃথিবী হইতে উৎপন্না জানকীর পতি করুণাময়, হে রামচন্দ্র ! আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। আপনার পদকমলের ভক্তি আমাকে প্রদান কর ॥১১॥

पठन्ति जे स्तवं इदं नरादरेणते पदं ।
व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्तिसंयुतं ॥

পঠন্তি জে স্তবং ইদং নরাদরেণতে পদং ।
ব্রজন্তি নাত্র সংশয়ং ত্বদীয় ভক্তিসংযুতং ॥১২॥

অত্রি মুনি কহিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার কৃত এই স্তব ত্রিকাল পাঠ করিবে, সে ব্যক্তি আদর সংযুক্ত তোমারই পদ প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে কোন সংশয় নাই। এবং তুমি তোমার ভক্তিযুক্ত করিয়া লইবে ॥১২॥

बिनती करि मुनि नाइ सिर कह करजोरि बहोरि ।
चरणसरोरुह नाथ जनि कबहुं तजै मति मोरि ॥

বিনতী করি মুনি নাই শির কহ করজোরি বহোরি ।
চরণসরোরুহ নাথ জনি কবহুং তজৈ মতি মোরি ॥১৩॥

হে ভরদ্বাজ ! অত্রি মুনি স্তব করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে মস্তকাবনত পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক বর প্রার্থনা করিলেন যে, হে নাথ ! যেন তোমার চরণ কমল হইতে আমার মতি না যায়, যেমন ভ্রমর শুদ্ধ কমলের মধু

কখন ত্যাগ করে না ॥১৩॥

देखि राम मुनि विनय प्रणामा।
विविध भांति पायो विश्रामा॥

দেখি রাম মুনি বিনয় প্রণামা।
বিবিধ ভাঁতি পায়ো বিশ্র মা ॥১৪॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্র মুনির প্রণাম ও বিনয় শুনিয়া বিবিধ প্রকারে বিশ্রাম প্রাপ্ত হইলেন ॥১৪॥

जन्म जन्म तव पद सुखकन्दा।
बढ़े प्रेम चकोर जिमि चन्द्र॥

জন্ম জন্ম তব পদ সুখকন্দা।
বঢ়ে প্রেম চকোর জিমি চন্দা ॥১৫॥

পুনরায় মুনি কহিলেন, হে সুখকন্দ! তোমার যে পদ-কঞ্জ তাহা আমার চিত্তবৃত্তি। যেমন চন্দ্রমাকে চকোর প্রার্থনা করে, সেই মত সদা মোর থাকে এই বর যেন পাই। তখন শ্রীরামচন্দ্র হাঁসিয়া মনে মনে এবমস্তু কহিলেন ॥১৫॥

अनसूयाके पद गहि सीता।
मिली बहोरि सुशील विनीता॥

অনসূয়াকে পদ গহি সীতা।
মিলী বহোরি সুশীল বিনীতা ॥১৬॥

অপর অনসূয়ার সহিত সীতার পরস্পর নম্রতা ও প্রীতিতে মিলন হইল ॥১৬॥

जो सिय सकल लोक सुखदाता।
अखिल लोक ब्रह्माण्ड कि माता॥

জো সিয় সকল লোক সুখদাতা।
অখিল লোক ব্রহ্মাণ্ড কি মাতা ॥১৭॥

হে গরুড়! দেখ যে জানকী অনেক ব্রহ্মাণ্ড ও সকল লোকের মাতা সুখদাতা আদ্যা শক্তি সেই জানকী অনসূয়ার পদানত হইয়া আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন। বয়োধিক্যের এই প্রাধান্য ॥১৭॥

तै उपाय मुनिवर बर भामिनि।
सुखी भइ कुमुदिनि जिमि यामिनि ॥

তে উপায় মুনিবর বর ভামিনি।
সুখী ভই কুমুদিনি জিমি যামিনি ॥১৮॥

যেমন কুমুদিনী রজনীকে পাইয়া সুখী হয়, সেই মত জানকী মুনিপত্নীকে পাইয়া সুখী হইলেন ॥১৮॥

ऋषिपत्नी मन सुख अधिकाइ।
आशीष दीन निकट बैठाइ ।

ঋষিপত্নী মন সুখ অধিকাই।
আশীষ দীন নিকট বৈঠাই ॥১৯॥

ঋষিপত্নীর মনে অত্যন্ত সুখ উদয় হইল। তখন জানকীকে আশীর্ব্বাদ দিয়া নিকটে বসাইলেন ॥১৯॥

दिव्य बसन भूषण पहिराये ॥
जे नित नूतन अमल सुहाये ॥

দিব্য বসন ভূষণ পহিরায়ে।
জে নিত নুতন অমল সুহায়ে ॥২০॥

এবং আপনার তপোবলে দিব্য বসন ভূষণ নিত্য নিত্য নুতন নুতন জানকীকে পরাইতে লাগিলেন ॥২০॥

जाहि निरखि दुख दुरि पराही।
गरुड़ देखि जिमि पन्नग जाही ॥

জাহি নিরখি দুখ দূরি পরাহীং।
গরুড় দেখি জিমি পন্নগ জাহীং ॥২১॥

যেমন গরুড়কে দেখিয়া সর্প পলায়ন করে, সেই মত বসন ভূষণ দেখিয়া জানকীর দুঃখ দূরি হইল ॥২১॥

ঐসে বসন বিচিত্র সুঠি দিয়ে সীয় কহু আনি।
সনমানে প্রিয় বচন কহি প্রীতি ন জাহু বখানি॥

ঐসে বসন বিচিত্র সুঠি দিয়ে সীয় কহং আনি।
সনমানে প্রিয় বচন কহি প্রীতি ন জাই বখানি ॥২২॥

হে পার্ব্বতি! অনসুয়া এই রূপ বিচিত্র বস্ত্র ভূষণ জানকীকে দিয়া অত্যন্ত আদরে অতি প্রিয় বচনে বাৎসল্য রসে কহিলেন। শ্রীজানকীর হৃদয় শান্ত রসময় এবং অতি প্রীতি পূর্ণ তাহা বলা যায় না ॥২২॥

কহ ঋষিবধু সরল মৃদু বানী।
নারি ধর্ম্ম কছু ব্যাজ বখানী॥

কহ ঋষিবধু সরল মৃদু বানী।
নারি ধর্ম্ম কছু ব্যাজ বখানী ॥২৩॥

হে পার্ব্বতি! ঋষি বধু সরল মৃদু বচনে জানকীর সন্নিকট বসিয়া কিছু স্ত্রী ধর্ম্ম কহিতে লাগিলেন। এই কথার উপসনার রীতি দেখা যায় ২৩॥

মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিত সুখপ্রদ সুনু রাজকুমারী॥

মাতু পিতা ভ্রাতা হিতকারী।
মিত সুখপ্রদ সুনু রাজকুমারী ॥২৪॥

হে রাজকুমারি! মাতা পিতা ভ্রাতা পুত্র আদি ইঁহারা পরম সুখদায়ী, পরন্তু অল্প ফল দাতা ॥২৪॥

অমিত দান ভর্ত্তা বৈদেহী।
অধম সো নারি জো সেবন তেহী॥

অমিত দান ভর্ত্তা বৈদেহী।
অধম সো নারি জো সেবন তেহী॥১৫॥

হে বৈদেহি! আপনার স্বামি সেবা করাই অসীম দান পুণ্য, ইহা যে না করে, সে নারী অধম॥২৫॥

ধীরজ ধর্ম্ম মিত্র অরু নারী।
আপতি কাল পরখিয়ে চারী॥

ধীর ধর্ম্ম মিত্র অরু নারী।
আপতি কাল পরখিয়ে চারী॥১৬॥

হে জানকী! ধৈর্য্য, ধর্ম্ম, মিত্র, স্ত্রী এই চার বিপদ কালে পরীক্ষা করা যায়॥২৬॥

বৃদ্ধ রোগ বশ জড় ধন হীনা।
অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা॥

বৃদ্ধ রোগ বশ জড় ধন হীনা।
অন্ধ বধির ক্রোধী অতি দীনা॥২৭॥

আপনার ভর্ত্তা-যদি বৃদ্ধ, রোগী ও জড় হয় তাহাতে যদি ধন না থাকে এবং কালা, ক্রোধী ও অতি দরিদ্র হয়॥১৭॥

ঐস্যহু পতি কর কিয় অপমানা।
নারি পাব যমপুর দুখ নানা॥

ঐস্যহু পতি কর কিয় অপমানা।
নারি পাও যমপুর দুখ নানা॥২৮॥

এরূপ পতিকে যে অপমান করে, সে নারী যমালয়ে

যাইয়া নানা প্রকার কষ্ট পায় ॥২৮॥

एकै धर्म्म एक व्रत नेमा।

काय बचन मन पतिपद प्रेमा॥

একৈ ধর্ম্ম এক ব্রত নেমা।

কায় বচন মন পতিপদ প্রেমা ॥২৯॥

স্ত্রীলোকের ব্রত ধর্ম্ম বিনয়, কেবল প্রেম পূর্ব্বক কায় মন বচনে পতির পদ সেবা করিলেই হয়,ফল সমান ॥২৯॥

जग पतिव्रता चारि बिधि अहहीं।

वेद पुराण सन्त सब कहहीं॥

জগ পতিব্রতা চারি বিধি অহহীঁ।

বেদ পুরাণ সন্ত সব কহহীঁ ॥৩০॥

হে জানকি। জগতে পতিব্রতা নারী চার প্রকার। ইহা বেদ পুরাণ ও সাধুরা কহিয়াছেন ॥৩০॥

उत्तम मध्यम नीच लघु सकल कहौं समुझाइ।

आगे सुनहिं ते भव तरहिं सुनऊ सिया मन लाइ॥

উত্তম মধ্যম নীচ লঘু সকল কহৌঁ সমুঝাই।

আগে সুনহিঁ তে ভব তরহিঁ সুনহুঁ সিয়া মন লাই ॥৩১॥

উত্তম,মধ্যম, নীচ ও লঘু এই চার প্রকার পতিব্রতার ভেদ। ইহা শ্রবণ করিলে সংসার হইতে তরিয়া যায়। হে জানকি! তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥৩১॥

उत्तम के अस बस मन माहीं।

सपनेहुँ आन पुरुष रति नाहीं॥

উত্তম কে অস বস মন মাহীঁ ॥

সপনহুঁ আন পুরুষ রতি নাহীঁ ॥৩২॥

উত্তম পতিব্রতা রমণী দুর্ল্লভ। যদি বল গৃহ মধ্যেই

থাকে, তাহাতেও দেবর আদি অন্য পুরুষকে দেখে অদ্ভুতো নহে। তবে যে স্ত্রী মনে বা স্বপ্নে পরপুরুষ না দেখে কেবল পতি প্রসন্নতা ভিন্ন স্বপ্নেও অন্যের প্রতি রতি ভাব না হয়, সেই স্ত্রী উত্তম পতিব্রতা ॥৩২॥

সাধুরা চার প্রকার উপাসক কহেন। যেরূপ পতিব্রতা সেই মত সাধু। গুরুর উপদেশে ঈশ্বরের প্রতি অনন্য ভাব করে, ভক্তি মুক্তি স্বপ্নেও দেখে না। আপন ইষ্ট দেবতাকে মুক্তি ভক্তি রূপে দেখে তাহাকে অনন্য উপাসক কহে, সেই শ্রেষ্ঠ।

মধ্যম পরপতি দেখহিঁ কৈসে।

ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে॥

মধ্যম পরপতি দেখহিঁ কৈসে।

ভ্রাতা পিতা পুত্র নিজ জৈসে ॥৩৩॥

মধ্যম পতিব্রতা, পর পতিকে আপন ভ্রাতা পিতা ও পুত্রের সমান দেখে ॥৩৩॥

যে সাধু সকলকে ঈশ্বর স্বরূপ এক বলিয়া মানে, স্বয়ং সকলকেই সমান ভক্তি মুক্তিদাতা বোধ করে। তাহাকে স্বরূপানন্য উপাসক কহে, সে মধ্যম ॥

ধর্ম্ম বিচারি সমুঝি কুল রহহীঁ।

তে নিকৃষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহহীঁ॥

ধর্ম্ম বিচারি সমুঝি কুল রহহীঁ।

তে নিকৃষ্ট তিয় শ্রুতি অস কহহীঁ ॥৩৪॥

যে স্ত্রী আপন স্বামীতে যেরূপ রতি ইচ্ছা করে, সেই মত পর পুরুষে করিয়া থাকে কিন্তু বিচার পূর্ব্বক নিজ ধর্ম্মকে বাঁচাইয়া চলে, শাস্ত্রে তাহাকে নিকৃষ্ট অর্থাৎ নীচ পতিব্রতা কহে ॥৩৪॥

যে জন গুণে ঈশ্বরের শরণাগত অপর অন্যদেবতার আরাধনা ইচ্ছা করে। গুরুকে ধর্ম্ম বিচারক বলিয়া মানে, সে ব্যক্তি সামান্য উপাসক। শ্রুতি পুরাণে মধ্যম অপেক্ষা নীচ কহে।

বিনু অবসর ভয়তেঁ রহ জোই।

জান্যহু অধম নারি জগ সোই॥

বিনু অবসর ভযতে রহ জোই।
জান্যউ অধম নারি জগ সোই ॥৩৫॥

আপন পতিকে লুকাইয়া পর পতিতে রতি ইচ্ছা করে, কিন্তু সময় না পাইয়া অপর কুটুম্ব ও গ্রাম্য লোকের ভয়ে বাঁচিয়া চলে, শাস্ত্রে তাহাকে অধম অর্থাৎ লঘু পতিব্রতা কহে ॥ ৫॥

গুরু উপদেশে ঈশ্বর মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অন্য দেবতা সম্বন্ধে মন্ত্র, তীর্থ ও ব্রতফল প্রার্থনা করে কিন্তু গুরু ও সঙ্গতের ভয়ে অবকাশ পায় না, তাহাকে ঈশ্বর বিষয়ে অধমানন্য উপাসক কহে। এই চার প্রকার পতিব্রতা ও চার প্রকার উপাসক।

পতি বঞ্চক পর পতি রতি করই।

রৌরব নরক কল্প শত পরই॥

পতি বঞ্চক পর পতি রতি করই।
রৌরব নরক কম্পা শত পরই ॥৩৬॥

যে স্ত্রী আপন পতিকে বঞ্চনা করিয়া পরপতিতে রমন করে। সে রমণী রৌরব নামক নরকে পতিত হয় ॥৩৬॥

রৌরব নরক অতি ভয়ানক, সেখানে মার মার হায় হায় মহাঘোর শব্দ হইতেছে। তথায় আপন ফল ভোগ করিয়া কত কাল ধরিয়া শূকরী কুকুরী সর্পিণী ইত্যাদি

চৌরাশী যোনিতে গমন করিয়া থাকে ॥৩৬॥

এইরূপ যে ব্যক্তি গুরুর উপদেশ না লইয়া ঈশ্বরের মন্ত্র প্রাপ্ত হওত তাহা ত্যাগ করিয়া রাজসী, তামসী দেবতা বীর যক্ষ রাক্ষস ইত্যাদি দেবতার উপাসনা করে সে মহাঘোর নরকে পতিত হয় । যেমন আপন পতিকে ত্যাগ করিয়া পর পতিতে রতি করিলে হয় ।

छण सुख लागि जन्म सत कोटी ।

दुख न समुझ तेहि सम को खोटी ॥

ক্ষণ সুখ লাগি জন্ম শত কোটী ।

দুখ ন সমুঝ তেহি সম কো খোটী ॥৩৭॥

ক্ষণিক সুখের জন্য যে জন শত কোটি জন্ম নরকে পতিত হয় । সে দুঃখকে যে না ভাবে, তাহার সমান আর কে মন্দ বুদ্ধি আছে ॥৩৭॥

बिनु श्रम नारि परम गति लहई ।

पतिब्रत धर्म्म छांड़ि छल गहई ॥

বিনু শ্রম নারি পরম গতি লহই ।

পতিব্রত ধর্ম্ম ছাঁড়ি ছল গহই ॥৩৮॥

যে নারী ছল ত্যাগ করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্মের অনুগামী হয় । সে নারী বিনা শ্রমে পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৩৮॥

पति प्रतिकूल जन्म जहं जाइ ।

बिधवा होइ पाइ तरुणाइ ॥

পতি প্রতিকুল জন্ম জহঁ জাই ।

বিধবা হোই পাই তরুণাই ॥৩৯॥

যে রমণী পতির প্রতিকুল হইয়া পরপুরুষে অনুকুল

হয়, তাহার যেখানে সেখানে অনেক বার জন্ম হইয়া থাকে। কিন্তু সকল বারেই তরুণ অবস্থায় বিধবা হইতে হয়। সেইরূপ যেজন শ্রীরামকে ত্যাগ করিয়া অপর দেবতার নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে, তাহাকেও চৌরাশী যোনি ভ্রমণ করিতে হয় ॥৩৯॥

सहज अपावन नारि पति
सेवत सुभगति लहइ।
यश गावहिं श्रुति चारि
अजहुं तुलसी का हरिहि प्रिय ॥

সহজ অপাওন নারি পতি সেওত শুভগতি লহই।
যশ গাওহিঁ শ্রুতি চারি অজহুঁ তুলসী কা হরিহি প্রিয় ॥৪০॥

হে জানকি! পতি সেবায় নারী সহজেই শুভগতি প্রাপ্ত হয়। দেখ, জলন্ধর দানবের স্ত্রী বৃন্দা আপন পতিব্রতা ধর্ম্মে থাকিয়া তুলসী হয়। সেই তুলসী অদ্যাপিও সদা ভগবানের প্রিয়। যাহার যশ চারি বেদে কীর্ত্তন করে ॥৪০॥

सुनु सीता तव नाम सुमिरि नारी पतिव्रत करहिं।
तुमहिं प्राणप्रिय राम कह्यउं कथा संसार हित ॥

সুনু সীতা তব নাম সুমিরি নারী পতিব্রত করহিঁ।
তুমহিঁ প্রাণপ্রিয় নাম কহউঁ কথা সংসার হিত ॥৪১॥

মুনি পত্নী অনসূয়া কহিলেন,হে জানকি! শ্রবণ কর, দেব দানব নাগ নর ইত্যাদির স্ত্রীরা তোমার নাম স্মরণ করিয়া পতিব্রতা ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। এবং তুমি শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। এই সমুদায় কথা আমি সংসারী নারীগণের জন্য কহিলাম ॥৪১॥

मुनि जानकी परम सुख पावा ।
सादर तासु चरण सिर नावा ॥

মুনি জানকী পরম সুখ পাওয়া।
সাদর তাসু চরণ শির নাওয়া ॥৪২॥

হে পার্ব্বতি! ইহা শুনিয়া জানকী পরম সুখী হইয়া আদরে তাঁহার চরণে পতিত হইলেন ॥৪২॥

तब मुनि सन कह क्रपानिधाना ।
आयसु होइ जाउँ बन आना ॥

তব মুনি সন কহ কৃপানিধানা।
আয়সু হোই জাউঁ বন আনা ॥৪৩॥

তার পর কৃপানিধান শ্রীরামচন্দ্র মুনির নিকট কহিলেন, অনুমতি করুন, আমি অন্য বনে যাই ॥৪৩॥

सन्तत मोपर क्रपा करेहु ।
सेवक जानि तजेउ जनि नेहु ॥

সন্তত মোপর কৃপা করেহু।
সেবক জানি তজেউ জনি নেহু ॥৪৪॥

হে মুনে! আমার প্রতি সতত কৃপা করিবেন। সেবক জানিয়া কখন স্নেহ ত্যাগ করিবেন না ॥৪৪॥

धर्म धुरन्धर प्रभुकै बाणी ।
सुनि सप्रेम बोले मुनि ज्ञानी ॥

ধর্ম্ম ধুরন্ধর প্রভুকৈ বাণী।
সুনি সপ্রেম বোলে মুনি জ্ঞানী ॥৪৫॥

ধর্ম্ম ধুরন্ধর প্রভুর বচন শুনিয়া জ্ঞানী মুনি প্রেমের সহিত বলিতে লাগিলেন ॥৪৫॥

जासु कृपा अज शिव सनकादी।
चाहत सब परमारथ बादी॥

জাসু কৃপা অজ শিব সনকাদী।
চাহত সব পরমারথ বাদী॥৪৬॥

হে রামচন্দ্র! শুক সনকাদি মুনিগণ, ব্রহ্মা শিব আদি পরমার্থ বাদীগণ তোমার কৃপা প্রার্থনা করেন। তোমারই কৃপায় আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি॥৪৬॥

तै तुम राम अकाम पियारे।
दीनबन्धु मृदु बचन उचारे॥

তে তুম রাম অকাম পিয়ারে।
দীনবন্ধু মৃদু বচন উচারে॥৪৭॥

তুমি সেই শ্রীরামচন্দ্র নিষ্কাম জীবের প্রতি প্রীতি করিয়া থাক, তাহাতে হে দীনবন্ধো! কেমন তুমি মৃদু বচন করিতেছ॥৪৭॥

अब जाना मैं श्री चतुराई।
भजिय तुमहिं सब देव बिहाई॥

অব জানা মৈঁ শ্রী চতুরাই।
ভজিয় তুমহিঁ সব দেব বিহাই॥৪৮॥

সমুদায় শ্রী অঙ্গ তোমার আশ্রয় অপার তোমারই কৃপায় আমি এই চতুরতা জানিলাম যে, সমুদায় দেবগণের মধ্যে তুমি এক মাত্র ভজনীয়॥৪৮॥

শ্রী অঙ্গ যথা— যশ, তেজ, ঐশ্বর্য্য, শোভা, তপ, দান, সিদ্ধি, ঋদ্ধি, বেদ-ব্যাকরণ ইত্যাদিতে প্রবীণতা, চতুর্দ্দশ বিদ্যা ও চৌষট্টি কলাযুক্ত যোগ, বৈরাগ্যজ্ঞান, বিজ্ঞান, ধ্যান, সমাধি, দয়া, কৃপা, করুণা, ধর্ম্ম, শরণপালন, সর্ব্বজ্ঞতা, একরস, আনন্দস্বরূপ ইত্যাদি।

জেহি সমান অতিশয় নহিঁ কোই।
তাকর শীল কস ন অস হোই॥

জেহি সমান অতিশয় নহি কোই।
তাকর শীল কস ন অস হোই॥৪৯॥

যে তুমি, তোমার সমান অতিশয় কেহই নাই। তাহাতে তোমার শীলতা যোগ্য নহে, কেন তুমি আমাকে বিনয় করিতেছ॥৪৯॥

কেহি বিধি কহৌঁ জাহু বন স্বামী।
কহহু নাথ তুম অন্তরযামী॥

কেহি বিধি কহৌঁ জাহু বন স্বামী।
কহহু নাথ তুম অন্তরযামী॥৫০॥

হে স্বামি! কেন আপনি বনে যাইবার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। আপনি অন্তর্যামী, আমাকে এ কথা বলা উচিত নহে॥৫০॥

অস কহি প্রভু বিলোকী মুনি ধীরা।
লোচন জল বহ পুলক শরীরা॥

অস কহি প্রভু বিলোকি মুনি ধীরা।
লোচন জল বহ পুলক শরীরা॥৫১॥

এই কথা বলিয়া মুনি শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ হৃদয়ে ধারণ করত নেত্রে জল পূর্ণ ও শরীর আনন্দে পুলকিত হইল॥৫১॥

তনুপুলক নির্ভরপ্রেমপূরণ নয়নমুখপঙ্কজ দিয়ে।
মনজ্ঞানগুণগোতীত প্রভু মৈঁ দীখজপতপকা কিয়ে॥

তনু পুলক নির্ভর প্রেম পূরণ নয়ন মুখ পঙ্কজ দিয়ে।
মন জ্ঞান গুণ গোতীত প্রভু মৈঁ দীখ জপ তপ ক কিয়ে॥৫২॥

হে গরুড়! মুনির তনু পুলকিত ও প্রেম পূর্ণ নেত্রদ্বয়ে শ্রীরামচন্দ্রের মুখকমল চন্দ্রে চকোর দৃষ্টিবৎ দেখিতে লাগিলেন। এবং কহিলেন, হে প্রভো! তুমি মন, গুণ জ্ঞান ও ইন্দ্রিয়ের অতীত। সেই প্রভুকে নয়ন ভরিয়া দেখি। এমন কে জপ, তপ, ব্রত,যোগ, নাম করিয়াছে? আপনি আপন কৃপায় দর্শন দিয়াছেন ॥৫২॥

জপ যোগ ধর্ম্ম সমুহ তে নর ভক্তি অনুপম পাবহী।
রঘুবীরচরিতপুনীতনিশিদিনদাসতুলসীগাবহী॥

জপ যোগ ধর্ম্ম সমুহ তে নর ভক্তি অনুপম পাওহী।
রঘুবীর চরিত পুনীত নিশি দিন দাস তুলসী গাওহী ॥৫৩॥

হে রামচন্দ্র! যে তোমারে জপ, যোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম ইত্যাদি করিয়া সম্পূর্ণ ইন্দ্রিয়কে জয় করত তোমাকে তৎ সমুদায় সমর্পণ করে, সে তোমার অনুপম ভক্তি প্রাপ্ত হয়। তুলসীদাস গোস্বামী কহিতেছেন, হে রঘুবীর! দিবানিশি যে তোমার চরিত গান করে, সে অনুপম ভক্তি প্রাপ্ত হয় ॥৫৩॥

মুনিহুঁ কি অস্তুতি কীন প্রভু দীন সুভগ বরদান।
সুমন বৃষ্টি নভ সঙ্কুল জয় জয় কৃপানিধান॥

মুনিহুঁ কি অস্তুতি কীন প্রভু দীন সুভগ বর দান।
সুমন বৃষ্টি নভ সঙ্কুল জয় জয় কৃপানিধান ॥৫৪॥

হে গরুড়! মুনি শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিয়া বর প্রদান করিলেন, দেবতারা জয় জয় বলিয়া পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন ॥৫৪॥

কলিমল মথন দমন দুখ রাম সুযশ সুখ মূল।
সাদর সুনহিঁ জে তিনপর রাম রহহিঁ অনুকূল॥

কলিমল শমন দমন দুখ রাম সুযশ সুখ মূল।
সাদর সুনহিঁ জে তিন পর রাম রহহিঁ অনুকূল ॥৫৫॥

শ্রীরামচন্দ্রের সুযশ সুখের কারণ, কলিমল হারক, দুঃখ নিবারক। এমত শ্রীরামচরিত যে আদরে শ্রবণ করে তাঁহার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র সদা অনুকূল হয়েন ॥৫৫॥

কঠিন কাল মল কোষ ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ জপ।
পরিহরি সকলভরোস রামহিঁ ভজহিঁতে চতুর নর ॥

কঠিন কাল মল কোষ ধর্ম্ম ন জ্ঞান ন যোগ জপ।
পরিহরি সকল ভরোস রামহিঁ ভজহিঁ তে চতুর নর ॥৫৬॥

হে গরুড়! এই মলপূর্ণ কাল ভাণ্ডার কঠিন, তাহাতে যোগ, তপ, জ্ঞান, জপ ইত্যাদি সমুদায় ভরসা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি শ্রীরামচন্দ্রের ভজনা করে, সেই জন চতুর। চারি যুগের মধ্যে কঠিন কাল কলিযুগ, মলের কোষ ॥৫৬॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্র অত্রি সৎসঙ্গ বর্ণন।

শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক বিরাধ নামক অসুর বধ, শরভঙ্গ মুনির দেহ ত্যাগ, মুনিগণ কর্ত্তৃক অভয় দান।

মুনি পদ কমল নাই কর শীশা।
চলে বনহিঁ সুর নর মুনি ঈশা ॥

মুনি পদ কমল নাই কর শীশা।
চলে বনহিঁ সুর নর মুনি ঈশা ॥১॥

সুর নর মুনীশ্বর শ্রীরামচন্দ্র অত্রিমুনিপদে নমস্কার করিয়া অন্য বনে চলিলেন ॥১॥

আগে রাম লছমন পুনি পাছে।
মুনিবর বেশ বনে অতি আছে॥

* আগে রাম লক্ষ্মণ পুনি পাছে।
মুনিবর বেশ বনে অতি আছে ॥২॥

আগে শ্রীরামচন্দ্র পশ্চাতে লক্ষ্মণ মধ্যে সীতা,তপস্বী বেশে পরম শোভিত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন ॥২॥

উভয় বীচ সিয় সোহই কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বীচ মায়া জৈসী॥

উভয় বীচ সিয় সোহই কৈসী।
ব্রহ্ম জীব বীচ মায়া জৈসী ॥৩॥

হে গরুড়! শ্রীরাম লক্ষ্মণের মধ্যে সীতা কেমন শোভা পাইতেছেন, যেমন ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে মায়া শোভা পায় ॥৩॥

মায়া দুই প্রকার বিদ্যা ও অবিদ্যা। সর্ব্ব জীবনের এবং ব্রহ্মের মধ্যে অবিদ্যা অশোভিত,কারণ জীব ব্রহ্মতে বিক্ষেপিত। তখন জীবন্মুক্ত যে জীব এবং ব্রহ্ম উভয়ের মধ্যে বিদ্যা মায়া শোভিত, কারণ ব্রহ্মের ব্রহ্মানন্দ সুখ জীবনের বিদ্যা প্রাপ্তি হইয়া থাকে, তাহাতেই শোভিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের ভাব সেবা পরমানন্দ সুখ লক্ষ্মণ ও জানকী প্রাপ্ত হয়েন, তাহাতে শোভিত কহিয়াছেন। দেখ ব্রহ্মজীব এবং দিব্য মায়া এই তিনকে বাচক কহিয়াছে এবং শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও জানকীকে বাচ্য কহিল এবং ব্রহ্মজীব বিদ্যা মায়ার উপমান, শ্রীরামচন্দ্র জানকী উপমেয়। এখানে উপমান হইতে উপমেয় অধিক জানিবে। অপর দৃষ্টান্তে দৃষ্টান্ত অধিক হইতেছে। উপমান দৃষ্টান্ত লক্ষণ, উপমেয় দৃষ্টান্ত লক্ষ্য কিন্তু এখানে ন্যুনাধি

ক্য রূপালঙ্কার জানিবেন।

সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা।
পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা॥

সরিতা বন গিরি অবঘট ঘাটা।
পতি পহিচানি দেহিঁ বর বাটা॥৪॥

শ্রীরামচন্দ্র পথ ঘাট গিরি সরোবর আদি দেখিয়া শুনিয়া অবগত হইয়া চলিতে লাগিলেন॥৪॥

জহঁ জহঁ জায়ঁ দেব রঘুরায়া।
করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভ ছায়া॥

জহঁ জহঁ জায়ঁ দেব রঘুরায়া।
করহিঁ মেঘ তহঁ তহঁ নভ ছায়া॥৫॥

রঘুনাথ যে খানে যে খানে যাইতে লাগিলেন, সেই সেই খানে সূর্য্যের উত্তাপ নিবারণ হেতু মেঘ আসিয়া আকাশে আচ্ছন্ন করিল॥৫॥

মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা।
আবতহী রঘুবীর নিপাতা॥

মিলা অসুর বিরাধ মগ জাতা।
আওতহী রঘুবীর নিপাতা॥৬॥

রঘুবীরকে নিপাত করিবার বাসনায় বিরাধ রাক্ষস আসিতেছিল, পথি মধ্যে শ্রীরামের সহিত সাক্ষাৎ হইল॥৬॥

তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহিঁ পাবা।
দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাবা॥

তুরতহিঁ রুচির রূপ তেহিঁ পাওয়া।
দেখি দুখী নিজ ধাম পঠাওয়া॥৭॥

তখনই অসুর তাহার সমুচিত ফল পাইল। রঘুনাথ দেখিবা মাত্র বিরাধকে বিনাশ করিলেন ॥৭॥

পুনি আয়ে জহঁ মুনি সরভঙ্গা।

সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা॥

পুনি আয়ে জহঁ মুনি সরভঙ্গা।

সুন্দর অনুজ জানকী সঙ্গা ॥৮॥

তার পর শ্রীরামচন্দ্র ভাই লক্ষ্মণ ও জানকী সঙ্গে সরভঙ্গ মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন ॥৮॥

দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।

সাদর পান করত অতি ধন্য জন্ম সরভঙ্গ॥

দেখি রাম মুখ পঙ্কজ মুনিবর লোচন ভৃঙ্গ।

সাদর পান করত অতি ধন্য জন্ম সরভঙ্গ ॥৯॥

তখন সরভঙ্গ মুনি যেমন মধুকরেরা পদ্মের মধু পান করে, সেই মত নেত্র ভঙ্গি করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মুখের মকরন্দ সাদরে পান করিতে লাগিলেন, হে গরুড়! জন্ম অদ্য সরভঙ্গ মুনি ধন্য ॥৯॥

কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা।

শঙ্কর মানস রাজ মরালা॥

কহ মুনি সুনু রঘুবীর কৃপালা।

শঙ্কর মানস রাজ মরালা ॥১০॥

পুনশ্চ সরভঙ্গ মুনি কহিলেন, হে কৃপালু রঘুবীর! তুমি শঙ্করের হৃদয় মানসের রাজ হংস ॥১০॥

জাত রহেউঁ বিরঞ্চি কে ধামা।

সুনেউঁ শ্রবণ বন ঐহৈঁ রামা॥

জাত রহেউঁ বিরঞ্চি কে ধামা।

সুনেউঁ শ্রবণ বন ঐহৈঁ রামা ॥১১॥

" অগস্ত্য মুনি কহিলেন, হে রামচন্দ্র! আমি ব্রহ্মার নিকট তোমার স্বরূপ ভজনার সৎসঙ্গ হেতু গমন করিয়াছিলাম। তখন আমি মুনীশ্বরের বেদ মধ্যে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীরামচন্দ্র যিনি পরম ঈশ্বর তিনি রাজা দশরথের গৃহে অবতীর্ণ হইয়া বন লীলা করিবেন, ইহা শুনিয়া বসিয়া আছি। কিন্তু ব্রহ্মা আমাকে বলিয়াছিলেন পরমেশ্বরের সহিত তোমার অরণ্যে সাক্ষ্যাৎ হইবে ॥১১॥

চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতি।

অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতি॥

চিতবত পন্থ রহেউঁ দিন রাতি।

অব প্রভু দেখি জুড়ানী ছাতি ॥১২॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনার আগমনের আসা পথ দিবানিশি চাহিয়াছিলাম, এখন দর্শন পাইয়া পরমানন্দে হৃদয় শীতল হইয়া গেল ॥১২॥

নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা।

কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা॥

নাথ সকল সাধন মৈঁ হীনা।

কীন্হী কৃপা জানি জন দীনা ॥১৩॥

হে নাথ! আমি আপনার প্রাপ্তি সাধন হীন। আপনি যে আমাকে দর্শন দিলেন, সে কেবল দীন জানিয়া কৃপা করা মাত্র ॥১৩॥

সো কছু দেব ন মোর নিহোরা।

নিজ প্রণ রাখেউ জন মন চোরা॥

সো কছু দেব ন মোর নিহোরা।

নিজ প্রণ রাখেউ জন মন চোরা ॥১৪॥

হে দেব! তুমি অশরণ শরণ, পতিত পাবন আমি

তোমার কিছু যাত্র সাধন জানি না। তুমি অন্তর্যামী তারক ॥১৪॥

তব লগি রহহু দীন হিত লাগী।
জব লগি মিলৌঁ তুমহিঁ তনু ত্যাগী ॥
তব লগি রহহু দীন হিত লাগী।
জব লগি মিলোঁ তুমহিঁ তনু ত্যাগী ॥১৫॥

সরভঙ্গ মুনি কহিলেন, আমি যে দীন আমার হিতের জন্য কিছুক্ষণ অবস্থান করুন, যে পর্য্যন্ত না তনু-ত্যাগ করিয়া আপনাকে প্রাপ্ত হই ॥১৫॥

যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রত কীন্হা।
প্রভু কহঁ দেই ভক্তিবর লীন্হা ॥
যোগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রত কীন্হা।
প্রভু কহঁ দেই ভক্তিবর লীন্হা ॥১৬॥

হে গরুড়! মুনি যাগ যজ্ঞ জপ তপ ব্রত ইত্যাদি যাহা করিয়াছিল তৎসমুদায় শ্রীরামে অর্পণ করিয়া ভক্তিবর ভিক্ষা করিয়া লইলেন। কারণ ধর্ম্মকাণ্ড ও বৈরাগ্য বিজ্ঞান কাণ্ডের ফল আছে কিন্তু উপাসনা কাণ্ডে ভক্তিরস পাওয়া যায় ॥১৬॥

যহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা।
বৈঠে হৃদয় ছাঁড়ি সব সঙ্গা ॥
যহি বিধি সর রচি মুনি সরভঙ্গা।
বৈঠে হৃদয় ছাঁড়ি সব সঙ্গা ॥১৭॥

এই প্রকারে সরভঙ্গ মুনি পরমাত্মার মূর্ত্তি শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপে সমাধান করিয়া চার প্রকার জলের বাসনা ও সঙ্গ ত্যাগ করত দৃঢ় সমাধি করিয়া বসিলেন ॥১৭॥

সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তন শ্যাম।
মম হিয় বসহু নিরন্তর সগুণ রূপ শ্রীরাম॥

সীতা অনুজ সমেত প্রভু নীল জলদ তন শ্যাম।
মম হিয় বসহু নিরন্তর সগুণ রূপ শ্রীরাম ॥১৮॥

যখন প্রেমানন্দে মুনিবর কহিলেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! জানকীর সহিত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া পরম দিব্য সগুণ রূপ সনাতন অখণ্ড একরস নীলঘন নীলকঞ্জ তড়িত সংযুক্ত তদ্বৎ বর্ণ আমার হৃদয়ে সদা বাস করুক, তখন শ্রীরামচন্দ্র এবমস্তু কহিলেন। হে মুনে! এখন তুমি আমার আজ্ঞাতে বৈকুণ্ঠে গিযা বাসকর যখন আমি গমন করিব তখন তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইব ॥১৮॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্রবসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে সরভঙ্গ মুনির বৈকুণ্ঠ বর্ণন।

শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণের আশ্রমে গিয়া অভয় দান।

অস কহি যোগ অগিনি তনু জারা।
রাম কৃপা বৈকুণ্ঠ সিধারা॥

অস কহি যোগ অগিনি তনু জারা।
রাম কৃপা বৈকুণ্ঠ সিধারা।১॥

হে রাম! আমার হৃদয়ে বাস করুন বলিয়া সরভঙ্গ মুনি যোগরূপ অগ্নি উৎপন্ন করিয়া শরীরকে ভস্ম করিলেন। সেখানে বিস্তর মুনি দণ্ডায়মান ছিলেন কিন্তু সরভঙ্গ মুনির শরীরকে কেহই দেখিতে পান নাই। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের কৃপায় দিব্য বিমানে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন ॥১॥

तातें मुनि हरि लीन न भयउ।
प्रथमहिं भेद भक्ति वर लयउ॥

তাতে মুনি হরি লীন ন ভয়উ।
প্রথমহিঁ ভেদ ভক্তিবর লয়উ ॥২॥

হে গরুড়! সরভঙ্গ মুনি যোগ সিদ্ধ ছিলেন। যোগের ফল সাযুজ্য মুক্তি, হরিতে লীন হইয়া যায় কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া যোগফলের ফল রস সেবক সেব্য ভাব ভেদ ভক্তিবর চাহিয়া লইলেন ॥২॥

ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी।
सुखी भये निज हृदय विशेषी॥

ঋষি নিকায মুনিবর গতি দেখী।
সুখী ভয়ে নিজ হৃদয় বিশেষী ॥৩॥

ঋষিগণ সরভঙ্গ মুনির গতি দেখিয়া হৃদয়ে বিশেষ আনন্দানুভব করিলেন ॥৩॥

अस्तुति करहिं सकल मुनिवृन्दा।
जयति प्रणत हित करुणाकन्दा॥

অস্তুতি করহিঁ সকল মুনিবৃন্দা।
জয়তি প্রণত হিত করুণ কন্দা ॥৪॥

তথায় সমুদায় মুনিবৃন্দ স্তব করত কহিলেন, হে করুণাকন্দ। প্রণত হিত! তোমার জয় হউক।৪॥

पुनि रघुनाथ चले वन आगे।
मुनिवर वृन्द विपुल संग लागे॥

পুনি রঘুনাথ চলে বন আগে।
মুনিবর বৃন্দ বিপুল সঁগ লাগে ॥৫॥

তার পর শ্রীরামচন্দ্র অন্য বনে গমন করিলে বিস্তর

মুনিবৃন্দ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল ॥৫॥

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া।
পুঁছা মুনিন লাগি অতি দায়া ॥

অস্থি সমূহ দেখি রঘুরায়া।
পুঁছা মুনিন লাগি অতি দায়া ॥৬॥

সে খানে বিস্তর অস্থি পতিত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে এত হাড় পড়িয়া থাকিবার কারণ কি ? ॥৬॥

জানতহুঁ পুঁছত কস স্বামী।
সমদরশী তুম অন্তর্য্যামী ॥

জানতহু পুঁছত কস স্বামী।
সমদরশী তুম অন্তর্যামী ॥৭॥

তখন মুনিগণ কহিলেন, হে পরমাত্মা স্বামি! আপনি সমদর্শী, অন্তর্যামী, সর্ব্বজ্ঞ, আপনি আমাদের কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৭॥

নিশিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।
সুনি রঘুনাথ নয়ন জল ছায়ে ॥

নিশিচর নিকর সকল মুনি খায়ে।
সুনি রঘুনাথ নয়ন জল ছায়ে ॥৮॥

ঋষিগণ বলিলেন, নিশিচর মুনি সকলকে খাইয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র রঘুনাথের নেত্রে জলপূর্ণ হইল ॥৮॥

নিশ্চর হীন করৌঁ মহি ভুজ উঠায় প্রণ কীন।
সকল মুনিনকে আশ্রমনি জায় জায় সুখ দীন ॥

নিশ্চর হীন করৌঁ মহি ভুজ উঠায় প্রণ কীন।
সকল মুনিনকে আশ্রমনি জায় জায়ঁ সুখ দীন ॥৯॥

তারপর মুনিগণের কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথিবীতে নিশিচর শূন্য করিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া দেবতারা পুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মুনিগণের আনন্দ হইল। শ্রীরামচন্দ্র মুনিগণের আশ্রমে আশ্রমে যাইয়া সুখ প্রদান করিলেন। সমস্ত মুনিগণ উত্তম রূপে শ্রীরামের পূজা করিতে লাগিলেন ॥৯॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদান কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে মুনিগণের অভয় বর্ণন।

সুতীক্ষ্ণ মুনির অত্যন্ত প্রেম দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্রের অভয় দান।

मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना।
नाम सुतीक्षण रत भगवाना॥

মুনি অগস্ত্য কর শিষ্য সুজানা।
নাম সুতীক্ষণ রত ভগবানা ॥১॥

হে পার্ব্বতি! অাগস্ত্য মুনির শিষ্য পরম জ্ঞানী সুতীক্ষ্ণ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের অনন্য উপাসক ॥১॥

मन क्रम वचन राम कर सेवक।
स्वपनेहुँ आन भरोस न देवक॥

মন ক্রম বচন রাম কর সেবক।
স্বপনেহুঁ আন ভরোস ন দেবক ॥২॥

মন বচন কর্ম্মে শ্রীরাম সেবক অপর পঞ্চদেব ইত্যাদির সাক্ষ্যাৎ ভরসা স্বপ্নেও নাই ॥২॥

प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा।
करत मनोरथ आतुर धावा॥

প্রভু আগমন শ্রবণ মুনি পাওয়া।
করত মনোরথ আতুর ধাওয়া ॥৩॥

তখন সুতীক্ষ্ণ মুনি প্রভুর আগমন বার্তা শুনিয়া অনেক বিধ মনোরথ করত সত্বর উঠিয়া ধাবিত হইলেন ॥৩॥

হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া।
মোসে শঠ পর করি হৈঁ দায়া ॥

হে বিধি দীনবন্ধু রঘুরায়া।
মোসে শঠ পর করি হৈঁ দায়া ॥৪॥

হে শ্রীরামচন্দ্র ! দীনবন্ধো ! রঘুনাথ ! আমি যে শঠ আমার প্রতি দয়া করুন ॥৪॥

সহিত অনুজ মোহিঁ রাম গোসাঈ।
মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈ ॥

সহিত অনুজ মোহিঁ রাম গোসাঈ।
মিলিহহিঁ নিজ সেবক কী নাঈ ॥৫॥

মুনিবর এই কামনা করিতেছেন যে, লক্ষ্মণ জানকী সহিত শ্রীরাম গোঁসাই আপন সেবকের সম দর্শন দিবেন ॥৫।

মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় নাহীঁ।
ভক্তি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহীঁ ॥

মোরে জিয় ভরোস দৃঢ় নাহীঁ।
ভক্তি বিরতি ন জ্ঞান মন মাহীঁ ॥৬॥

কারণ আমার মনে দৃঢ় ভরসা নাই। না আমার ভক্তি আছে, না বৈরাগ্য আছে, না জ্ঞান আছে তাহাতে কেমন করিয়া দর্শন পাইব ॥৬॥

নহিঁ সতসঙ্গ যোগ জপ যাগা।
নহিঁ দৃঢ় চরণ কমল অনুরাগা॥

নহিঁ সতসঙ্গ যোগ জপ যাগা।
নহিঁ দৃঢ় চরণ কমল অনুরাগা। ॥৭॥

না আমি সৎসঙ্গ করিয়াছি, না জপ করিয়াছি, না যাগ করিয়াছি, না কিছু দান করিয়াছি, না দৃঢ়তা পূর্ব্বক চরণারবিন্দে অনুরাগ করিয়াছি, তাহাতে কেমন করিয়া আমি দর্শন পাইব ॥৭॥

ইহা নীচানুসন্ধান কার্পণ্য শরণাগত কহে, আপনি অকর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তা।

এক বানি করুণানিধানকী।
সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী॥

এক বানি করুণানিধানকী।
সো প্রিয় জাকে গতি ন আনকী ॥৮॥

সুতীক্ষ্ণ মুনি আপন মনে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেন যে, করুণানিধান শ্রীরামচন্দ্র যাহার ধর্ম্মকর্ম্ম, দেবারাধনা, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এসকলের লেশ মাত্র ভরসা নাই তাহার প্রিয়। এই মনে ভাবিয়া, হে গরুড়! সুতীক্ষ্ণ মুনি সমুদায় উপায় ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত ছিলেন ॥৮॥

হোইহৈঁ সফল আজু মম লোচন।
দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন॥

হোই হৈঁ সফল আজু মম লোচন।
দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন ॥৯॥

শ্রীরামচন্দ্র ভবমোচন কর্ত্তা সকলের আশ্রয়ী, আজ

পঙ্কজ বদন দেখিয়া আমার নেত্র সফল হইল ॥৯॥

निर्भर प्रेम मगन मुनि ग्यानी।
कहि न जाय सो दसा भवानी॥

নির্ভর প্রেম মগন মুনি জ্ঞানী।
কহি ন জায় সো দশা ভবানী ॥১০॥

হে ভবানি! মুনি জ্ঞানী ছিলেন, । আপন স্বরূপে আরূঢ় থাকায় প্রেম-পরা-ভক্তি প্রাপ্ত হন্। তাহাতে সুতীক্ষ্ণ নির্ভর প্রেমে মগ্ন ছিলেন, সে দশার কথা বর্ণন করা যায় না ॥১০॥

दिसि अरु बिदिसि पन्थ नहिं सूझा।
को मैं चलेउँ कहाँ नहिं बूझा॥

দিশি অরু বিদিশি পন্থ নহিঁ সূঝা।
কো মৈঁ কহাঁ চলেউঁ নহিঁ বুঝা ॥১১॥

হে পার্ব্বতি! সুতীক্ষ্ণ মুনি প্রেমে মগ্ন ছিলেন, সেই জন্য দিক্ বিদিক্ জ্ঞান ছিল না। আমি কাহার মিলনে কোথায় চলিয়া যাইতেছি মুনি তাহা বুঝিতে পারেন নাই ॥১১॥

দিক্ (দিশি) অর্থাৎ পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ। বিদিক্ (বিদিশি) অর্থাৎ অগ্নি, নৈঋত,বায়ু ও ঈশান কোণ। দিশাবিদিশার অর্থ ভূমি আকাশ।

कबहुँक फिरि पाछे पुनि जाई।
कबहुँक नृत्य करै गुन गाई॥

কবহুঁক ফিরি পাছে পুনি জাই।
কবহুঁক নৃত্য করৈ গুণ গাই ॥১২॥

হে পার্ব্বতি! কখন মুনি পশ্চাৎ ভাগে চলিয়া যান,

কখন আগে, কখন দক্ষিণে ও কখন বামে গমন করেন। কখন প্রেমে হাঁসেন, কখন নাচিতে থাকেন। এই সমুদায়কে শুদ্ধ লক্ষণা প্রেম ভক্তি কহে ॥১২॥

অবিরল প্রেম ভক্তি মুনি পাই।

প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাই॥

অবিরল প্রেম ভক্তি মুনি পাই।

প্রভু দেখৈঁ তরু ওঠ লুকাই ॥১৩॥

হে ভরদ্বাজ! মুনি রঘুনাথের প্রদত্ত অবিরল ভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। তখন মুনির দশা শ্রীরঘুনাথ বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন ॥১৩॥

অবিরল শব্দের অর্থ অহর্নিশি।

অতিশয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা।

প্রকটে হৃদয় হরণ ভব ভীরা॥

অতিশয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা।

প্রকটে হৃদয় হরণ ভব ভীরা ॥১৪॥

তারপর রঘুবীর জন্ম মরণ হারী মুনির অতিশয় প্রীতি দেখিয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে আপনার স্বরূপ মুনিকে দেখাইলেন ॥১৪॥

মুনি মগ মাঝ অচল হ্বৈ বৈসা।

পুলক শরীর পনস ফল জৈসা॥

মুনি মগ মাঝ অচল হৈব বৈসা।

পুলক শরীর পনস ফল জৈসা ॥.৫॥

যখন শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ মুনির হৃদয়ে আপন স্বরূপ দর্শন দিলেন, তখন মুনি পথ মধ্যে অচল হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ হৃদয় মধ্যে দেখিয়া বসিয়া পড়িলেন।

সেই সময়ে বাহ্যান্তর বৃত্তি রহিত হইল। কারণ ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ মনের অধীন, মন জীবের অধীন, জীব আপন অন্তর্ভূত পরমাত্মার স্বরূপ দেখিয়া পরমানন্দ সুখ প্রাপ্ত হইল। মুনি মননশীল আত্মারাম বিজ্ঞান যে পরাভক্তি তাহা পাইলেন — প্রমাণ।

ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সুতীক্ষ্ণ মুনি যখন পথ মধ্যে অচল হইয়া বসিলেন, তখন পুলকে শরীর রোমাঞ্চ কাঁঠাল ফলের ন্যায় হইল ॥১৫॥

তব রঘুনাথ নিকট চলি আযে।
দেখি দশা নিজ জন মন ভাযে ॥

তব রঘুনাথ নিকট চলি আয়ে।
দেখি দশা নিজ জন মন ভায়ে ॥১৬॥

তখন রঘুনাথ মুনির নিকট চলিয়া আসিয়া মুনিরদশা দেখিয়া নিজ জন নিশ্চয় করিবা মনেতে জানিলেন ॥১৬॥

মুনিহি রাম বহু ভাঁতি জগাবা।
জাগ ন ধ্যান জনিত সুখ পাবা ॥

মুনিহিঁ রাম বহু ভাঁতি জগাওয়া।
জাগ ন ধ্যান জনিত সুখ পাওয়া ॥১৭॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে জাগাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেও জাগিল না। কারণ ধ্যান বশতঃ মুনির সুখ উৎপন্ন হইয়াছিল ॥১৭॥ মুনি একরস পরমানন্দ সুখে মগ্ন ছিলেন, কেমন করিয়া জাগে।

ভুপ রূপ তব রাম দুরাবা।
হৃদয় চতুর্ভুজ রূপ দৈখবা ॥
ভুপ রূপ তব রাম দুরাওয়া।
হৃদয় চতুর্ভুজ রূপ দেখাওয়া॥১৮॥

যখন মুনি জাগিল না তখন মুনির হৃদয় হইতে দশ-রথনন্দন রাজ রূপ অন্তর্হিত করিয়া মুনির হৃদয়ে চতুর্ভুজ রূপ দেখাইলেন ॥১৮॥

যুনং নৃলোকেদতভুরিভাগলোকং পুনানাং মুনয়োবদন্তি।
যেষাংগ্রহাণাংবসতীতি সাক্ষাৎগূঢ়ংপরব্রহ্মমনুষ্যলিঙ্গং ॥

মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসে।
বিকল হীন ফণি মণি বিনু জৈসে ॥
মুনি অকুলাই উঠা তব কৈসে।
বিকল হীন ফণি মণি বিনু জৈসে ॥১৯॥

তখন মুনি ধড়পড় করিয়া উঠিলেন। যেমন মণি বিনা ফণি ॥১৯॥

আগে দৈখি রাম তন শ্যামা।
সীতা অনুজ সহিত সুখধামা ॥
আগে দেখি রাম তন শ্যামা।
সীতা অনুজ সহিত সুখধামা ॥২০॥

তখন বিকল হইয়া মুনির নেত্র উন্মীলন হইলে প্রথমে শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপ হৃদয় মধ্যে শ্যামসুন্দর দেখিলেন এবং সেই স্বরূপ বাহ্য নেত্রের সম্মুখে লক্ষ্মণ জানকী ও শ্রীরামচন্দ্র সুখধাম তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন।

হে পার্ব্বতি! প্রথমে শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে নিজ নিত্য দ্বিভুজ কিশোর ধনুর্দ্ধর দেখাইলেন। আবার চতুর্ভুজ হইয়া মুনির হৃদয়ে দর্শন দিলেন; যখন মুনি গুরুর দুই উপাসক পরীক্ষা লইলেন তখন মুনি বিকল হইয়া উঠিল। দ্বিভুজ চতুর্ভুজ ভেদ মাত্র তত্ত্বস্বরূপ একই। মুনি যে বিকল হইয়া উঠিল তাহার কারণ, হে পার্ব্বতি। যে পরমানন্য উপাসক সে একই স্বরূপে অনন্য রূপান্তর কিন্তু সহ্য করিতে পারে না। দেখ যখন ভগবান্ বিষ্ণু অতি ভীষণ নৃসিংহ রূপ ধারণ করেন, তখন ব্রহ্মা লক্ষ্মণকে কহেন যে, তুমি তোমার পতিকে শান্ত কর। ব্রহ্মার কথায় লক্ষ্মী তাঁহার নিকট গমন না করিয়া কহিলেন যদি তিনিই সেই ভগবান্ হন্, তথাচ এই স্বরূপের উপাসক আমি নই। সেই জন্য মুনির হৃদয় বিকল হইয়া উঠিয়াছিল ॥২০॥

परेउ लकुटि जिमि चरणन लागी।
प्रेम मगन मुनिवर बड़ भागी॥

পরেউ লকুটি জিমি চরণন লাগী।
প্রেম মগন মুনিবর বড় ভাগী ॥২১॥

তখন, সুতীক্ষ্ণ মুনি শ্রীরামচন্দ্রের চরণে লুণ্ঠিত হইয়া প্রেমে মগ্ন হইলেন ॥২১॥

भुज विशाल गहि लिये उठाइ।
प्रेम प्रीति राख्यउ उरलाइ॥

ভুজ বিশাল গহি লিয়ে উঠাই।
প্রেম প্রীতি রাখ্যউ উর'লাই॥২২॥

তারপর শ্রীরামচন্দ্র বিশাল ভুজ দ্বারা উঠাইয়া অত্যন্ত প্রেম প্রীতিতে সংলগ্ন করিলেন ॥২২॥

মুনিহিঁ মিলত অতি সোহ কৃপালা।
কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা ॥

মুনিহিঁ মিলত অতি সোহ কৃপালা।
কনক তরুহি জনু ভেঁট তমালা ॥২৩॥

মুনি শ্রীরামচন্দ্রের মিলনে কেমন শোভিত হইল, যেমন কনক তরু তমাল বৃক্ষে জড়াইয়া শোভিত হয় ॥২৩।

রাম বদন বিলোকী মুনি ঠাঢ়া।
মানহুঁ চিত্র মাঁঝ লিখি কাঢ়া ॥

রাম বদন বিলোকী মুনি ঠাঢ়া।
মানহুঁ চিত্র মাঁঝ লিখি কাঢ়া ॥২৪॥

তারপর শ্রীরামচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া মুনির চিত্ত স্থির হইয়া রহিল ॥২৪॥

তব মুনি হৃদয় ধীর ধরি গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আন করি পূজা বিবিধ প্রকার ॥

তব মুনি হৃদয় ধীর ধরি গহি পদ বারহিঁ বার।
নিজ আশ্রম প্রভু আন করি পূজা বিবিধ প্রকার ॥২৫॥

অনন্তর মুনি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া বার বার শ্রীরামচন্দ্রের পদারবিন্দে পতিত হওত উঠিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিনয় পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রকে নিজ আশ্রমে আনিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন ॥২৫॥

কহ মুনীশ প্রভু বিনতি মোরী।
অস্তুতি করৌঁ কবন বিধি তোরী ॥

মুনি কহিলেন, হে প্রভো। আমি কোন্ রীতিতে আপনার স্তব করিব ? এই আমার বিনয় ॥২৬॥

महिमा अमित मोरि मति थोरी।

रवि सन्मुख खद्योत अँजोरी॥

মহিমা অমিত মোরি মতি থোরী।

রবি সন্মুখ খদ্যোত অজোরী ॥২৭॥

কারণ, আপনার অপার মহিমা, আমার বুদ্ধি অল্প। সূর্য্যের সম্মুখে জোনাইপোকা কেমন করিয়া জ্যোতি প্রকাশ করে ॥২৭॥

श्याम तामरस दाम शरीरा।

जटा मुकुट परि घन मुनि चीरा॥

শ্যাম তামরস দাম শরীরা।

জটা মুকুট পরি ঘন মুনি চীরা ॥২৮॥

হে শ্রীরামচন্দ্র। তামরস অর্থাৎ নীল কমলের ন্যায় আপনি শ্যাম এবং দাম অর্থাৎ উক্ত নীল কমলের রঙের ছটা লালিত্য চমকিত দেহ। অথবা ঘননীলের মধ্যে স্থির তড়িৎ। মাথায় জটা মুকুট এবং পরিধান বল্কলে শোভিত ॥২৮॥

पाणि चाप शर कटि तूणीरम्।

नौमि निरन्तर श्रीरघुवीरम्॥

পাণি চাপ শর কটি তূণীরং।

নৌমি নিরন্তর শ্রীরঘুবীরং ॥২৯॥

হাতে ধনুর্ব্বাণ ও কটিতে তূণীর শোভিত শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর নমস্কার করি ॥২৯॥

মোহ বিপিন ঘন দহনু কৃশানু।

সন্ত সরোরুহ কানন ভানু॥

মোহ বিপিন ঘন দহনু কৃশানু।

সন্ত সরোরুহ কানন ভানু ॥৩০॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! মোহ বিপিন দগ্ধ করিয়া তুমি কৃশ হইয়াছ। এবং তুমিই সাধু কমলবনের সূর্য্য ॥৩০॥

নিশ্চর কর বরূথ মৃগরাজম্।

ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজম্॥

নিশ্চর কর বরূথ মৃগরাজং।

ত্রাতু সদা নো ভব খগ বাজং ॥৩১॥

এবং নিশ্চরঅর্থাৎ হস্তিযুথের বিনাশ কারী মৃগরাজ অর্থাৎ সিংহ হও। হে শ্রীরামচন্দ্র! আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি। তুমি সংসার বিহঙ্গের নাশ কারী বাজ পক্ষীর স্বরূপ ॥৩১॥

অরুণ নয়ন রাজীব সুবেষম্।

সীতা নয়ন চকোর নিশ্রেষম্॥

অরুণ নয়ন রাজীব সুবেষং।

সীতা নয়ন চকোর নিশেশং ॥৩২॥

হে অরুণ কমলদল লোচন! শ্রীজানকীর নয়নচকোরের তুমি পূর্ণ চন্দ্র হও ॥৩২॥

হর হৃদ মানস রাজ মরালম্।

নৌমি রাম উর বাহু বিশালম্॥

হর হৃদ মানস রাজ মরালং।

নৌমি রাম উর বাহু বিশালং ॥৩৩॥

অপর মহাদেবের হৃদয় মানসের তুমি রাজহংস হও। হে আজানুলম্বিতবাহো। আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥৩৩॥ কোথাও বাল মরাল পাঠ আছে।

সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদম্।

শমন সকর্ক সতর্ক বিষাদম্ ॥

সংশয় সর্প গ্রসন উরগাদং।

শমন সকর্ক সতর্ক বিষাদং ॥৩৪॥

তুমি সংশয় রূপ সর্পের নাশ কারী গরুড় হও। এবং তুমিই মনের অনেক বিষাদ নাশ কর্ত্তা ॥৩৪॥

ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যূথম্।

ত্রাতু সদানো কৃপা বরূথম্ ॥

ভব ভঞ্জন রঞ্জন সুর যূথং।

ত্রাতু সদানো কৃপা বরূথং ॥৩৫॥

তুমি ভবভঞ্জন, দেবগণের রঞ্জন কর্ত্তা, আনন্দদাতা, আমাকে রক্ষা কর, আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥৩৫॥

নির্গুণ সগুন বিষম সম রূপম্।

জ্ঞান গিরা গোতীত অনুপম্ ॥

নির্গুণ সগুন বিষম সম রূপং।

জ্ঞান গিরা গোতীত অনুপং ॥৩৬॥

হে শ্রীরামচন্দ্র তুমি, সগুণ, নির্গুণ। দুষ্টের বিষম ও সাধুর সম রূপ তুমি জ্ঞানাতীত, বাক্যাতীত ও ইন্দ্রিয়াতীত এবং উপমা রহিত ॥৩৬॥

অমল অখিল অনবদ্যমপারম্।

নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারম্ ॥

অমল অখিল অনবদ্যমপারং।
নৌমি রাম ভঞ্জন মহি ভারং ॥৩৭॥

তুমি নির্ম্মল সব হও, অথবা অখিলের অমল কর্ত্তা হও। আপনি নিত্য নির্ম্মল, নির্দ্দোষ, অপার, পৃথিবীর ভার নাশকারী আমি তোমাকে নমস্কার করি ॥৩৭॥

ভক্তি কল্প পাদপ আরামম্।
তর্জন লোভ ক্রোধ মদ কামম্ ॥

ভক্তি কল্প পাদপ আরামং।
তর্জন লোভ ক্রোধ মদ কামং ॥৩৮॥

তুমি আপন ভক্তজনের কল্পতরু সম হও অপর লোভ, ক্রোধ, মদ, কাম ইত্যাদির নাশ কর্ত্তা ॥৩৮॥

অতি নাগর ভব সাগর সেতু।
ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতু ॥

অতি নাগর ভব সাগর সেতু।
ত্রাতু সদা দিনকর কুল কেতু ॥৩৯॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! তুমি প্রবীণ, ভব সাগরে তোমার চরিত নাম ধ্যান সেতু এবং দিনকর কুলের পতাকা, তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥৩৯॥

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামম্।
কলিমল বিপুল বিভঞ্জন নামম্ ॥

অতুলিত ভুজ প্রতাপ বল ধামং।
কলিমল বিপুল বিভঞ্জন নামং ॥৪০॥

বাহুদ্বয় অতুল বল প্রতাপের ধাম এবং বিস্তর কলিমল নাশকর্ত্তা তোমারই নাম ॥৪০॥

ধর্ম বর্ম নর্মদ্ গুণ গ্রামম্।
সন্তত সন্তনো তু মম কামম্॥

ধর্ম বর্ম নর্মদ গুণ গ্রামং।
সন্তত সন্তনো তু মম কামং॥৪১॥

এবং ধর্ম্মই তোমার বর্ম্ম, তোমার গুণগ্রাম অন্তঃকরণের কঠোরতা নাশ করত কোমল করিয়া দেয়। সুখ শান্তি ক্ষমা আনন্দ প্রদান করে, অথবা মদ রহিত করিয়া দেয়। হে রামচন্দ্র! নিরন্তর তোমাকে নমস্কার করি॥৪১॥ সন্তত অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে সুখ, আত্মোন্নতি বিস্তারিত।

তদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাশী।
সবকে হৃদয় নিরন্তর বাসী॥

তদপি বিরজ ব্যাপক অবিনাশী।
সবকে হৃদয় নিরন্তর বাসী॥৪২॥

যদ্যপি তুমি মায়াতে রহিত এবং সর্ব্বব্যাপী হও, অপার সকলের হৃদয়ে নিরন্তর বাস কর॥৪২॥

তদপি অনুজ সিয় সহিত খরারী।
বসহু মনসি মম কানন চারী॥

তদপি অনুজ সিয় সহিত খরারী।
বসহু মনসি মম কানন চারী॥৪৩॥

তথাপি হে খরারি! বনচারী লক্ষ্মণ জানকীর সহিত আমার হৃদয়ে বাস করুন্॥৪৩॥

জে জানহিঁ তেহি জানহু স্বামী।
সগুণ অগুণ উর অন্তর্যামী॥

জে জানহিঁ তেহি জানহু স্বামী।
সগুণ অগুণ উর অন্তর্যামী ॥৪৪॥

হে স্বামি! যে তোমাকে বিষ্ণুরূপ সগুণ, বিরাট বা নির্গুণ রূপ অন্তর্যামী বলিয়া জানে, তাহাকে তুমি সেই মত করিয়া জানাও ॥৪৪॥

জো কোশলপতি রাজীব নয়না।
করহু সো রাম হৃদয় মম অয়না॥

জো কোশলপতি রাজীব নয়না।
করহু সো রাম হৃদয় মম অয়না ॥৪৫॥

তুমি কোশলপতি রাজীব নয়ন, আমার হৃদয়ে অবস্থান কর ॥৪৫॥

অস অভিমান জাই জনি ভোরে।
মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে॥

অস অভিমান জাই জনি ভোরে।
মৈঁ সেবক রঘুপতি পতি মোরে ॥৪৬॥

হে রামচন্দ্র! আমার হৃদয়ে যেন কখন অভিমানশূন্য না হয়। হে রঘুপতে! তুমি আমার পতি, আমি তোমার সেবক ॥৪৬॥

সুনি মুনি বচন রাম মন ভায়ে।
বহুরি হরষি মুনিবর উর লায়ে।

সুনি মুনি বচন রাম মন ভায়ে।
বহুরি হর্ষি মুনিবর উর লায়ে ॥৪৭॥

মুনির বচন শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র অত্যন্ত প্রীতি পূর্ব্বক আনন্দে বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন করিলেন ॥৪৭॥

परम प्रसन्न जानु मुनि मोही ।
जो बर मांगु देउं मैं तोही ॥
পরম প্রসন্ন জানু মুনি মোহী ।
জো বর মাঁগু দেউঁ মৈঁ তোহীঁ ॥৪৮॥

হে মুনে! আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি, যে বর প্রার্থনা কর, তাহা আমি প্রদান করিব ॥৪০॥

मुनि कह मैं बर कबहुं न याचा ।
समुझि न परै झुठ का सांचा ॥
মুনি কহ মৈঁ বর কবহুঁ ন যাচাঁ।
সমুঝিন পরৈ ঝুঠ কা সাঁচা ॥৪১॥

হে পার্ব্বতি! তখন মুনি কহিলেন, আমি কখন কাহার নিকট বর প্রার্থনা করি নাই, কারণ সত্য মিথ্যা শুভাশুভ ইত্যাদি বুঝিতে পারি না। ইহার তাৎপর্য্য, আমি নিষ্কাম উপায় শূন্য, আপনারই শরণাগত আছি ॥ ৯

तुमहिं निक लागै रघुराइ ।
सो मोहिं देहु दास सुखदाइ ॥
তুমহিঁ নিক লাগৈ রঘুরাই।
সো মোহিঁ দেহু দাস সুখদাই ॥৫০॥

হে ভক্ত জনের সুখদাতা রঘুনাথ! যাহা তোমার আপন ভক্তের সুখদায়ক পদার্থ মনোমত হয়, তাহা প্রদান কর ॥৫০॥

अबिरल भक्ति बिरति बिज्ञाना ।
होहु सकल गुण ज्ञान निधाना ॥

অবিরল ভক্তি বিরতি বিজ্ঞানা।

হোহু সকল গুণ জ্ঞান নিধানা ॥৫১॥

তখন রঘুনাথ ক হলেন, হে মুনে। তোমার অবিরল ভক্তি, বৈরাগ্য, বিজ্ঞান এবং সম্পূর্ণ গুণজ্ঞানের বিধান অর্থাৎ স্থান ॥৫১॥

প্রভু জো দীন সো বর মৈঁ পায়োয়া।

অব সো দেহু মোহি জো ভায়োয়া ॥

প্রভু জো দ'ন সো বর মৈঁ পাওয়া।

অব সো দেহু মোহিঁ জো ভাওয়া।৫২॥

তারপর মুনি কহিলেন, হে প্রভো! যে বর দিলেন তাহা আমি পাইয়াছি, এখন আমাকে মনের ভাব প্রদান করুন্ ॥৫২॥

অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপবাণ ধরি রাম

মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিষ্কাম ॥

অনুজ জানকী সহিত প্রভু চাপবাণ ধরি রাম।

মম হিয় গগন ইন্দু ইব বসহু সদা নিষ্কাম ॥৫৩॥

হে প্রভো! জানকী লক্ষ্মণ সহিত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আমার হৃদয়ে একরস হইয়া বাস করুন্।

কোন কোন পুস্তকে "কামনা পূর্ণ বর দেহু পাঠ আছে" অর্থ—হে শ্রীরামচন্দ্র আপনি নিষ্কাম কিন্তু আমার হৃদয়ে বাস করুন্, যাহাতে আমি নিষ্কাম হই ॥৫৩॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে সুতীক্ষ্ণ স্তুতি বর্ণন।

এবমস্তু কহি রমানিবাসা।
হরষি চলে কুম্ভজ রিষি পাসা॥

এবমস্তু কহি রমানিবাসা।
হর্ষি চলে কুম্ভজ ঋষি পাসা॥১॥

শ্রীরামচন্দ্র সুতীক্ষ্ণ মুনিকে সঙ্গে লইয়া অগস্ত্য
আশ্রমে গমন, শ্রীরামচন্দ্রের সহিত
অগস্ত্য মুনির মিলন এবং
পঞ্চবটী বাস।

রমা শ্রীলক্ষ্মী তাহার নিবাস অর্থাৎ প্রকাশ কর্ত্তা শ্রীরামচন্দ্র, মুনি যাহা প্রার্থনা করিলেন তাহাতে এবমস্তু বলিয়া পরমানন্দে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে গমন করিলেন॥১॥

রমা শব্দের অর্থ শ্রী অর্থাৎ যশ, তেজ, প্রতাপ, শোভা, তপ, ধন, সম্পূর্ণ সিদ্ধি, নয় ঋদ্ধি, বেদের চার তত্ত্ব, ছয় কাব্য, নয় ব্যাকরণ, ছয় শাস্ত্র, আঠার পুরাণ ও উপপুরাণ, আঠার স্মৃতি, আঠার সংহিতা, বিয়াল্লিশ উপনিষদ্, চার ফল, যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধ্যান সমাধি, পাঁচ মুক্তি, নবধা প্রেমপরাভক্তি ইত্যাদির সিদ্ধান্তকে বলে।

বহুত দিবস গুরু দর্শন পায়ে।
ভয়ে মোহি যহি আশ্রম আয়ে॥

বহুত দিবস গুরু দর্শন পায়ে।
ভয়ে মোহি যদি আশ্রম আয়ে॥২॥

তখন মুনি প্রেমানন্দ বদনে কহিলেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! এই আশ্রমে থাকিয়া গুরুদেবের দর্শনে আমার অনেক দিন গত হইল ॥২॥

अब प्रभु सङ्ग जाउँ गुरु पाहीं ।
तुम्ह कहँ नाथ निहोरा नाहीं ॥

অব প্রভু সঙ্গ জাউঁ গুরু পাহীঁ ।
তুম কহঁ নাথ নিহোরা নাহীঁ ॥৩॥

হে নাথ! এখন আপনার সঙ্গে গুরুদর্শনে গমন করিব, যদি আপনার কোন আপত্তি না হয়, তাহা হইলে আপনার সঙ্গেই যাই ॥৩॥

देखि कृपानिधि मुनि चतुराई ।
लिये सङ्ग बिहँसे दोउ भाई ॥

দেখি কৃপানিধি মুনি চতুরাই ।
লিয়ে সঙ্গ বিহঁসে দোউ ভাই ॥৪॥

তখন কৃপানিধি শ্রীরামচন্দ্র মুনির প্রেমচতুরতা দেখিয়া জানকী সহিত দুই ভাই হাস্য বদনে মুনিকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন ॥৪॥

पन्थ कहत निज भक्ति अनूपा ।
मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा ॥

পন্থ কহত নিজ ভক্তি অনুপা ।
মুনি আশ্রম পহুঁচে সুরভূপা ॥৫॥

হে গরুড়! পথে শ্রীরামচন্দ্র আপন অনুপম ভক্তি বর্ণন করিতে করিতে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন ॥৫॥

তুরত সুতীছন গুর পহিঁ গযঊ।
করি দংডবত কহত অস ভযঊ॥

তুরত সুতীক্ষ্ণ গুরু পহিঁ গয়উ।
করি দণ্ডবত কহতে অস ভয়উ॥৬॥

তারপর সুতীক্ষ্ণ মুনি গুরু সমীপে শীঘ্র গমন করিয়া সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করত কহিলেন॥৬॥

নাথ কৌসলাধীস কুমারা।
আএ মিলন জগত অধারা॥

নাথ কোশলাধীশ কুমারা।
আয়ে মিলন জগত অধারা॥৭॥

হে নাথ! কোশলাধিপতি মহারাজ দশরথের পুত্র জগন্নাথ র শ্রীরামচন্দ্র আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিতেছেন॥৭॥

রামানুজ সমেত বৈদেহী।
নিসিদিন দেব জপত হৌ জেহী॥

রামানুজ সমেত বৈদেহী।
নিশিদিন দেব জপত হো জেহী॥৮॥

হে দেব! রামানুজ ও বৈদেহী সমেত দিবানিশি যাঁহার জপ কর এবং আমার উপদেষ্টা, যাঁহাকে সমুদায় মুনি দেবৃ জপ করে সেই প্রভু আসিয়াছেন॥৮॥

সুনত অগস্ত্য তুরত উঠি ধাবৈ।
হরি বিলোকী লোচন জল ছাবৈ॥

শুনত অগস্ত্য তুরত উঠি ধায়ে।
হরি বিলোকী লোচন জল ছায়ে॥৯॥

হে গরুড়! সুতীক্ষ্ণ মুনির কথা শুনিয়া পরমানন্দে অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্র দর্শনে সজল প্রফুল্ল নয়নে দৌড়িয়া গমন করিলেন ॥৯॥

মুনি পদ কমল পরে দ্বৌ ভাই ।
ঋষি অতি প্রীতি লিয়ে উর লাই ॥

মুনি পদ কমল পরে দ্বৌ ভাই ।
ঋষি অতি প্রীতি লিয়ে উর লাই ॥১০॥

তারপর অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের পদ কমলে পতিত হইলে অত্যন্ত প্রেমে হৃদয়ে সংলগ্ন করিয়া লইলেন ॥১০॥

সাদর কুশল পুঁছি মুনি জ্ঞানী ।
আসন বর বৈঠারেউ আনী ॥

সাদর কুশল পুঁছি মুনি জ্ঞানী ।
আসন পর বৈঠারেউ আনী ॥১১॥

পরম জ্ঞানী অগস্ত্য মুনি সাদরে শ্রীরামচন্দ্রের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া আপন আসনে বসাইলেন ॥১১॥

পুন করি বহু প্রকার প্রভু পূজা ।
মোহিঁ সম ভাগবন্ত নহিঁ দূজা ॥

পুন করি বহু প্রকার প্রভু পূজা ।
মোহিঁ সম ভাগবন্ত নহিঁ দূজা ॥১২॥

অগস্ত্য মুনি শ্রীরামচন্দ্রের অনেক প্রকারে পূজা করিয়া কহিলেন, আজ আমার সমান কেহই ভাগ্যবন্ত নাই ॥১২॥

जहँ लगि रहे अपर मुनिवृन्दा।
हर्षे सब विलोकि सुखकन्दा॥

জহঁ লগি রহে অপর মুনিবৃন্দা।
হর্ষে সব বিলোকি সুখকন্দা॥১ ॥

সুখকন্দ শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া অপর মুনি সকল অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলেন ॥১৩॥

मुनि समूह महँ बैठि प्रभु सन्मुख सबकी ओर।
शरद इन्दु तन चितवत मानहु निकर चकोर॥

মুনি সমূহ মহঁ বৈঠি প্রভু সন্মুখ সবকী ওর।
শরদ ইন্দু তন চিতওত মানহু নিকর চকোর॥১৪॥

হে পার্ব্বতি! চকোর যেমন পূর্ণচন্দ্রকে সকল দিকেই সম্মুখে দেখে, সেই মত মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রকে সকলেই সম্মুখে দেখিতে লাগিলেন। এখানে মুনিগণকে শ্রীরাম চন্দ্র দিব্য চিৎশক্তি দেখাইলেন॥১৪॥

तब रघुवीर कहा मुनि पाहीं।
तुम सन प्रभु दुराव कछु नाहीं॥

তব রঘুবীর কহ মুনি পাহীঁ।
তুম সন প্রভু দুরাও কছু নাহীঁ॥১৫॥

তখন রঘুবীর কহিলেন, হে প্রভো! তোমার সহিত কিছুমাত্র দূরতা নাই। এখানে প্রভু শব্দের অর্থ সামর্থ্য। কারণ অগস্ত্য মুনি সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, আতাপি বাতাপি রাক্ষস দ্বয়কে খাইয়া হজম করেন; শ্রীরাম চন্দ্রের পরমানন্য উপাসক যাঁহার নিকট মহাদেব সনকাদি সৎসঙ্গ করিয়া গিয়াছেন সেই জন্য শ্রীরামচন্দ্র, হে প্রভো।

বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥১৫॥

আতাপি ভক্ষিতো যেন বাতাপি চ মহাবলঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন অগস্ত্যশ্চ মহাবলঃ॥

तुम जानहु जेहि कारण आयउं।
तातें तात न कहि समुझायउं॥

তুম জানহুঁ জেহি কারণ আয়উঁ।
তাতে তাত ন কহি সমুঝায়উঁ।১৬॥

হে তাত! যে জন্য আমি বনে আসিয়াছি তাহা আপনি অবগত আছেন, আপনাকে তাহার কথা কি বলিব ॥১৬॥

अब सो मन्त्र देहु प्रभु मोही।
जेहि प्रकार मारों मुनि द्रोही॥

অব সো মন্ত্র দেহু প্রভু মোহী।
জেহি প্রকার মারোঁ মুনি দ্রোহী ॥১৭॥

হে প্রভো! যে রূপে আমি মুনিদ্রোহ রাক্ষসকে বিনাশ করতে পারি, সেই মন্ত্র আমাকে প্রদান করুন্ ॥১৭॥

मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी।
पूंछहु नाथ मोहि का जानी॥

মুনি মুসুকানে সুনি প্রভু বানী।
পুঁছহু নাথ মোহি কা জানী ॥১৮॥

হে ভরদ্বাজ! তখন অগস্ত্য মুনি প্রভুর কথা শুনিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন, হে নাথ! আমাকে কি জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥১৮॥

এখানে এই অভিপ্রায় যে, শ্রীরামচন্দ্র অগস্ত্য

মুনিকে অনন্য দান ও মন্ত্রী বিবেচনা করিয়া উঁহার মতে সমুদায় কার্য্য করিবেন বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।

তুম্‌রে ভজন প্রভাব অঘহরী।
জানোঁ মহিমা কছুক তুম্‌হারী॥

তুম্‌রে ভজন প্রভাব অঘহরী।
জানোঁ মহিমা কছুক তুম্‌হ'রী॥১৯॥

তখন অগস্ত্য মুনি কহিলেন, হে প্রভো! তোমার প্রভাব কেহই জ্ঞাত নহে। হে অঘহারি! অর্থাৎ মন বচনের পাপ নাশী কে তোমার মহিমা জানে? ॥১৯॥

ভুমরী তরু বিশাল তব মায়া।
ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকায়া॥

ডুমরী তরু বিশাল তব মায়া।
ফল ব্রহ্মাণ্ড অনেক নিকাযা॥২০॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! তোমার মায়া বিশাল যজ্ঞডুমুর বৃক্ষ তাহাতে ফল বিস্তার আছে॥২০॥ ব্রহ্মাণ্ড অনেক।

জীব চরাচর জন্তু সমানা।
ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥

জীব চরাচর জন্তু সমানা।
ভীতর বসহিঁ ন জানহিঁ আনা॥২১॥

সেই ফলের ভিতরের জীব, ফলের ভিতরের ভিন্ন বাহিরের কিছু জানে না। হে রামচন্দ্র! তুমি ব্রহ্মাণ্ডের পরাৎপর॥২১॥

তে ফল ভক্ষক কঠিন করালা।
তব ডর ডরত সদাধো কালা॥

তে ফল ভক্ষক কঠিন করালা।
তব ডর ডরত সদা সো কালা ॥২২॥

যেমন পোকায় হজ্ঞডুমুরের ফলের ভিতর খাইয়া খায় সেই মত তোমার মাঝার অনেক ব্রহ্মাণ্ড আছে। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার এক দিন। হাজার চতুর্যুগ, হাজার সত্যযুগ, হাজার ত্রেতা, হাজার দ্বাপর ও হাজার কলিযুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়। এই রূপ রাত্রি। এই প্রকার দিন রাত্রি ত্রিশ দিনে মাস, বার মাসে এক বৎসর এইরূপ একশত বৎসর ব্রহ্মার আয়ুর্বল। তারপর এক দিন মহাকাল আইসে, সে দিন ফলরূপ অনেক ব্রহ্মাণ্ড পাকিয়া যায়। তখন ব্রহ্মা আদি সমুদায় জীব সহিত অনেক ব্রহ্মাণ্ড নিত্য কালে ভক্ষণ করে, সেই কাল আপনার ভয়ে ভীত। তুমি সেই কাল, তোমারই ভ্রূকুটি দেখিতে থাকে ॥২২॥

ते तुम सकल लोकपति साईं।
पौछ्यउ मोहिं मनुज की नाईं ॥

তে তুম সকল লোকপতি সাইঁ।
পুছ্যউ মোহিঁ মনুজ কী নাইঁ ॥২৩॥

সেই তুমি শ্রীরামচন্দ্র অনেক ব্রহ্মাণ্ডের সাঁই অর্থাৎ বিধাতা। মানবের ন্যায় কেন আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ ॥২৩॥

इह बर मागौं कृपानिकेता।
बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥

ইহ বর মাগৌঁ কৃপানিকেতা।
বসহু হৃদয় শ্রী অনুজ সমেতা ॥২৪॥

হে পার্ব্বতি! পুনর্ব্বার অগস্ত্য মুনি কহিতেছেন যে, হে রামচন্দ্র! তুমি কৃপানিধান তোমার নিকট এই প্রার্থনা করি, যেন জানকী লক্ষ্মণ সহিত ধনুর্ব্বাণ লইয়া আমার হৃদয়ে বাস করুন ॥২৪॥

অবিরল ভক্তি বিরতি সতসঙ্গা।
চরণ সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গা ॥

অবিরল ভক্তি বিরতি সতসঙ্গা।
চরণ সরোরুহ প্রীতি অভঙ্গ ॥২৫॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! আমাকে অবিরল ভক্তি প্রদান করুন। যাহাতে এক পলও চিত্ত বৃত্তিবর্হি রূপ না হয়। এবং বৈরাগ্য প্রদান করুন, যাহাতে মনের বৃত্তি সংসার বিষয়ে ও মনে অভিমান শোক রঞ্জনে না যায়। অপর সৎসঙ্গ প্রদান করুন যাহাতে তোমার স্বরূপ লীলা প্রতাপ আদিতে বুদ্ধি রত থাকে, এবং আপনার চরণারবিন্দে অভঙ্গ প্রীতি প্রদান করুন ॥২৫॥

যদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্তা।
অনুভবগম্য ভজহিঁ জেহি সন্তা ॥

যদ্যপি ব্রহ্ম অখণ্ড অনন্ত।
অনুভবগম্য ভজহিঁ জোহ সন্তা ॥২৬॥

যদ্যপি তুমি অখণ্ড অনন্ত ব্যাপক ব্রহ্ম হও এবং অনুভব করিয়া প্রাপ্ত হও, একপ জানিয়া জ্ঞানী ভক্ত তোমাকে ভজনা করে ॥২৬॥

অস তব রূপ বখানৌঁ জানৌঁ।
ফিরি ফিরি সগুণ ব্রহ্মরতি মানৌঁ ॥

অস তব রূপ বখানৌঁ জানৌঁ।
কিরি ফিরি সগুণ ব্রহ্ম রতি মানৌঁ ॥২৭॥

যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করে তো আমি তাহাকে এই উত্তর দেই যে, দশরথনন্দনের নিত্য কিশোর মূর্ত্তি অনন্ত এবং আপন দিব্য চিন্ময় গুণে সর্ব্বব্যপী অনুভব গম্য হন্। আরও জানিও যে, এই সগুণ ব্রহ্ম মূর্ত্তি। এই পরম দিব্য চরিত্র যাহা তুমি করিছে সেই স্বরূপে আমার রতি হউক এবং হৃদয়ে বাস করুক ॥২৭॥

সন্তত দাসন দেহু বড়াই।
তাতে মোহিঁ পুছ্যই রঘুরাই ॥

সন্তত দাসন দেহু বড়াই।
তাতে মোহিঁ পুছ্যই রঘুরাই ॥২৮॥

তুমি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ এ কেবল আপন দাসের সাধুতা বাড়াইয়া আসিতেছ এই তোমার রীতি ॥২৮॥

হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ।
পাবন পঞ্চবটী তেহি নাউঁ ॥

হৈ প্রভু পরম মনোহর ঠাউঁ।
পাবন পঞ্চবটী তোহি নাউঁ ॥২৯॥

হে প্রভো! আপনি সকলই জ্ঞাত আছেন তথাচ জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলিয়া আমি বলিতেছি। পঞ্চবটি অতি মনোহর স্থান, যেখানে অতি পবিত্র গোদাবরি নদী আছে। কতদূর কহিব, সমুদায় মঙ্গলময় ॥২৯॥

দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহু।
উগ্র শাপ মুনিবরকে হরহু ॥

দণ্ডক বন পুনীত প্রভু করহু।
উগ্র শাপ মুনিবরকে হরহু॥৩০॥

হে প্রভো! দণ্ডকারণ্যে গমন পূর্ব্বক পবিত্র করুন্। মহামুনি শুক্রাচার্য্যের অভিসম্পাতে দণ্ডকারণ্য জ্বলিয়া গিয়াছে। সে খানে কোন জীব জন্তু আসিতে পারে না। সেই উগ্র শাপ আপনি নাশ করুন, এই কথা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে॥ ৩০॥

বাস করহু তহঁ রঘুকুলরায়া।
কীজৈ সকল মুনিন পর দায়া॥

বাস করহু তহঁ রঘুকুলরায়া।
কীজৈ সকল মুনিন পর দায়া॥৩১॥

হে রঘুকুলভূষণ! সেই পঞ্চবটীবনে বাস করিয়া মুনিগণের প্রতি সম্পূর্ণ দয়া করুন্॥৩১॥

চলে রাম মুনি আয়সু পাই।
তুরতহি পঞ্চবটী নিয়রাই॥

চলে রাম মুনি আয়সু পাই।
তুরতহি পঞ্চবটী নিয়রাই॥ ২॥

হে পার্ব্বতি! রঘুবীর মুনিগণকে নমস্কার করত দীর্ঘায়ু হও, এই আশীর্ব্বাদ পাইয়া সত্বর পঞ্চবটী বনে গমন করিলেন॥৩২॥

গৃধরাজ সে ভেঁট ভই বহুবিধি প্রীতি বঢ়াই।
গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পর্ণগৃহ ছাই॥

গৃধ্রাজ সে ভেঁট ভই বহু বিধি প্রীতি বঢাই।
গোদাবরী নিকট প্রভু রহে পর্ণ গৃহ ছাই॥৩৩॥

হে পার্ব্বতি! সে খানে গৃধ্ররাজ জটায়ুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে রঘুনাথ মহারাজ দশরথের সখা জানিয়া সাতিশয় প্রীতি করিলেন। তারপর গোদাবরীর নিকটে পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন ॥৩৩॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে মহামুনি অগস্ত্যের সৎসঙ্গ ও পঞ্চবটী নিবাস বর্ণন।

जब ते राम कीन्ह तहं बासा।
सुखी भये मुनि बीति त्रासा॥

জব তে রাম কীন্হ তহঁ বাসা।
সুখী ভযে মুনি বীতি ত্রাসা ॥১॥

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঈশ্বর, জীব, ভেদজ্ঞান ও গীতা বর্ণন।

যখন হইতে শ্রীরামচন্দ্র পঞ্চবটী বনে বাস করিলেন, সেই অবধি মুনিগণের ভয় গিয়া সুখী হইলেন ॥১॥

गिरि बन नदी ताल छबि छाये।
दिन दिन प्रति अति होहिं सुहाये॥

গিরি বন নদী তাল ছবি ছাযে।
দিন দিন প্রতি অতি হোহিঁ সুহায়ে ॥১॥

গিরি বন নদী ও সরোবরের শোভা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল ॥২॥

खग मृग बृन्द आनन्दित रहहीं।
मधुप मधुर गुञ्जत छबि लहहीं॥

খগ মৃগ বৃন্দ আনন্দিত রহহীঁ।
মধুপ মধুর গুঞ্জত ছবি লহহীঁ ॥ ৩ ॥

পক্ষী ও মৃগ সমূহ দলে দলে আনন্দিত থাকিত এবং মধুকরেরা গুঞ্জরবে মধুপান করিত ॥ ৩ ॥

সো বন বরণি ন সক অহি রাজা।
জহাঁ প্রকট রঘুবীর বিরাজা ॥

সো বন বরনি ন সক অহি রাজা।
জহাঁ প্রকট রঘুবীর বিরাজা ॥ ৪ ॥

হে গরুড়! দণ্ডকারণ্যের শোভা অনন্তও বর্ণন করিতে পারেন না। কারণ যেখানে শ্রীরামচন্দ্র বিরাজমান, সেখানে শোভার কথা বলিতে কে পারে? ॥৪॥

এক বার প্রভু সুখ আসীনা।
লছমণ বচন কহে ছল হীনা ॥

এক বার প্রভু সুখ আসীনা।
লক্ষ্মণ বচন কহে ছল হীনা ॥৫॥

হে পার্ব্বতি! এক বার শ্রীরামচন্দ্র সুখাসনে বসিয়া আছেন, এমত সুসময়ে লক্ষ্মণ ছল হীন প্রশ্ন করিলেন॥৫॥

সুর নর মুনি সচরাচর সাইঁ।
মৈঁ পুছৌঁ নিজ প্রভু কী নাইঁ ॥

সুর নর মুনি সচরাচর সাইঁ।
মৈং পুছোং নিজ প্রভু কী নাইঁ ॥ ৬ ॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! তুমি সুর নর মুনি চরাচরের স্বামি। আমি কেবল আপন প্রভু জানিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি ॥৬॥

ম্বহিঁ সমুঝায় কহৌ সো দেবা।
সব তজি করৌঁ চরণ রজ সেবা॥

মহিঁ সমুঝায় কহো সো দেবা।
সব ত্যজি করৌঁ চরণ রজ সেবা॥৭॥

হে দেব! আমাকে বুঝাইয়া বলুন। সমুদায় ত্যাগ করিয়া যাহাতে আপনার চরণ সেবায় মন লাগে॥৭॥

কহহু জ্ঞান বিরাগ অরু মায়া।
কহহু সো ভক্তি করহু জেহি দায়া॥

কহহু জ্ঞান বিরাগ অরু মায়া।
কহহু সো ভক্তি করহু জেহি দায়া॥৮॥

হে পার্ব্বতি! লক্ষ্মণ প্রশ্ন করিতেছেন। হে স্বামি! জ্ঞান, বৈরাগ্য ও মায়ার স্বরূপ বলুন। যাহাতে জীব ভববন্ধনে পতিত হয়। এবং ভক্তি বলুন, যাহা দ্বারা মুক্তি লাভ হয়॥৮॥

ঈশ্বর জীবহি ভেদ প্রভু সকল কহহু সমুঝাই।
জাতে হোয় চরণ রতি শোক মোহ ভ্রম জাই॥

ঈশ্বর জীবহি ভেদ প্রভু সকল কহহু সমুঝাই।
জাতে হোয় চরণ রতি শোক মোহ ভ্রম জাই॥৯॥

হে প্রভো! ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সমুদায় বুঝাইয়া বলুন। যাহা শ্রবণ করিলে আপনার চরণে রতি এবং শোক মোহ ভ্রম নাশ হয়॥৯॥

থোরে মহঁ সব কহহুঁ বুঝাই।
সুনহু তাত মন চিত লাই॥

থোরে মহঁ বহু কহহুঁ বুঝাই।
সুনহু তাত মন চিত লাই॥১০॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন। হে তাত! যেমন তুমি অল্প প্রশ্নে মহৎ পদার্থ বুঝিতে চাহিলে। আমিও সেই রূপ বুঝাইয় বলিতেছি, তুমি মন দিয়া শ্রবণ কর ॥১০॥

মৈঁ অরু মোর তোর তৈঁ মাযা।

জে বশ্য কীনূহঁ জীব নিকাযা॥

মৈং অরু মোর তোর তৈঁ মায়া।

জে বশ কীন্হেঁ জীব নিকায়া ॥১১॥

আমার তোমার এই মায়া সকল জীবকে বশ করে। তাহার কারণ শ্রবণ কর ॥১১॥

গো গোচর জহঁ লগি মন জাঈ।

সো সব মাযা জানব ভাঈ॥

গো গোচর জহঁ লগি মন জাই।

সো সব মায়া জানব ভাই ॥১২॥

বিষয় ভোগে মন যতদূর যায়, সেই সমুদায় মায়া জানিবে ॥১২॥

ত্যহি কর ভেদ সুনহু তুম সোউ।

বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ॥

তাহি কর ভেদ সুনহু তুম সোউ।

বিদ্যা অপর অবিদ্যা দোউ ॥১৩॥

হে তাত! সেই মায়ার ভেদ শ্রবণ কর। এক বিদ্যা অপর অবিদ্যা। এই দুই ইন্দ্রিয় দ্বারা ভোগ হয় ॥১৩॥

এক দুষ্ট অতিশয দুখরূপা।

জা বশ্য জীব পরাভব কূপা॥

এক দুষ্ট অতিশয় দুখরূপা।
জা বশ জীব পরাভব কূপা ॥১৪॥

হে তাত! অবিদ্যা অতিশয় দুষ্ট এবং দুঃখ রূপ। যাহার বশে জীব ভব কূপে পতিত হয় ॥১৪॥

एक रचै जग गुण बल जाके।
प्रभु प्रेरित नहिं निज बल ताके ॥

এক রচৈ জগ গুণ বল জাকে।
প্রভু প্রেরিত নহিঁ নিজ বল তাকে ॥১৫॥

হে তাত! বিদ্যা দিব্য গুণ বিশিষ্ট। প্রভু প্রেরিত অর্থাৎ যোগ, বৈরাগ্য, জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধ্যান ও সমাধি-চতুষ্টয় অন্তঃকরণের বৃত্তি ॥১৫॥

ज्ञान मान जहँ एकौ नाहीं।
ब्रह्म बसै समान सब माहीं ॥

জ্ঞান মান জহঁ একৌ নাহীং।
ব্রহ্ম বশৈ সমান সব মাহীং ॥১৬॥

হে তাত! জাতি, কুল, ধন, বৈরাগ্য, জ্ঞান, ধ্যান ইত্যাদি যাহার কোন মান নাই, এই চরাচর জগৎ সম বোধ করিযা বাহ্য নেত্রে ব্রহ্মময় দেখেন, তাহাকে বিশেষ জ্ঞান কহে ॥১৬॥

कहिये तात सो परम बिरागी।
तृण सम सिद्धि तीनि गुण त्यागी ॥

কহিয়ে তাত সো পরম বিরাগী।
তৃণ সম সিদ্ধি তীনি গুণ ত্যাগী ॥১৭॥

হে তাত! এখন বৈরাগ্য বলিতেছি। যিনি গুণত্রয় সম্বন্ধীয় সিদ্ধিকে তৃণ সমান ত্যাগ করেন, তিনি সেই পরম বৈরাগী ॥১৭॥

मायां ईश न आप कहुँ जानि कहौ सो जीव।
बन्ध मोक्षप्रद सर्ब पर माया प्रेरक सीव॥

মাযা ঈশ ন আপ কহুঁ জানি কহী সো জীব।
বন্ধ মোক্ষপ্রদ সর্ব্ব পর মায়া প্রেরক সীব ॥১৮॥

জীব মায়ার ঈশ নহে, ঈশ মাযার ঈশ, ঈশ বন্ধ মোক্ষদাতার প্রেরক, সকলের উপর এবং সকলের প্রশংসিত। এই মাত্র জীব ঈশ হইতে ভেদ ॥১৮॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে বিদ্যা, অবিদ্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঈশ্বর জীব ভেদ।

धर्मते बिरति योगते ज्ञाना।
ज्ञान मोक्षप्रद बेद बखाना॥

ধর্ম্মতে বিরতি যোগতে ম্যানা।
জ্ঞান মোক্ষপ্রদ বেদ বখানা ॥১॥

শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণের নিকট ভক্তিযোগ বর্ণন।

হে তাত! বর্ণাশ্রমে ধর্ম্ম, বৈরাগ্য হইতে যোগ, যোগ হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয় এই বেদে বলে ॥১॥

जाते बेगि द्रवौं मैं भाई।
सो मम भक्ति भक्त सुखदाई॥

জাতে বেগি দ্রবৌং মৈং ভাই।
সো মম ভক্তি ভক্ত সুখদাই ॥২॥

হে তাত! যাহাতে শীঘ্র দ্রব হয় সেই আমার ভক্তি। যাহা আমার ভক্তজনের সুখদায়ক ॥২॥

সো স্বতন্ত্র অবলম্বন আনা।
জ্যহি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞানা ॥

সো স্বতন্ত্র অবলম্বন আনা।
জ্যহি আধীন জ্ঞান বিজ্ঞানা ॥৩॥

হে তাত! তাহা স্বতন্ত্র প্রেমাপরাভক্তি। যাহার কোন অবলম্বন সাধন নাই। কেবল আমার কৃপারূপ সৎ-সঙ্গতি। যাহা ভক্তির অধীন, যোগ বৈরাগ্য জ্ঞান বিজ্ঞান ॥৩॥

ভক্তি তাত অনুপম সুখ মূলা।
মিলহি জো সন্ত হোহিঁ অনুকূলা ॥

ভক্তি তাত অনুপম সুখ মূলা।
মিলহি জো সন্ত হোহিঁ অনুকূলা ॥৪॥

হে তাত! সেই ভক্তি অনুপম সুখের মুল। সাধু অনুকুল অর্থাৎ প্রসন্ন হইলে আমার ভক্তি প্রাপ্ত হয় ॥৪॥

ভক্তিকে সাধন কহৌঁ বখানী।
সুগম পন্থ জহিঁ পাবৈহিঁ প্রাণী ॥

ভক্তিকে সাধন কহোঁ বখানী।
সুগম পন্থ য্যহিঁ পাওহিঁ প্রাণী ॥৫॥

হে তাত! ভক্তির সাধন শ্রবণ কর! ভক্তির সাধন নবধা, সিদ্ধি এক। যাহা করিলে জীব আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥৫॥

প্রথমহিঁ বিপ্র চরণ অতি প্রীতি।
নিজ নিজ কর্ম্ম নিরত শ্রুতি নীতি ॥

প্রথমহিঁ বিপ্র চরণ অতি প্রীতি।
নিজ নিজ কর্ম্ম নিরত শ্রুতি নীতি ॥৬॥

হে তাত! প্রথম ব্রাহ্মণের চরণে অতি প্রীতি করত

বেদ রীতিতে আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম করিবে। তখন বৈরাগ্য সংযুক্ত শ্রীরামে ভক্তি হউক বলিয়া মুনিগণ আশীর্ব্বাদ প্রদান করেন ॥৬॥

যহি কর ফল মন বিষয় বিরাগা।
তব মম চরণ উপজ অনুরাগা ॥

এহি কর ফল মন বিষয় বিরাগা।
তব মম চরণ উপজ অনুরাগা ॥৭॥

হে তাত! স্ব ধর্ম্ম এই প্রথম ভক্তি, তাহার ফল মনে বৈরাগ্য এই দ্বিতীয় ভক্তি, তখন আমার চরণারবিন্দে অনুরাগের অঙ্কুর হয় এই তৃতীয় ভক্তি ॥৭॥

শ্রবণাদিক নব ভক্তি দৃঢ়াহীঁ।
মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ ॥

শ্রবণাদিক নব ভক্তি দৃঢাহীঁ।
মম লীলা রতি অতি মন মাহীঁ ॥৮॥

শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবা, অর্চ্চন, বন্দন, সখ্য, দাস্য, আত্ম নিবেদন এই নয় মিলিয়া এক চতুর্থ ভক্তি। পুনঃ আমার লীলা বিষয়ে মনোমধ্যে অতিশয় রতি এই পঞ্চম ভক্তি ॥৮॥

সন্ত চরণ পঙ্কজ অতি প্রেমা।
মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ় নেমা ॥

সন্ত চরণ পঙ্কজ অতি প্রেমা।
মন ক্রম বচন ভজন দৃঢ নেমা ॥৯॥

পুনঃ সাধু চরণ কমলে অতিশয় প্রীতি এই ষষ্ঠ ভক্তি। মন বচন কর্ম্মে আমার ভজনায় দৃঢ ভক্তি এই সপ্তম ভক্তি! পুন ভজন কহে তাহার সেবা এবং আমার

দাসের সেবা করা, আমার কথা কহা ও শুনা, নিয়ম পূর্ব্বক আমার নাম জপ করা এই অষ্টম ভক্তি ॥৯॥

गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा ।

सब मोहिं कहं जानै दृढ़ सेवा ॥

গুরু পিতু মাতু বন্ধু পতি দেবা ।

সব ম্বহিঁ কহঁ জানৈ দৃঢ় সেবা ॥১০॥

গুরু, পিতা, মাতা, পতি, বন্ধু, দেবতা ইত্যাদি আমাকেই জানিয়া আমার সেবা করা এই নবম ভক্তি॥১০॥

मम गुण गावत पुलक शरीरा ।

गद्गद गिरा नयन बहै नीरा ॥

মম গুণ গাওত পুলক শরীরা ।

গদ্গদ গিরা নয়ন বহৈ নীরা ॥১১॥

আমার গুণ কীর্ত্তন করিয়া দেহ পুলকিত, গদগদ বচন, নেত্রে জল পূর্ণ ॥১১॥

कामादिक मद दम्भ न जाके ।

तात निरन्तर बश मैं ताके ॥

কামাদিক মদ দম্ভন জাকে ।

তাত নিরন্তর বশ মৈং তাকে ॥১২॥

কাম, মদ, দম্ভ যাঁহার বাহ্যান্তরে উত্তম প্রকার থাকে এবং আমার প্রেমলক্ষণে মতি হয়। হে তাত! আমি তাঁহার হৃদয়ে নিরন্তর বাস করি। ইহাকো দশধা ভক্তি কহে ॥১২॥

बचन कर्म मन मोरि गति भजन करहिं निष्काम ।

तिनके हृदय कमल मह करौं सदा विश्राम ॥

বচন কর্ম্ম মন মোরি গতি ভজন করহিঁ নিষ্কাম ।

তিনকে হৃদয় কমল মহঁ করৌঁ সদা বিশ্রাম ॥১৩॥

যাঁহার মন বচন কর্ম্মে আমার প্রতি এক মাত্র গতি, ও নিষ্কাম ভক্তি করে, অপর বাহ্যান্তর বিষয়ে অন্য গতি নাই, হে তাত! আমি তাহার হৃদয় কমলে সদা বিশ্রাম করি ॥১৩॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে ভক্তিযোগ বর্ণন।

ভক্তি যোগ সুনি অতি সুখ পাবা।

লছিমণ প্রভু চরণন শির নাবা॥

ভক্তি যোগ শুনি অতি সুখ পাওয়া।

লক্ষ্মণ প্রভু চরণন শির নাওয়া ॥১॥

কামাতুরা স্বর্পনখা শ্রীরামলক্ষ্মণের নিকট বিহারার্থ গমন, লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক স্বর্পনখার নাক কান কাটা, স্বর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে খরদূষণের নিকট গমন, শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক খরদূষণাদি রাক্ষস বধ।

হে পার্ব্বতি। লক্ষ্মণ ভক্তি যোগ শুনিয়া সাতিশয় সুখ প্রাপ্ত হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদে মস্তকাবনত করিলেন ॥১॥

যহি বিধি গয়ে কছুক দিন বীতী।

কহত বিরাগ জ্ঞান গুণ নীতী॥

যহি বিধি গয়ে কছুক দিন বীতী।

কহত বিরাগ জ্ঞান গুণ নীতি ॥২॥

এই প্রকারে জ্ঞান বৈরাগ্য নীতি গুণ বলিতে কিছু দিন গত হইল ॥২॥

सूर्पनखा रावणकी बहिनी।
दुष्ट हृदय दारुण जिमि अहिनी॥

সূর্পনখা রাবণকী বহিনী।
দুষ্ট হৃদয় দারুণ জিমি অহিনী ॥৩॥

এই সময়ে অতি দুষ্ট, কঠিন হৃদয়া, সর্পিনী সম রাবণের ভগিনী সূর্পনখা ॥৩॥

पञ्चबटी सो गइ एक बारा।
देखि विकल भइ युगल कुमारा॥

পঞ্চবটী সো গই এক বারা।
দেখি বিকল ভই যুগল কুমারা ॥৪॥

এক বার পঞ্চবটী বনে গিয়া কুমার দুইটিকে দেখিয়া মোহে বিকল হইল ॥৪॥

भ्राता पिता पुत्र उरगारी।
पुरुष मनोहर निरखति नारी॥

ভ্রাতা পিতা পুত্র উরগারী।
পুরুষ মনোহর নিরখতি নারী ॥৫॥

হে গরুড়! ভ্রাতা পুত্র যে কোন পুরুষ হউক না মনোহর দেখিলে স্ত্রী কামে বিমোহিত হয়। এরূপ কাম দৃষ্টি ভাল নহে। তখন সুর্পনখা কুমারদ্বয়কে দেখিয়া কেন না কামে বিমোহিত হইবে? ॥৫॥

होइ विकल सक मनहिं न रोकी।
जिमि रवि मणि द्रव रविहि विलोकी॥

হোই বিকল সক মনহিঁ ন রোকী।
জিমি রবি মণি দ্রব রবিহি বিলোকী ॥৬॥

সেই সূর্পনখা কুমারদ্বয়কে দেখিয়া কামাসক্ত হইয়া

বিকল হইল। মনকে কোন মতে স্থির করিতে পারিল না। যেমন সূর্য্যকে দেখিয়া সূর্য্যমণি দ্রব হয় ॥৬॥

अधम निशाचर कुटिल अति चली करन उपहास।
सुनु खगेश भावी प्रबल भा चह निशिचर नाश ॥

অধম নিশাচর কুটিল অতি চলী করন উপহাস।
সুনু খগেশ ভাবী প্রবল ভা চহ নিশিচর নাশ ॥৭॥

অতি কুটিল অধম নিশাচরী উপহাস করিতে করিতে চলিল! হে খগেশ। ভবিতব্যতা বশতঃ নিশিচর নাশের কারণ হইয়া থাকে। ঐ নিশাচরী বিনাশ হইতে চাহিল॥৭॥

रुचिर रूप धरि प्रभु पहं जाई।
बोली बचन बहुत मुसुकाई ॥

রুচির রূপ ধরি প্রভু পহঁ জাই।
বোলী বচন বহুত মুসুকাই ॥৮॥

সূর্পনখা অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের সমীপে গমন করত ঈষদ্ হাস্য মুখে বলিতে লাগিল ॥৮॥

तुम सम पुरुष न मो सम नारी।
यह संयोग बिधि रचा बिचारी ॥

তুম সম পুরুষ ন মো সম নারী।
ইহ সংযোগ বিধি রচা বিচারী ॥৯॥

কি, তোমার সমান কোথাও সুন্দর গুণবান্ পুরুষ, না আমার সমান নারী আছে। বিধাতা এই সংযোগ বিচার করিয়া রচনা করিয়াছেন ॥৯॥

मम अनुरूप पुरुष जग नाहीं।
देख्यउं खोजि लोक तिहुं माहीं ॥

মম অনুরূপ পুরুষ জগ নাহীঁ।
দেখ্যউঁ খোজি লোক তিহুঁ মাহীঁ ॥১০॥

আমি ত্রিলোক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়া আসিয়াছি আমার অনুরূপ পুরুষ জগতে নাই ॥১০॥

तातें अबलगि रहिउँ कुमारी ।
मन माना कछु तुमहिं निहारी ॥

তাতে অব লগি রহিউঁ কুমারী।
মন মানা কছু তুমহিঁ নিহারী ॥১১॥

সেই জন্য আমি জন্মাবধি কুমারী হইয়া আছি, তোমাকে দেখিয়া আমার মনে লাগিয়াছে ॥১১॥

শ্রীরামচন্দ্রের সম্ভাষণে রাক্ষসীর কথা সত্য, কারণ শ্রীরামচন্দ্রের সমান উত্তম পুরুষ জগতে আর নাই তদ্রূপ সূর্পনখা কুৎসিত নারী।

सीतहिं चितै कही प्रभु बाता ।
अहै कुमार मोर लघु भ्राता ॥

সীতহিঁ চিতৈ কহী প্রভু বাতা।
অহৈ কুমার মোর লঘু ভ্রাতা ॥১২॥

তার পর জানকীর দিকে দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিলেনকি আমার বিবাহ হইয়াছে, আমার ভাই কুমার আছে ॥১২॥

কু শব্দে কুৎসিত মার কাম এই জন্য কুমার কহিলেন। অরণ্য দেশ রাক্ষসের রাজ্য। নিজে জানকী সংযুক্ত, লক্ষ্মণ একা। স্ত্রী রহিত পুরুষকে এক দেশে কুমার কহে, সে ব্যক্তি বিবাহ করিলে কোন দোষ হয় না।

गइ लछिमन रिपु भगिनी जानी ।
प्रभु बिलोकि बोले मृदु बानी ॥

গই লক্ষ্মণ রিপু ভগিনী জানী।
প্রভু বিলোকি বোলে মৃদু বানী ॥১৩॥

তারপর সুর্পনখা লক্ষ্মণের নিকট যাইয়া কহিল আমাকে বিবাহ কর। লক্ষ্মণ রাবণের ভগ্নি জানিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু স্বরে কহিতে লাগিলেন ॥১৩॥

सुन्दरि सुनु मैं उनकर दासा।
पराधीन नहिं तोर सुपासा॥

সুন্দরি সুনু মৈঁ উনকর দাসা।
পরাধীন নহিঁ তোর সুপাসা ॥১৪॥

হে সুন্দরি! আমি উহাঁর দাস, উহাঁরই অধীন তখন আমাকে বিবাহ করিলে তুমিও উহাঁর অধীন হইবে তাহাতে তোমার কি সুখ হইবে ॥১৪॥

प्रभु समरथ कोशल पुर राजा।
जो कछु करैं उनहिं सब छाजा॥

প্রভু সমরথ কোশল পুর রাজা।
জো কছু করৈঁ উন্হৈঁ সব ছাজা ॥১৫॥

উনি কোশলপুরের রাজা, উহাঁর দুই চারি বিবাহ করা সাজে। প্রভুর সামর্থ্য আছে, তুমি উহাঁর নিকট যাও ॥১৫॥ এখানে হাস্য রস জানিবে।

सेवक सुख चाहै मान भिखारी।
व्यसनीधन शुभ गति व्यभिचारी॥

সেবক সুখ চাহৈ মান ভিখারী।
ব্যসনীধন শুভ গতি ব্যভিচারী ॥১৬॥

হে সুন্দরি! সেবক হইয়া সুখ চাওয়া কখনই হইতে পারে না। ভিক্ষুক হইয়া যে মান চাহে তাহা কোথায় আছে। অর্থাৎ সুন্দর ভোজন, সুন্দর বস্ত্র, সুন্দর অল-

কার, শব্দ স্পর্শ রূপ রস, গন্ধ ইত্যাদিকে ব্যসন কহে। প্রীতি হইতে যে জন ধন সঞ্চয় করিতে চাহে, তাহা কেমন করিয়া হয়? অর্থাৎ কখনই ধন সঞ্চয় হয় না। ব্যভিচারী, লোলুপ, মিথ্যাবাদী, পরস্ত্রী দ্রষ্টা, পরধনহারী এরূপ ব্যক্তি শুভ গতি প্রার্থনা করিলেও কখনই হয় না ॥১৬॥

लोभी यश चहै चार गुमानी।

नभ दुहि दुध चहत जे प्रानी॥

লোভী যশ চহৈ চার গুমানী।

নভ দুহি দুধ চহত জে প্রাণী ॥১৭॥

লোভী যশ চাহে ও চঞ্চল মন উত্তম গুণ চাহে তাহা কদাচ হইতে পারে না। যদি আকাশ দোহনে দুধ পাওয়া যায় তাহা হইলে উহারা উক্ত পদার্থ পাইতে পারে ॥১৭॥

पुनि फिरि राम निकट सो आई।

प्रभु लक्ष्मण पहं बहुरि पठाई॥

পুনি ফিরি রাম নিকট সো আই।

প্রভু লক্ষ্মণ পহঁ বহুরি পঠাই ॥১৮॥

হে সুন্দরি! তাহাতে আমার সম্বন্ধে ক্লেশ আছে তুমি উহাঁর কাছে যাও। সূর্পনখা শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গেলে, শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন উনি তোমার পরীক্ষা লইতেছেন তুমি পুনরায় যাও ॥১৮॥

लक्ष्मण कहा तोहिं सो बरई।

जो तृण तोरि लाज परिहरई॥

লক্ষ্মণ কহা তোহিঁ সো বরই।

জো তৃণ তোরি লাজ পরিহরই ॥১৯॥

লক্ষ্মণ কহিলেন, যদি লজ্জাকে তৃণ সমান করিয়া

ফেলিতে পারি, তাহা হইলে তোমাকে বিবাহ করিতে পারি ॥১৯॥

तब खिसियानि राम पहं गई।
रूप भयङ्कर प्रकटत भई ॥

তব খিসিয়ানি রাম পহং গই।
রূপ ভয়ঙ্কর প্রকটত ভই ॥২০॥

তখন সূর্পনখা মুখ বিকৃত করত শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গিয়া ভয়ানক রূপ দেখাইলে ॥২০॥

सीतहि सभय देखि रघुराई।
कहा अनुज सन सैन बुझाई ॥

সীতহি সভয় দেখি রঘুরাই।
কহা অনুজ সন সৈন বুঝাই ॥২১॥

তখন জানকীকে ভীত দেখিয়া যত্ন পূর্ব্বক সূর্পনখাকে পুনরায় লক্ষ্মণের নিকট পাঠাইলেন। এবং লক্ষ্মণকে তর্জ্জনী অঙ্গুলি আকাশের দিকে ঘুরাইয়া দেখাইলেন। অর্থাৎ উহার নাক কান কাটিয়া লও ॥২১॥ আকাশ শব্দে নাক, দিশা শব্দে কান।

लछमण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीन।
ताके कर रावणहि को मनहुं चुनौती दीन ॥

লক্ষ্মণ অতি লাঘব সো নাক কান বিনু কীন।
তাকে কর রাবণহি কো মনহুঁ চুনৌতী দীন ॥২২॥

তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের মনের গতি জানিয়া শীঘ্র উহার নাক কান কাটিয়া দিলেন। ইহাই রাবণের সহিত সংগ্রামের কারণ হইল ॥২২॥

नाक कान बिनु भई बिकरारा।
जनु स्रव शैल गेरुकै धारा ॥

নাক কান বিনু ভই বিকরারা।
জনু শ্রব শৈল গেরুকৈ ধারা ॥২৩॥

সুর্পনখা নাক কান বিনা বিকল হইল এবং পর্ব্বতের গৈরিক ধারার ন্যায় নাক কান দিয়া রক্ত বহিতে লাগিল ॥২৩॥

খরদূষণ পহঁ গই বিলখাতা।
ধিক্ ধিক্ তব বল পৌরুষ ভ্রাতা ॥

খর দূষণ পহঁ গই বিলখাতা।
ধিক্ ধিক্ তব বল পৌরুষ ভ্রাতা ॥২৪॥

সুর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে খরদূষণের কাছে গিয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত কহিল, ভাই! তোমার বল পৌরুষের ধিক্ ধিক্ ॥২৪॥

তে পুঁছা সব কহেসি বুঝাই।
যাতুধান সুনি সেন বনাই ॥

তে পুঁছা সব কহেসি বুঝাই।
যাতুধান সুনি সেন বনাই ॥২৫॥

খরদূষণ নাক কান কাটার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সুর্পনখা সমুদায় বিবরণ কহিয়া বলিল, তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার এই অবস্থা। ইহা শুনিয়া খরদূষণ সৈন্য প্রস্তুত করিল ॥২৫॥

ধায়ে নিশিচর নিকর বরুথা।
জনু সপক্ষ কজ্জল গিরি যুথা ॥

ধায়ে নিশিচর নিকর বরুথা।
জনু সপক্ষ কজ্জল গিরি যুথা ॥২৬॥

যেন কজ্জলী পর্ব্বতের ন্যায় যূথে যূথে সৈন্য সকল

আসিতে লাগিল ॥২৬॥ কজ্জলী পর্ব্বতের কোন সার নাই বলিয়া উপমা দিয়াছে।

নানা বাহন নানাকারা।
নানা আয়ুধ ঘোর অপারা ॥

নানা বাহন নানাকারা।
নানা আয়ুধ ঘোর অপারা ॥২৭॥

হাতী ঘোঁড়া কুকুর আদি নানা রঙের নানা বাহন, গদা চক্র ত্রিশূল মুগুড় আদি নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইল ॥২৭॥

সূর্পনখা আগে করি লীনী।
অশুভ বেষ শ্রুতি নাসা হীনী ॥

সূর্পনখা আগে করি লীনী।
অশুভ বেশ শ্রুতি নাসা হীনী ॥২৮॥

নাক কান কাটা অশুভ বেশে সূর্পনখা আগে আগে সেনাগণকে লইয়া চলিল ॥২৮॥

অসগুন অমিত হোত ভয়কারী।
গনহিঁ ন মৃত্যু বিবস সব ঝারী ॥

অশকুন অমিত হোত ভয়কারী।
গনহিঁ ন মৃত্যু বিবশ সব ঝারী ॥২৯॥

ভয়ানক অমঙ্গল অশকুন হইতে লাগিল। অনিবার্য্য মৃত্যুকে কেহই গণনা করিল না ॥২৯॥

গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ।
দেখি কটক ভট অতি হরষাহীঁ ॥

গর্জহিঁ তর্জহিঁ গগন উড়াহীঁ।
দেখি কটক ভট অতি হরষাহীঁ ॥৩০॥

রাক্ষস সেনাগণ তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া যেন আকাশ উড়াইয়া লইয়া চলিল ॥৩০॥

কোউ কহ জিয়ত ধরহু দোউ ভাই।

ধরি মারৌ তিয় লেহু ছড়াই॥

কেউ কহ জিয়ত ধরহু দোউ ভাই।

ধরি মারৌ তিয় লেহু ছড়াই ॥৩১॥

কেহ কেহ বলিতে লাগিল, দুই ভাইকে ধরিয়া আছাড়িয়া মারিব ॥৩১॥

ধুরি পূরি নভ মণ্ডল রহা।

রাম বোলাই অনুজ সন কহা ॥

ধুরি পূরি নভ মণ্ডল রহা।

রাম বোলাই অনুজ সন কহা ॥৩২॥

আকাশে ধূলি পূর্ণ দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া কহিলেন ॥৩২॥

লৈ জানকী জাহু গিরি কন্দর।

আবা নিশিচর কটক ভয়ঙ্কর ॥

লৈ জানকী জাহু গিরি কন্দর।

আওযা নিশিচর কটক ভয়ঙ্কর ॥৩৩॥

ভয়ঙ্কর নিশিচরের কটক আসিয়া উপস্থিত হইতেছে তুমি জানকীকে গিরিকন্দরে লইয়া যাও ॥৩৩॥

রহে উস জগ মুনি প্রভুকৈ বাণী।

চলে সহিত শ্রীধর ধনু পাণী ॥

রহে উস জগ মুনি প্রভুকৈ বাণী।

চলি সহিত শ্রীধর ধনু পাণী ॥৩৪॥

প্রভুর কথা শুনিয়া লক্ষ্মণ ধনুর্ব্বাণ হস্তে জানকীকে লইয়া তথায় গমন করিল ॥৩৪॥

দেখি রাম রিপু দল চলি আবা।
বিহঁসি কঠিন কোদণ্ড চঢ়াবা॥

দেখি রাম রিপু দল চটি আওয়া।
বিহঁসি কঠিন কোদণ্ড চঢাওয়া ॥৩৫॥

শ্রীরামচন্দ্র শত্রুদল চড়ওয়া হইতে আসিতে দেখিয়া হাস্য বদনে কঠিন ধনুকে ছিলা আরোপণ করিলেন ॥৩৫॥

কোদণ্ড কঠিন চঢ়াই
সির জটাজুট বাঁধত সোহ ক্যোঁ।
মর্কত শৈল পর লসত
দামিনি কোটি সো যুগ ভুজ গজ্যোঁ॥

হরি গীতিকা ছন্দ।

কোদণ্ড কঠিন চঢাই শির জটাজুট বাঁধত সোহ কেঁ্যা।
মর্কত শৈল পর লসত দামিনী কোটি সো যুগ ভুজ গজেঁ্যা৩৬

শ্রীরামচন্দ্র কঠিন ধনুকে জ্যা আরোপণ করিয়া জটা বাঁধিতে লাগিলেন। সেই জটাজুট বন্ধনের শোভা যেন পর্ব্বতোপরি কোটি বিদ্যুৎ চমকিত হইতেছে, তাহার মধ্যে দুইটি সর্প চড়াইয়া শোভা বিস্তা করিতেছের ॥৩৬॥

শ্রীরামচন্দ্র শ্যাম রূপ মরকত বলে, শ্যাম শৈল অঙ্গুলির নখের ছটা ও জটার অগ্রভাগের ছটা সমুদায় বিদ্যুৎ জানিবে, বাহু দুইটি সর্পের লক্ষণ।

কটি কসি নিষঙ্গ বিশাল ভুজ
গহি চাপ বিশিখ সুধারিকৈ।
চিতবত মনহুঁ মৃগরাজ
প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারিকৈ॥

কোটি সো নিষঙ্গ বিশাল ভুজ গহি চাপ বিশিখ সুধারিকৈ।
চিতওত মনহুঁ মৃগরাজ প্রভু গজরাজ ঘটা নিহারিকৈ৩৬॥২

কটিতে তুণীর, বিশাল হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া রাক্ষসগণের দিকে শ্রীরঘুনাথ দেখিতে লাগিলেন। যেমন মেঘ রূপ মত্ত মাতঙ্গযুথকে সিংহ দেখে ॥৩৬।২॥

আই গয়ে বগমেল ধরহু ধরহু ধাবত সুভট।
যথা বিলোকি অকেল বাল রবিহি ঘেরত দনুজ॥

আই গয়ে বগমেল ধরহু ধরহু ধাওত সুভট।
যথা বিলোকি অকেল বাল রবিহি ঘেরত দনুজ॥৩৭॥

হে পার্ব্বতি! রাক্ষসসেনাগণ ঘোড়া হাতী রথে চড়িয়া মার মার শব্দে দৌড়িয়া আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ঘেরিল। যেমন বাল সূর্য্যকে রাক্ষসেরা ঘেরিয়া থাকে॥৩৭॥

প্রভু বিলোকি শর সকহিঁ ন ডারী।
থকিত ভয়ে রজ নিশিচর ধারী॥

প্রভু বিলোকি শর সকহিঁ ন ডারী।
থকিত ভয়ে রজ নিশিচর ধারী॥৩৮॥

সেই সময়ে শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করিয়া মাধুরী রূপ দেখাইয়া রাক্ষসগণের চিত্ত বিমোহিত করিলেন। তখন রাক্ষসগণ অতি সুন্দর রূপ দেখিয়া বাণনিঃক্ষেপে স্থগিত হইল॥৩৮॥

সচিব বোলি বোলে খর দূষণ।
এ কোউ নৃপবালক নর ভূষণ॥

সচিব বোলি বোলে খর দূষণ।
এ কোউ নৃপ বালক নরভূষণ॥৩৯॥

তার পর খরদূষণ আপন মন্ত্রীকে ডাকাইয়া কহিল,

এরা দুই জন কোন রাজপুত্র হইবে। মানবের মধ্যে পরম সুন্দর ॥৩৯॥

নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে।

দেখে জিতে হতে হম তেতে ॥

নাগ অসুর সুর নর মুনি জেতে।

দেখে জিতে হতে হম তেতে ।৪০॥

নাগ, অসুর, সুর, নর, মুনি ইত্যাদি অনেককে দেখিয়াছি এবং তাহাদের সকলকে পরাজয় করিয়াছি ॥৪০॥.

হম ভরি জন্ম সুনহু ঁ রে ভাই।

দেখি নহিঁ অসি সুন্দরতাই ॥

হম ভরি জন্ম সুনহুঁ রে ভাই।

দেখি নহিঁ অসি সুন্দরতাই ॥৪১॥

হে ভাই! আমি আজীবন অনেক পুরুষ দেখিয়াছি কিন্তু এমন সুন্দর দেখি নাই ॥৪১॥

যদ্যপি ভগিনী কীন কুরূপা।

বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনূপা ॥

যদ্যপি ভগিনী কীন কুরূপা।

বধ লায়ক নহিঁ পুরুষ অনুপা ।৪২॥

হে মন্ত্রি! যদিও আমার ভগিনীকে কুরূপ করিয়াছে তথাপি অনুপম পুরুষ, বধের যোগ্য নহে ॥৪২॥

দেহিঁ তুরত নিজ নারি দুরাই।

জীবত ভবন জাহিঁ দ্বৌ ভাই ॥

দেহিঁ তুরত নিজ নারি দুরাই।

জীওত ভবন জাহিঁ দ্বৌ ভাই ॥৪৩॥

তুমি যাইয়া এই কথা বল যে, আপন স্ত্রীকে এখনি

আমাকে দিয়া প্রাণ লইয়া দুই ভাই প্রস্থান করুক্ ॥৪৩॥

মোর কহা তুম তাহি সুনাবহু।
তাসু বচন সুনি আতুর আবহু॥

মোর কহা তুম তাহি সুনওহু।
তাসু বচন সুনি আতুর আওহু ॥৪৪॥

আমার কথা তুমি উহাকে শুনাইয়া জবাব লইয়া শীঘ্র আইস?॥৪৪॥

দূতন কহা রাম সন জাই।
সুনত রাম বোলে মুসুকাই॥

দূতন কহা রাম সন জাই।
সুনত রাম বোলে মুসুকাই ॥৪৫॥

হে পার্ব্বতি! দূত রাজাজ্ঞা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্রের নিকট যাইয়া ঐ কথা বলিলে, শ্রীরামচন্দ্র শুনিয়া ঈষদ্ধাস্যে কহিলেন ॥৪৫॥

হম ছত্রী মৃগয়া বন করহীঁ।
তুমসে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ॥

হম ক্ষত্রী মৃগয়া বন করহীঁ।
তুমসে খল মৃগ খোজত ফিরহীঁ ॥৪৬॥

হে দূত! আমি ক্ষত্রিয় বালক বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছি, তখন তোমার মতন খল মৃগ বধ হেতু অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছি ॥৪৬॥

রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ।
এক বার কালহু সন লরহীঁ॥

রিপু বলবন্ত দেখি নহিঁ ডরহীঁ।
এক বার কালহু সন লরহীঁ ॥৪৭॥

যত বড় বলবান্ শত্রু হউক না কেন! আমি তাহাকে

ভয় করি না। যদি কাল আসিয়া আমার সহিত যুদ্ধ করে তো আমি তাহাকে এক বাণে পরাস্ত করিব ॥৪৭॥

যদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক।
মুনি পালক খল শালক বালক ॥

যদ্যপি মনুজ দনুজ কুল ঘালক।
মুনি পালক খল শালক বালক ॥৪৮॥

যদিও আমি মানুষ বটে তথাচ দানব কুল নাশক, খলের শাল স্বরূপ, মুনিগণের পালক আমি এমন বালক কই ॥৪৮॥

জৌ ন হোয় বল ঘর ফিরি জাহু।
সমর বিমুখ মৈঁ হতৌঁ ন কাহু ॥

জো ন হোয় বল ঘর ফিরি জাহু।
সমর বিমুখ মৈঁ হতোঁ ন কাহু ॥৪৯॥

আর আমার সহিত যুদ্ধ করিবার যদি তোমার রাজার বল না থাকে, তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া যাউক। রণে বিমুখ হইলে আমি তাহাকে মারি না ॥৪৯॥

রণ চঢ়ি করৈ কপট চতুরাই।
রিপু পর কৃপা পরম কদরাই ॥

রণ চঢ়ি করৈ কপট চতুরাই।
রিপু পর কৃপা পরম কদরাই ॥৫০॥

হে দূত! রণে প্রবৃত্ত হইয়া শত্রুর প্রতি দয়া করা কপটের চতুরতার ন্যায় হয়। ইহাতে অপযশ আছে॥৫০॥

দূতন জাই তুরত সব কহেউ।
সুনি খরদূষণ উর অতি দহেউ ॥

দূতন জাই তুরত সব কহেউ।
সুনি খরদূষণ উর অতি দহেউ ॥৫১॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্রের কথিত যথাযথ সমুদায় কথা দূত শীঘ্র যাইয়া শুনাইলে, তাহা শুনিয়া খরদূষণ মহা ক্রুদ্ধ হইয়া ॥৫১॥

उर दहेउ कहेउ कि धरहु
धावहु बिकट भट रजनीचरा ।
सर चाप तोमर सक्ति सूल
कृपाण परिघ परशु धरा ॥

উর দহেউ কহেউ কি ধরহু ধাবহু বিকট ভট রজনীচরা।
শর চাপ তোমর শক্তি শূল কৃপাণ পরিঘ পরশু ধরা॥৫২॥

কহিল, হে নিশিচরগণ! তোমরা এখনি ধাবিত হইয়া উহাকে ধর। তখন তীর, ধনুক, তোমর, শক্তি, শূল, পরিঘ, ফরশা ইত্যাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া রাক্ষসেরা ধাবিত হইল ॥৫২॥

प्रभु कीन धनुष टंकोर
प्रथम कठोर घोर भयावहा ।
भये बधिर व्याकुल यातुधान
न ज्ञान तेहि अवसर रहा ॥

প্রভু কীন ধনুষ টঁকোর প্রথম কঠোর ঘোর ভয়াবহা।
ভয়ে বধির ব্যাকুল যাতুধান ন জ্ঞান তেহি অবসর রহ ॥৫৩॥

শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষস সেনাগণকে ধাইয়া আসিতে দেখিয়া ধনুকে টঙ্কার দিলে তাহার মহা ঘোর শব্দ শুনিয়া রাক্ষস সেনাগণ বধির ও ব্যাকুল হইল! কাহারও সংগ্রামে জ্ঞান রহিল না ॥৫৩॥

सावधान होइ धाये जानि सबल आराति ।
लागे बरषण राम पर अस्त्र शस्त्र बहु भांति ॥

সাবধান হোই ধায়ে জানি সবল আরাতি।
লাগে বরষণ রাম পর অস্ত্র শস্ত্র বহু ভাঁতি ॥৫৪॥

তার পর নিশাচরেরা সাবধান হইয়া আপন শত্রুকে সবল জানিয়া শ্রীরামচন্দ্রের উপর নানা প্রকার অস্ত্র শস্ত্র নিঃক্ষেপ করিতে লাগিল ॥৫৪॥

তিনকে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর।
তানি শরাসন শ্রবণ লগি পুনি ছাড়ে নিজ তীর ॥

তিনকে আয়ুধ তিল সম করি কাটে রঘুবীর।
তানি শরাসন শ্রবণ লগি পুনি ছাঁড়ে নিজ তীর॥৫৫॥

শ্রীরামচন্দ্র সেই সকল অস্ত্র শস্ত্রকে আপন বাণে কাটিয়া তিল সমান করিয়া উহাদের উপর বাণ নিঃক্ষেপ করিতে লাগিলেন ॥৫৫॥

তব চলে বাণ করাল ফুঁকরত মানহুঁ ব্যাল।
কোপেউ সমর শ্রীরাম চলে বিশিখ নিশিত ন কাম॥

তব চলে বাণ করাল ফুঁকরত মানহুঁ ব্যাল।
কোপেউ সমর শ্রীরাম চলে বিশিখ নিশিত ন কাম॥৫৬॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্রের করাল বাণ যেন অসংখ্য সর্পফণা ধরিয়া চলিতে লাগিল। কোপে শ্রীরামচন্দ্রের নিষ্কাম বাণ রাক্ষসগণের প্রতিমুখে ধাবিত হইল ॥৫৬॥

অবলোকি পরত ন তীর মুরি চলে নিশিচর বীর
ভয়ে ক্রোধ তীনিউঁ ভাই জে ভাগি রণ তে জাই ॥

অবলোকি পরত ন তীর মুরি চলে নিশাচর বীর।
ভয়ে ক্রোধ তীনিউঁ ভাই জে ভাগি রণতে জাই॥৫৭॥

অনেক বাণে আচ্ছাদিত হইলে নিশিচরগণ অদৃশ্য হইল। এবং বাণাঘাতে বড় বড় বীর মৃতবৎ হইয়া

পলাইতে লাগিল। খরদূষণ ত্রিশিরা নিজ সেনা পলাই-তেছে দেখিয়া ক্রোধে সেনাগণকে কহিল, ভয়ে যে কেহ রণ হইতে পলায়ন করিবে ॥৫৭॥

তেহি বধব হম নিজ পাণি
ফিরে মরণ মন মহঁ ঠানি।
আয়ুধ অনেক প্রকার
সন্মুখতে করহিঁ প্রহার ॥

তেহি বধব হম নিজ পাণি ফিরে মরণ মন মহঁ ঠানি।
আয়ুধ অনেক প্রকার সন্মুখতে করহিঁ প্রহার ॥৫৮॥

তাহাকে আমি আপন হস্তে বিনাশ করিব। এই কথা শুনিয়া বীরগণ লজ্জিত হইয়া মরণ নিশ্চয় জানিয়া ফিরিয়া আসিয়া অনেক আয়ুধ সন্মুখ করিয়া শ্রীরামের উপর অনেক প্রকার প্রহার করিল ॥৫৮॥

রিপু পরম কোপিত জানি প্রভু ধনুষ শর সন্ধানি।
ছাঁড়ে বিপুল নারাচ লাগে কটন বিকট পিশাচ ॥

রিপু পরম কোপেউ জানি প্রভু ধনুষ শর সন্ধানি।
ছাঁড়ে বিপুল নারাচ লাগে কটন বিকট পিশাচ ॥৫৯॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র শত্রু কুপিত হইয়াছে জানিয়া ধনুকে বাণ সন্ধান করিলেন। নারাচ অর্থাৎ লৌহময় বাণ নিঃ-ক্ষেপ করায় অনেক বিকট পিশাচ নিহত হইল ॥৫৯॥

উর শীষ ভুজ কর চরণ জহঁ তহঁ লগে মহি পরন
চিক্করত লাগত বান ধরপরত কুধর সমান ॥

উর শীষ ভুজ কর চরণ জহ তহঁ লগে মহি পরন।
চিক্করত লাগত বান ধরপরত কুধর সমান ॥৬০॥

শ্রীরামচন্দ্রের বাণে কাহার বক্ষঃস্থল, কাহার মস্তক,

কাহার হস্ত কাহার চরণ ইত্যাদি কাটিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া যেখানে সেখানে পড়িতে লাগিল। বাণ অদৃশ্য রূপে লাগিয়া রাক্ষসেরা চিৎকার করিতে করিতে পড়িতে লাগিল। যেমন ইন্দ্রের বজ্রাঘাতে পর্ব্বত খণ্ড খণ্ড হইয়া পতিত হয় ॥১০॥

भट करत तन सत खण्ड
पुनि उठत करि पाखण्ड।
नभ उड़त बहु भुज मुण्ड
बिनु मौलि धावत रुण्ड॥

ভট করত তন শত খণ্ড পুনি উঠত করি পাখণ্ড।
নভ উড়ত বহু ভুজ মুণ্ড বিনু মৌলি ধাওত রুণ্ড ॥১১॥

হে গরুড়! রাক্ষস দেহ শত শত খণ্ড হইয়া পড়িতে লাগিল। পুনরায় রাক্ষসী মায়ায় পাষণ্ড রূপ ধরিয়া উঠিল। আকাশে শ্রীরামচন্দ্রের বাণে অনেকের মাথা, হস্ত, দেহ আদি উড়িতে লাগিল। যেমন পবনবেগে শুষ্ক পাতা আকাশে উড়িয়া ফিরিতে থাকে ॥১১॥

खग कङ्क काक सृगाल कट कटहिं कठिन कराल॥

খগ কঙ্ক কাক শৃগাল কট কটহিঁ কঠিন করাল ॥১২॥

সেখানে গৃধ্র, কাক, শৃগাল আদি মাংস খাইবার জন্য পরস্পর অতি ভয়ানক উৎপাত করিতে লাগিল॥১২

कट कटहिं जम्बुक भूत
प्रेत पिशाच खप्पर साजहीं।
बैताल बीर कपाल ताल
बजाइ योगिनि नाचहीं॥

ক্‌ট কট্‌হিঁ জম্বুক ভূত প্রেত পিশাচ খপ্পর সাজহীঁ।
বৈতাল বীর কপাল তাল বজাই যোগিনি নাচহীঁ ॥৬৩॥

সেখানে জম্বুক কটমট করিয়া দেখিতেছে, ভূত প্রেত পিশাচ আদি মাংস রুধির খপ্পরে সাজিতেছে। করাল বীর বেতালগণ মাংস ভোজনের আধিক্যতা দেখিয়া ভাল কপাল বাজাইতেছে এবং উহা দেখিয়া যোগিনী নৃত্য করিতেছে ॥৬৩॥

रघुबीर बाण प्रचण्ड खण्डहिं
भटनके उर भुज सिरा।
जहं तहं परहिं उठि लरहिं
धरु धरु करहिं गिरा भयङ्करा॥

রঘুবীর বাণ প্রচণ্ড খণ্ডহিঁ ভটনকে উর ভুজ শিরা।
জহঁতহঁ পরহিঁ উঠি লরহিঁ ধরুধরু করহিঁ গিরা ভয়ঙ্করা॥৬৪॥

রঘুবীরের প্রচণ্ড বাণে নিশাচরগণের বক্ষঃস্থল হস্ত ও মস্তক খণ্ড খণ্ড হইয়া যেখানে সেখানে পড়িতেছে, সেই সেই খানে উঠিয়া লড়িতেছে এবং ভয়ঙ্কর ঘোর শব্দ করিতেছে ॥৬৪॥

अन्तावरी गहि उड़त गिद्ध
पिशाच कर गहि धाव हीं।
संग्राम पुरवासी मनहुं
बहु बाल गुड़ी उड़ावहीं॥

অন্তাবরী গহি উড়ত গিদ্ধ পিশাচ কর গহি ধাও হীঁ।
সংগ্রাম পুরবাসী মনহুঁ বহু বাল গুড়ী উড়াওহীঁ ॥ ৬৫॥

গৃধ্রেরা বীরগণের অন্ত্র লইয়া উড়িতেছে, পিশাচেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। সংগ্রাম পুর বলিয়া

বিবেচনা কর, তাহাতে অনেক বালক খেলা করিতেছে ॥৬৫॥

মারই পছারই উর বিদারই
বিপুল ভট কহরত পরই।
অবলোকি নিজ দল বিকল
ভট ত্রিশিরাদি খরদূষণ ফিরই॥

মারে পছারে উর বিদারে বিপুল ভট কহরত পরে।
অবলোকি নিজ দল বিকল ভট ত্রিশিরাদি খরদূষণ ফিরে॥৬৬

শ্রীরামচন্দ্রের বাণ রাক্ষস সেনাগণকে মারিতে ফেলিতে ও বক্ষঃস্থল বিদারণ করিতে লাগিল। তখন বিপুল রাক্ষস সেনা পৃথিবীতে পতিত, বিচলিত ও মৃত দেখিয়া খরদূষণ ত্রিশিরাদি রাক্ষস সেনা পুনরায় ক্রোধ পূর্ব্বক শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে লাগিল ॥৬৬॥

সরসক্তি তোমর পরসু
সূল কৃপাণ একহি বারহীঁ।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর
অগণিত নিশাচর ডারহীঁ॥

শরশক্তি তোমর পরশু শূল কৃপাণ একহি বারহী।
করি কোপ শ্রীরঘুবীর পর অগণিত নিশাচর ডারহীঁ॥৬৭॥

তার পর শ্রীরামচন্দ্রের নিকটে গিয়া শর, শক্তি, তোমর অর্থাৎ মুদ্গার, পরশু, শূল অর্থাৎ ত্রিশূল, কৃপাণ অর্থাৎ তরবারি ইত্যাদি ধারণ করিয়া চলিল। তখন সকলে একেবারে শ্রীরামচন্দ্রের উপর অগণিত নিশিচর প্রহার করিতে লাগিল ॥৬৭॥

প্রভু নিমিষ মহঁ রিপু সর
নিবারি প্রচারি ডারে সায়কা।
দস দস বিসিষ উর মাঝ
মারে সকল নিসিচর নায়কা॥

প্রভু নিমিষ মহঁ রিপু শর নিবারি প্রচারি ডারে শায়কা।
দশ দশ বিশিখ উর মাঁঝ মারে সকল নিশিচর নায়কা॥৬৮॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্র এক নিমিষে নিশাচরগণের আয়ুধ আপন বাণে খণ্ড খণ্ড করিয়া নিবারণ করিলেন। অপর খরদূষণ ত্রিশিরাদি অন্য সেনাপতি যে যে রহিল তাহাদের হৃদয়ে দশ দশ বাণ মারিলেন ॥৬৮॥

মহি পরত উঠি ভট ভিরত
মরত ন করত মায়া অতি ঘনী।
সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত
বিলোকি এক কোসল ধনী॥

মহি পরত উঠি ভট ভিরত মরত ন করত মায়া অতি ঘনী।
সুর ডরত চৌদহ সহস প্রেত বিলোকি এক কোশল ধনী॥৬৯

তখন বীরেরা পৃথিবীতে পড়িয়া পুনঃ পুনঃ উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে ঘেরিযা অনেক প্রকার মায়া করিতে লাগিল। লিঙ্গ শরীর স্থুল হইল, মরে না! হে গরুড়! আকাশে ব্রহ্মা আদি দেবতারা সংগ্রাম দেখিতে লাগিলেন এবং চৌদ্দ হাজার রাক্ষস সেনা উপরান্ত অমিত প্রেত, এ দিকে একা শ্রীরামচন্দ্র, ইহা দেখিয়া দেবতারা ভীত হইলেন ॥৬৯॥

सुर मुनि सभय प्रभु देखि
माया नाथ अति कौतुक करेउ ।
देखहिं परस्पर राम करि
संग्राम रिपु दल लरि मरेउ ॥

সুর মুনি সভয় প্রভু দেখি
মায়া নাথ অতি কৌতুক করেউ ।
দেখিহি পরস্পর রাম করি
সংগ্রাম রিপু দল লরি মরেউ ॥৭০॥

হে পার্ব্বতি ! দেবতা ও মুনিগণকে ভয় সংযুক্ত দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র আপন দিব্য মায়া এবং আপন পাণ রূপা করিয়া আচরণ করিতে লাগিলেন। প্রথমে রাক্ষসগণ শ্রীরামচন্দ্রের রূপ অতি সুন্দর দেখিয়া মোহিত হইল। এক এক রাক্ষস এক এক রাম দেখিত লাগিল, এই রূপে সংগ্রাম করিয়া মরিল ॥৭০॥

राम राम कहि तन तजहिं पावहिं पद निर्बान ।
करि उपाय रिपु मारेउ छण महं कृपानिधान ॥

রাম রাম কহি তন তজহিঁ পাওহিঁ পদ নির্বান ।
করি উপায় রিপু মারেউ ক্ষণ মহঁ কৃপানিধান ॥৭১॥

তখন সমুদায় রাক্ষস এই রাম এই রাম রাম রাম বলিয়া দেহ ত্যাগ করিয়া মুক্তি পদ শ্রীরাম ধাম প্রাপ্ত হইল। হে পার্ব্বতি ! এই উপায় করিয়া শ্রীরামচন্দ্র শত্রু দল ক্ষণ মধ্যে বধ করিয়া পরম পদ দিলেন, কারণ শ্রীরামচন্দ্র কৃপানিধান ॥৭১॥

हर्षित वर्षहिं सुमन सुर बाजहिं गगन निसान ।
अस्तुति करि करि सब चले सोभित विविध बिमान॥

হৰ্ষিত বৰ্ষহিঁ সুমন সুর রাজহিঁ গগন নিশান।
অস্তুতি করি করি সব চলে শোভিত বিবিধ বিমান ॥৭২॥

তখন পরম হর্ষে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং স্তব করিতে করিতে পরমানন্দে আপন আপন বিমানে আরোহণ করিয়া নিজ নিজ ভবনে গমন করিল ॥৭২॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরাম খরদূষণ যুদ্ধ বর্ণন।

জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে।
সুর নর মুনি সবকে ভয বীতে ॥

জব রঘুনাথ সমর রিপু জীতে।
সুর নর মুনি সব কে ভয বীতে ॥১॥

খরদূষণ আদি বিনাশ হইলে সূর্পনখা কাঁদিতে কাঁদিতে রাবণের নিকট যাইয়া সমুদায় বৃত্তান্ত বর্ণন এবং রাবণ মায়ামৃগ মারীচকে সঙ্গে করিয়া শ্রীরাম সমীপে গমন।

যখন শ্রীরামচন্দ্র সমরে শত্রুকে জয় করিলেন তখন দেবতা মুনিগণের ভয় দূর হইল ॥১॥

তব লছমন সীতহি লৈ আযে।
প্রভু পদ পরত হর্ষি উর লাযে ॥

তব লক্ষ্মণ সীতহি লৈ আয়ে।
প্রভু পদ পরত হর্ষি উর লায়ে ॥২॥

তার পর লক্ষ্মণ সীতাকে লইয়া আসিয়া আনন্দ হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে পতিত হইলেন ॥২॥

सीता चितव श्याम मृदु गाता।
परम प्रेम लोचन न अघाता॥

সীতা চীতব শ্যাম মৃদু গাতা।
পরম প্রেম লোচন ন অঘাতা ॥৩॥

জানকী শ্রীরামচন্দ্রের মৃদু গাত্র দেখিয়া পরম প্রেম পূর্ব্বক নেত্র উন্মীলন করিয়া রহিলেন ॥৩॥

पञ्चवटी बसि श्रीरघुनायक।
करत चरित सुर मुनि सुखदायक॥

পঞ্চবটী বসি শ্রীরঘুনাযক।
করত চরিত সুর মুনি সুখদায়ক ॥৪॥

রঘুনাথ পঞ্চবটী বনে বসিয়া সুর মুনিগণের সুখ দায়ক চরিত করিতে লাগিলেন ॥৪॥

धुआँ देखि खरदूषण केरा।
जाइ सूर्पनखा रावण प्रेरा॥

ধুআঁ দেখি খরদূষণ কেরা।
জাই সূর্পনখা রাবণ প্রেরা ॥৫॥

সূর্পনখা খরদূষণ আদি বীরগণের দগ্ধ ধূম দেখিয়া ঘরে গিয়া রাবণকে পাঠাইবার চেষ্টা করিল ॥৫॥

बोली बचन क्रोध करि भारी।
देश कोषकै सुरति बिसारी॥

বোলী বচন ক্রোধ করি ভারী।
দেশ কোশকৈ সুরতি বিসারী ॥৬॥

সূর্পনখা অত্যন্ত ক্রোধ করিয়া রাবণকে কহিল আপন দেশ ও কোষের মূর্ত্তি বিকৃতি করিয়া দিয়াছে ॥৬॥

करसि पान सो बसि दिन राती ।
सुधि नहिं तव सिर पर आराती ॥

করসি পান সো বসি দিন রাতী।
সুধি নহি তব শির পর আরাতী॥৭॥

দিন রাত মদ্য পান ও ঘুমাইবা আছে, তোমার মস্তকোপরি প্রবল শত্রু তাহা তোমার জ্ঞান নাই ॥৭॥

राज नीति बिनु धन बिनु धर्म्मा ।
हरिहि समर्पे बिन सतकर्म्मा ॥

রাজ নীতি বিনু ধন বিনু ধর্ম্মা।
হরিহি সমর্পে বিন সতকর্ম্মা ॥৮॥

হে রাবণ! নীতি বিনা রাজা থাকে না, ধর্ম্ম বিনা ধন থাকে না, এবং সম্পূর্ণ সৎকর্ম্ম করিয়া হরিকে সমর্পণ না করে তাহার সমুদায় কর্ম্ম বৃথা ॥৮॥

बिद्या बिनु बिबेक उपजाये ।
फल स्रम पाठ किये अरु गाये ॥

বিদ্যা বিনু বিবেক উপজাযে।
ফল শ্রম পাঠ কিয়ে অরু গাবে ॥৯॥

হে রাবণ। কেবল বিদ্যাভ্যাসে বা গানে বিবেক হয় না, পাঠ বা গানের ফল শ্রম মাত্র ॥৯॥ পাঠ বলে বেদ পুরাণ স্তোত্র ইত্যাদি, বিবেক অর্থাৎ তত্ত্ব।

सङ्गते यती कुमन्त्रते राजा ।
मानते ज्ञान पानते लाजा ॥

সঙ্গতে যতী কুমন্ত্রতে রাজা।
মানতে জ্ঞান পানতে লাজা ॥১০॥

সঙ্গতিতে সন্ন্যাস ধর্ম্ম যায়, কুমন্ত্রীতে রাজ্য ভ্রষ্ট

হয়, যানেতে জ্ঞান যায়, পানেতে লজ্জা থাকে না ॥১০॥
খণ্ডান্বয় চৌ পাই বিপরীত অর্থ জানিবে।

প্রীতি প্রণয় বিন মদতে গুণী।
নাশহিঁ বেগি নীতি অস সুনি ॥

প্রীতি প্রণয় বিন মদতে গুনী।
নাশহিঁ বেগি নীতি অস সুনি ॥১১॥

প্রীতির জন্য মিত্রতা করে এবং প্রণয় কহে নম্রতা শূন্য তাহাতেই প্রীতি নষ্ট হয়, যে খানে মদ সেই খানে গুণ নষ্ট হইয়া থাকে। সেই মত, হে রাবণ! যে খানে ও বস্তু নাই সেখানে এ পদার্থ নাশ হইয়া থাকে, বেদে আমি এই নীতি শুনিয়াছি ॥১১॥

রিপু রুজ পাবক পাপ প্রভু
অহি গনিয় ন ছোট করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ
পুনি লাগী রোদন করন ॥

রিপু রুজ পাবক পাপ প্রভু অহি গনিয় ন ছোট করি।
অস কহি বিবিধ বিলাপ পুনি লাগী রোদন করন ॥১২॥

সুর্পনখা কহিল, হে প্রভো! শত্রু, রোগ, অগ্নি, আপন প্রভু, সর্প, ঋণী ইহাদিগকে ক্ষুদ্রজ্ঞান করিবে না এবং সদা সতর্ক থাকিবে এই বলিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করত রোদন করিতে লাগিল ॥১২॥

সভা মাঁঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই।
তোহিঁ জিয়ত দশকন্ধর মোরি কি অস গতি হোই ॥

সভা মাঁঝ পরি ব্যাকুল বহু প্রকার কহ রোই।
তোহিঁ জিয়ত দশকন্ধর মোরি কি অস গতি হোই ॥১৩॥

সূর্পনখা ব্যাকুল হইয়া সভা মধ্যে রোদন করত নানা প্রকার বলিয়া কহিল, হে দশানন! তুমি বাঁচিয়া থাকিতে আমার কি এই দশা হইল ॥১৩॥

সুনত সভাসদ উঠি অকুলাই।
সমুঝায়ে গহিঁ বাঁহ উঠাই ॥

সুনত সভাসদ উঠি অকুলাই।
সমুঝায়ে গহি বাঁহ উঠাই ॥১৪॥

এই কথা শুনিয়া সভাসদ্‌গণ সূর্পনখার হাত ধরিয়া তুলিয়া নানা মতে বুঝাইতে লাগিল ॥১৪॥

কহ লঙ্কেশ কহসি কিন বাতা।
কে তব নাসা কান নিপাতা ॥

কহ লঙ্কেশ কহসি কিন বাতা।
কে তব নাসা কান নিপাতা ॥১৫॥

লঙ্কেশ্বর কহিল, সূর্পনখা! কে তোমার নাক কান কাটিল ? ॥১৫॥

অবধ নৃপতি দশরথকে জায়ে।
পুরুষ সিংহ বন খেলন আয়ে ॥

অবধ নৃপতি দশরথকে জায়ে।
পুরুষ সিংহ বন খেলন আযে ॥১৬॥

অবধ রাজ দশরথের পুত্র, পুরুষ সিংহের ন্যায় বনে খেলা করিতে আসিয়াছে।১৬॥

সমুঝি পরী মহিঁ উনকী করনী।
রহিত নিশাচর করি হৈঁ ধরণী ॥

সমুঝি পরী মহিঁ উনকী করনী।
রহিত নিশাচর করি হৈঁ ধরণী ॥১৭॥

বোধ হয়, ধরণী নিশাচর শূন্য করিবারই উহাঁর কর্ম্ম ॥১৭॥

জিন কর ভুজ বল পাই দশানন।
অভয় ভয়ে বিচরত মুনি কানন ॥

জিন কর ভুজ বল পাই দশানন।
অভয় ভয়ে বিচরত মুনি কানন ॥১৮॥

হে দশানন! আপন ভুজ বল প্রতাপে মুনি কাননে অভয় হইয়া বেড়াইতেছে ॥১৮॥

দেখত বালক কাল সমানা।
পরম ধীর ধন্বী গুণ নানা ॥

দেখত বালক কাল সমানা।
পরম ধীর ধন্বী গুণ নানা ॥১৯॥

দেখিতে বালক কিন্তু কালের সমান। পরম ধীর, নানা গুণে গুণান্বিত ॥১৯॥

অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ ভ্রাতা।
খল বধ রত সুর মুনি সুখ দাতা ॥

অতুলিত বল প্রতাপ দ্বৌ ভ্রাতা।
খল বধ রত সুর মুনি সুখ দাতা ॥২০॥

দুটি ভাই অতুল বল শালী প্রতাপী খল নাশ কর্ত্তা, দেবতা ও মুনিগণের সুখদাতা ॥২০॥

শোভা ধাম রাম অস নামা।
তিনকে সঙ্গ নারি এক শ্যামা ॥

শোভা ধাম রাম অস নামা।
তিনকে সঙ্গ নারি এক শ্যামা ॥২১॥

শোভার আকর ইহার নাম রাম তাহার সঙ্গে পরম সুন্দরী এক নারী আছে ॥২১॥

रूप राशि बिधि नारि संवारी।
रति शत कोटि तासु बलिहारी॥

রূপ রাশি বিধি নারি সঁওয়ারী।
রতি শত কোটি তাসু বলিহারী॥২২॥

বিধি এরূপ রূপ রাশী দিয়াছেন যে শত কোটি রতি তাহাকে দেখিয়া হার মানে ॥২২॥

तासु अनुज काटे श्रुति नासा।
सुनि तव भगिनी कीन्ह उपहासा॥

তাসু অনুজ কাটে শ্রুতি নাসা।
সুনি তব ভগিনি কীনহ উপহাসা॥২৩॥

তাহার ভাই তোমার ভগিনী শুনিয়া উপহাস করিয়া আমার নাক কান কাটিয়া দিল ॥২৩॥

खरदूषण सुनि लाग पुकारा।
क्षण महं सकल कटक उन मारा॥

খরদূষণ সুনি লাগ পুকারা।
ক্ষণ মঁহ সকল কটক উন মারা॥২৪॥

ডাকিবা মাত্র খরদূষণ কটক সহ উপস্থিত হইলে, সে ক্ষণ মাত্রে সকলকে বিনাশ করিল ॥২৪॥

खरदूषण त्रिशिराकर घाता।
सुनि दशशीश जरे सब गाता॥

খরদূষণ ত্রিশিরাকর ঘাতা।
সুনি দশশীশ জরে সব গাতা॥২৫॥

দশানন খরদূষণ ও ত্রিশিরার মৃত্যু শুনিয়া গাত্র দগ্ধ হইয়া উঠিল ॥২৫॥

সূর্পনখহি সমুঝাই করি
বল বোল্যসি বহু ভাঁতি ।
গয়ত্ত ভবন অতি সোচ বস
নীঁদ পরী নহিঁ রাতি ॥

শূর্পনখহি সমুঝাই করি বল বোল্যসি বহু ভাঁতি ।
গয়উ ভবন অতি শোচ বশ নীঁদ পরী নহিঁ রাতি॥২৬॥

দশানন নানা প্রকারে শূর্পনখাকে বুঝাইয়া অন্তঃপুরে গমন করিল। কিন্তু অত্যন্ত শোক বশতঃ সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না ॥২৬॥

সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ ।
মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ ॥

সুর নর অসুর নাগ খগ মাহীঁ ।
মোরে অনুচর কহঁ কোউ নাহীঁ ॥২৭॥

তখন রাবণ আপন মনে বিচার করিল যে, সুর নর অসুর নাগ খগ আদি যে কেহ জগতে আছে তাহারা আমার অনুচরের সমান কেহই নহে ॥২৭॥

খরদূষণ মোহিঁ সম বলবন্তা ।
তিনহিঁ কো মারৈ বিন ভগবন্তা ॥

খরদূষণ মহিঁ সম বলবন্তা ।
তিনহিঁ কো মারৈ বিন ভগবন্তা ॥২৮॥

খরদূষণ ত্রিশিরা আমার সমান বলবান্ তাহকে ভগবান্ বিনা কে মারিতে পারে ? ॥২৮॥

सुर रञ्जन भञ्जन महि भारा।
जो भगवन्त लीन्ह अवतारा ॥

সুর রঞ্জন ভঞ্জন মহি ভারা।
জো ভগবন্ত লীনৃহ অবতারা ॥২৯॥

তখন আমি এই বুঝিতেছি যে, সুরনরের আনন্দ-দাতা এবং পৃথিবীর ভার কমাইবার জন্য ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥২৯॥

तौ मैं जाइ बैर हठि करउँ।
प्रभु शर प्राण तजे भव तरउँ ॥

তৌ মৈঁ জাই বৈর হঠি করউঁ।
প্রভু শর প্রাণ তজে ভব তরউঁ ॥৩০॥

যে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন তাঁহার সহিত আমি যাইয়া শত্রুতা করত, সমরে তাঁহার বাণে নিহত হইলে আমার মোক্ষ হইবে ॥৩০॥

होइ भजन न तामस देहा।
मन क्रम वचन मन्त्र दृढ़ येहा ॥

হোই ভজন ন তামস দেহা।
মন ক্রম বচন মন্ত্র দৃঢ এহা ॥৩১॥

মুনি ঋষিগণ সকলে ভজনা করিয়া ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমার দ্বারা ভজন হইতে পারে না, কারণ আমার তামসী শরীর। আমি মন কর্ম্ম বচন মন্ত্র এ সকলের বিরোধী ॥৩১॥

এখানে রাবণ আপন পূর্ব্ব জন্মের কথা স্মরণ করিয়া কহিল। এই শ্রীরামচন্দ্র আমার পূর্ব্ব সখা, তাঁহার অনুকূল, তাঁহার সহিত সমভাবে খেলা করিতাম। ইনিই

পূর্ব্বে আমাকে অনুমতি দিয়াছিলেন যে, হে প্রতাপী নাম সখে! তুমি প্রকৃতি মণ্ডলে গমন কর, আমি তোমার সহিত রণ ক্রীড়া করিব। তাহাই আমার বোধ হইতেছে নিশ্চয় সেই কাল আসিয়া উপস্থিত। আমারও সঙ্কল্প শক্রতা করিয়া রণ ক্রীড়া করিব। সেই জন্য রাবণ কাহারও নিষেধ শুনে নাই। আরও কহিল যদি কদাচিৎ কাল না হয়, অন্য কোন দেবতা ছল করিয়া আসিয়া থাকে তবে তাহাকে পরাজয় করিব।

जो नर रूप भूप सुत कोउ।
हरि हौं नारि जीति रण दोउ॥

জো নর রূপ ভূপ সুত কোউ।
হরি হোঁ নারি জীতি রণ দোউ॥৩২॥

অপর যদি কোন নরপতির পুত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে সংগ্রামে পরাজয় করিয়া তাহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইব॥৩২॥

चला अकेल यान चढ़ि तहवां।
बस मारीच सिन्धु तट जहवां॥

চলা অকেল যান চঢ়ি তহওয়াঁ।
বস মারীচ সিন্ধু তট জহওয়াঁ॥৩৩॥

তখন রাবণ এই সিদ্ধান্ত করত একাকী রথে আরোহণ করিয়া সিন্ধু তটে মারীচ সন্নিধানে গমন করিল॥৩৩॥

इहां राम जस युक्ति बनाई।
सुनहु उमा सो कथा सुहाई॥

ইহাঁ রাম জস যুক্তি বনাই।
সুনহু উমা সো কথা সুহাই॥৩৪॥

হে পার্ব্বতি! এখানে শ্রীরামচন্দ্র যে রূপ যুক্তি স্থির করিলেন, সুন্দরি! তাহা শ্রবণ কর ॥৩৪॥

लछमण गये बनहिं जल लेन मूल फल कन्द ।
जनकसुता सन बोल्यउ विहंसि कृपा सुखकन्द ॥

লক্ষ্মণ গয়ে বনহিঁ জল লেন মূল ফল কন্দ।
জনকসুতা সন বোল্যউ বিহঁসি কৃপা সুখকন্দ ॥৩৫॥

যখন লক্ষ্মণ ফল মূল কন্দ আনিবার জন্য বনে গমন করিলেন তখন শ্রীরামচন্দ্র হাস্য বদনে জানকীকে কহিল ॥৩৫॥

सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला ।
मैं कछु करब ललित नर लीला ॥

সুনহু প্রিয়া ব্রত রুচির সুশীলা।
মৈঁ কছু করব ললিত নর লীলা ॥৩৬॥

হে প্রিয়ে! শ্রবণ কর, তুমি অতি সুন্দর সুশীলা তোমাকে বলিতেছি আমি কছু ললিত নর লীলা করিব ॥৩৬॥

तुम पावक महं करहु निवासा ।
जब लगि करौं निशाचर नाशा ॥

তুম পাবক মহঁ করহু নিবাসা।
জব লগি করৌঁ নিশাচর নাশা ॥৩৭॥

তাহাতে হে প্রিয়ে! তুমি অগ্নি মধ্যে বাস করিয়া যত দিন পর্য্যন্ত নিশাচরগণকে নাশ না করি তদবধি আমার কাছে অন্তর্ভূত হইয়া থাক ॥৩৭॥

जबहिं राम सब कहा बखानी ।
प्रभु पद धरि हिय अनल समानी ॥

জবহি রাম সব কহা বখানী।

প্রভু পদ ধরি হিয় অনল সমানী ॥৩৮॥

সীতা, যখন শ্রীরঘুনাথের চরণ কমল হৃদয়ে ধরিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন, তখন অগ্নি শ্রীরামচন্দ্রের সমীপেই অন্তর্ভূত জানকীকে লইয়া রহিল ॥৩৮॥

निज प्रतिबिम्ब राखि तहँ सीता ।

तै सइ शील स्वरूप विनीता ॥

নিজ প্রতিবিম্ব রাখি তহঁ সীতা।

তৈ সই শীল স্বরূপ বিনীতা ॥৩৯॥

তখন জানকীর আপন অংশ আপন প্রতিবিম্ব সদৃশ শোভাশীল গুণবিনীত কহে প্রবীণ কৃপা দয়া যথাতথ্য সেই স্থানে রাখিয়া আজ্ঞানুকূল অগ্নি মধ্যে অন্তর্ধ্যান হইলেন ॥৩৯॥

लछमहुँ यह मर्म न जाना ।

जो कछु चरित रचा भगवाना ॥

লক্ষমহুঁ য়হ মর্ম্ম ন জানা।

জো কছু চরিত রচা ভগবানা ॥৪০॥

হে পার্ব্বতি! ইহার মর্ম্ম লক্ষ্মণ জানেন নাই। যদি বল শ্রীরাচন্দ্রের কোন চরিত লক্ষ্মণের অবিদিত নাই তবে কেমন করিয়া কবি জানিল? কবির হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্র আপন কৃপায জ্ঞাত করাইযা দেন, অপর লক্ষ্মণ এই চরিত জানিলে জানকীর প্রতি ইহাঁর শোচ প্রীতি আর্ত্তা যাইবে বলিযা জানান নাই ॥৪০॥

दशमुख गयउ जहाँ मारीचा ।

नाइ माथ स्वारथ रत नीचा ॥

দশমুখ গয়উ জহঁা মারীচা।
নাই মাথ স্বারথ রত নীচা ॥৪১॥

হে গরুড়! রাবণ মারীচের নিকট গিয়া আপন স্বার্থ সিদ্ধ হেতু মস্তকাবনত করিল। নীচের এই রীতি যে, আপন স্বার্থ যেন তেন প্রকারে সিদ্ধ করিয়া থাকে ॥৫১॥

নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাই।
জিমি অঙ্কুশ ধনু উরগ বিলাই ॥

নবনি নীচ কৈ অতি দুখদাই।
জিমি অঙ্কুশ ধনু উরগ বিলাই ॥৪২॥

হে গরুড়! নীচ প্রাণী আপনা হইতে নূতন ভাবে চলিলে নিশ্চয় দুঃখদায়ী জানিবে। দেখ নীচের নবনীত দুঃখদায়ী হয়। যেমন অঙ্কুশ ধনুক, সর্প ও বিড়ালের॥৪২॥

ভয়দায়ক খলকৈ প্রিয়বানী।
জিমি আকাশকৈ সুমন ভবানী ॥

ভয়দায়ক খল কৈ প্রিয়বানী।
জিমি আকাশকে সুমন ভবানী ॥৪৩॥

হে ভবানি! খলের প্রিয় বচন দুঃখদায়ক হয়। যেমন আকাশের ফুল অর্থাৎ আকাশে ফুল হয় না, তেমনি খলের বচন হিত কর নহে ॥৪৩॥

করি পূজা মারীচ তব সাদর পুঁছী বাত।
কবন হেতু মন ব্যগ্র অতি এক সর আয়হু তাত॥

করি পূজা মারীচ তব সাদর পুঁছী বাত।
কওন হেতু মন ব্যগ্র অতি এক সর আয়হু তাত॥৪৪॥

তারপর মারীচ রাবণের পূজা করিয়া সাদরে জিজ্ঞাসা করিল, হে তাত! আপনার মন ব্যগ্র দেখিতেছি কেন?

এবং কি জন্য আপনি একাকী আসিয়াছেন ? ॥৪৪॥

दशमुख सकल कथा त्यहि आगे।

कही सहित अभिमान अभागे॥

দশমুখ সকল কথা ত্যহি আগে।

কহী সহিত অভিমান অভাগে ॥৪৫॥

অভাগা রাবণ অভিমান ত্যাগ করিয়া মারীচের কাছে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিল ॥৪৫॥

होहु कपट मृग तुम छल कारी।

ज्यहि बिधि हरि आनौं नृपनारी॥

হোহু কপট মৃগ তুম ছল কারী।

জাহি বিধি হরি আনৌঁ নৃপ নারী ॥৪৬॥

হে মারীচ! তুমি কপট মৃগ হইয়া ছলনা করিলে, আমি নৃপ রমণীকে হরণ করিয়া লইয়া আসিব ॥৪৬॥

त्यहं पुनि कहा सुनहु दशशीशा।

ते नर रूप चराचर ईशा॥

ত্যহঁ পুনি কহা সুনহু দশশীশা।

তে নর রূপ চরাচর ঈশা ॥৪৭॥

রাবণের কথা শুনিয়া মারীচ কহিল, হে রাবণ! যাহাকে তুমি নর কহিতেছ তিনি নর রূপ চরাচরের ঈশ্বর ॥৪৭॥

तासों तात बैर नहिं कीजै।

मारे मरिय जियाये जीजै॥

তাসোঁ তাত বৈর নহিঁ কীজৈ।

মারে মরিয জিয়ায়ে জীজৈ ॥৪৮॥

হে তাত! যিনি মারিলে মরিব এবং বাঁচাইলে বাঁ-চিব, তাঁহার সহিত বৈরিতা করা উচিত নহে ॥৪৮॥

মুনি মখ রাখন গযউ কুমারা।
বিন ফর শর রঘুপতি ম্বহিঁ মারা ॥

মুনি মখ রাখন গয়উ কুমারা।
বিন ফর শর রঘুপতি ম্বহিঁ মারা ॥৪৯॥

হে তাত! এই দুই কুমার বিশ্বামিত্রের যজ্ঞ রক্ষা করিতে গিয়াছিল, সেই সময়ে আমাকে ফলক বিনা শর নিঃক্ষেপ করে ॥৪৯॥

শত যোজন আযউ’ ক্ষণ মাহীঁ।
তিন সন বৈর কিযে ভল নাহীঁ ॥

শত যোজন আয়উঁ ক্ষণ মাহীঁ।
তিন সন বৈর কিয়ে ভল নাহীঁ ॥৫০॥

সেই বাণের বেগে ক্ষণমাত্রে শতযোজন দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। হে তাত! তাঁহার সহিত শত্রুতা করা ভাল নহে ॥৫০॥

ভই মম কীট ভৃঙ্গকী নাই।
জহঁ তহঁ মৈঁ দেখোঁ দোউ ভাই ॥

ভই মম কীট ভৃঙ্গকী নাই।
জই তং মৈঁ দেখোঁ দোউ ভাই ॥৫১॥

হে তাত! আমার কীট ভৃঙ্গের ন্যায় হইল। যেখানে সেখানে আমি এই দুই ভাইকে দেখিতেছি ॥৫১॥

জী নর তাত তদপি অতি সূরা।
তিনহিঁ বিরোধ ন আইহিঁ পূরা ॥

জো নর তাত তদপি অতি শূরা।
তিনহিঁ বিরোধ ন আইহি পূরা ॥৫২॥

হে রাবণ! যদি কদাচিৎ ইহাঁকে নর বলিয়া জ্ঞান কর, তথাচ ইনি মহাশূর, ইহাঁর সহিত সংগ্রামে মঙ্গল হই-বেক না ॥৫২॥

জ্যহ্ন তাড়কা সুবাহু
হতি খণ্ডেউ হর কোদণ্ড।
খরদূষণ ত্রিশিরা বধ্যেউ
মনুজ কি অস বরিবণ্ড ॥

জ্যাই তাড়কা সুবাহু হতি খণ্ডেউ হর কোদণ্ড।
খরদূষণ ত্রিশিরা বধ্যেউ মনুজকি অস বরিবণ্ড ॥৫৩॥

হে তাত! যিনি সেনা সহিত ক্ষণ মাত্রে তাড়কা ও সুবাহুকে সংহার করিয়াছেন এবং যিনি হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন অপর সম্প্রতি অসংখ্য যোদ্ধা সহিত খরদূষণ ত্রিশিরাকে নাশ করিয়াছেন, হে তাত! মানব এরূপ বলিষ্ঠ হইতে পারে না ॥৫৩॥

জাহু ভবন কুল কুশল বিচারী।
সুনত জরা দীন্হসি বহু গারী ॥

জাহু ভবন কুল কুশল বিচারী।
সুনত জরা দীন্হসি বহু গারী ॥৫৪॥

হে রাবণ! যদি তুমি আপনার কুশল চাও, তবে ঘরে ফিরিয়া যাও। দশানন এই কথা শুনিয়া ক্রোধে মারীচকে বিস্তর গালি দিতে লাগিল ॥৫৪॥

গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা।
কহু জগ মোহিঁ সমানকো যোধা ॥

গুরু জিমি মূঢ় করসি মম বোধা।

কহু জগ মহিঁ সমানকী যোধা ॥৫৫॥

তখন রাবণ ক্রোধ করিয়া কহিল, রে মূঢ়, তুই গুরুর ন্যায় আমাকে প্রবোধ দিতেছিস্? জগতে কোথাও আমার সমান যোদ্ধা আছে? ॥৫৫॥

তব মারীচ হৃদয় অনুমানা।

নবহিঁ বিরোধে নহিঁ কল্যাণা ॥

তব মারীচ হৃদয় অনুমানা।

নবহিঁ বিরোধে নহিঁ কল্যাণা ॥৫৬॥

তখন মারীচ আপন হৃদয়ে অনুমান করিলেন নব প্রাণীর সহিত বিরোধ করা কল্যাণ কর নহে ॥৫৬॥

শস্ত্রী মর্মী প্রভু শঠ ধনী।

বৈদ্য বন্দি কবি কোবিদ গুনী ॥

শস্ত্রী মর্ম্মী প্রভু শঠ ধনী।

বৈদ্য বন্দি কবি কোবিদ গুনী ॥৫৭॥

সে নয় জন কে যথা শস্ত্রধারী, কপটঘাতী, আপন প্রভু, শঠ, ধনী, বৈদ্য, বন্দী, কবি, পণ্ডিত এই নয় জনের সহিত বিরোধ করিলে হানি হয় ॥৫৭॥ রাবণের এই নয় গুণই ছিল।

উভয় ভাঁতি দেখ্যসি নিজ মরণা।

তব তাক্যসি রঘুনায়ক শরণা ॥

উভয় ভাঁতি দেখ্যসি নিজ মরণা।

তব তাক্যসি রঘুনায়ক শরণা ॥৫৮॥

মারীচ কহিল আমার দুই দিকেই মৃত্যু তখন রঘুনাথের শরণাপন্ন হওয়া ভাল দেখি ॥৫৮॥

उतर देत म्वहिँ बधब अभागे।
कस न मरौँ रघुपति सर लागे॥

উতর দেত ম্বহিঁ বধব অভাগে।
কস ন মরৌঁ রঘুপতি শর লাগে॥৫৯॥

কথার উত্তর দিলে এ অভাগা আমাকে বধ করিবে, ইহাপেক্ষা শ্রীরামচন্দ্রের বাণে কেন না মরি? এই রূপ বিচার করিয়া রাবণের কথায় সম্মত হইল। ইহাঁর চরিত্র কে জানিতে পারে॥৫৯॥

अस जिय जानि दसानन सङ्गा।
चला राम पद प्रेम अभङ्गा॥

অস জিয় জানি দশানন সঙ্গা।
চলা রাম পদ প্রেম অভঙ্গা॥৬০॥

মনে মনে এই রূপ নিশ্চয় জানিয়া মারীচ রাবণের সঙ্গে চলিল, যাহাতে শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে অখণ্ড ভক্তি হয়॥৬০॥

मन अति हर्ष जनावतै नही।
आजु देखिहौँ परम सनेही॥

মন অতি হর্ষ জনাওতে নহী।
আজু দেখিহোঁ পরম সনেহী॥৬১॥

মারীচের মন অতি হর্ষিত, রাবণকে তাহা জানাইল না, মনে মনে কহিল, আজ আমার এই জীবাত্মা পরম স্নেহে শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিবে॥৬১॥

निज परम प्रीतम देखि
लोचन सफल करि सुख पाइ हौं ।
श्री सहित अनुज समेत
कृपानिकेत पद मन लाइहौं ॥

নিজ পরম প্রীতম দেখি লোচন সফল করি পাই হোঁ।
শ্রী সহিত অনুজ সমেত কৃপানিকেত পদ মন লাই হোঁ।৬২

মারীচ আপনা আপনি কহিল এই জীব পরম স্নেহী প্রিয়তম শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া নেত্র সফল ও অতিশয় সুখ প্রাপ্ত হইবে। এবং জানকী অনুজ সহিত শ্রীরামচন্দ্রের পদ কমল যাহা ব্রহ্মা শিব সনকাদি ধ্যান করে সেই পদ আজি মনঃসংযোগ পূর্ব্বক দেখিব ॥৬২॥

निर्वाण दायक क्रोध जाकर
भक्त अवशहि वशकरी ।
निजपाणि शर सन्धानि
सो मोहिं बधिहि सुख सागर हरी ॥

নির্বাণ দায়ক ক্রোধ জাকর ভক্ত অবশহি বশকরী।
নিজপানি শর সন্ধানি সো মোহিঁ বধিহি সুখসাগর হরী॥৬৩॥

নির্ব্বাণ বলে কৈবল্য মোক্ষদায়ক তাহাতে যে ক্রোধ সেই কৈবল্য মুক্তি নিত্য শুদ্ধতা করে তাহাই শ্রীরামের ক্রোধে হয়; সেই রামচন্দ্রকে ভক্তজন ভক্তি করিয়া অবশ্যই বশ করিয়া থাকে। সেই সুখের সাগর শ্রীরামচন্দ্র নিজ হস্তে ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া আমাকে বধ করিলে যোগিজনের যে দুর্লভ গতি তাহাই আমি প্রাপ্ত হইব ॥৬৩॥

মম পাছে ধর ধাবত
ধরে শরাসন বান।
ফিরি ফিরি প্রভুহিঁ
বিলোকিহৌঁ ধন্য ন মহিঁ মম আন ॥

মম পাছে ধর ধাওত ধরে শরাসন বাণ।
ফিরি ফিরি প্রভুহিঁ বিলোকিহোঁ ধন্য ন মহিঁ সম আন॥৬৪॥

যখন আমি মৃগ হইয়া পলায়ন করিব তখন ধনুর্ব্বাণ হস্তে রঘুনাথ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবেন। যাঁহার চরণ প্রাপ্তি হেতু মুনিগণের মন ধাবিত হয সেই চরণ আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইবে। আমি ফিরিযা ফিরিযা অতি সুন্দর গাত্র বার বার অবলোকন করিব, আজ আমার সমান ধন্য কে আছে ? কারণ আমার এই দেহ শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যে লাগিল ॥৬৪॥ ইহা আত্ম সমর্পণ শরণাগত ভক্তি ॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামাযণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে রাবণ মারীচ বার্ত্তা বর্ণন।

ত্যহি বন নিকট দশানন গযউ।
তব মারীচ কপট মৃগ ভযউ ॥

ত্যহি বন নিকট দশানন গযউ।
তব মারীচ কপট মৃগ ভযউ ॥১॥

শ্রীরামচন্দ্রের কপট মৃগ মারীচ বধ, রাবণ যোগি বেশ ধারণ করিযা সীতা হরণ, সীতার রোদন দেখিযা রাবণের সহিত জটাযুর যুদ্ধ, রাবণ কর্ত্তৃক জটাযুর পক্ষবধ, পর্ব্বতে কপিগণকে দেখিয়া সীতার পট নিঃক্ষেপ।

হে পার্ব্বতি! এই রূপ বিচার করিয়া রাবণের সঙ্গে পঞ্চবটী বনে গিয়া মারীচ কপট মৃগ হইল ॥১॥

অতি বিচিত্র কছু বরণি ন জাই।
কনক দেহ মণি রচী বনাই ॥

অতি বিচিত্র কছু বরণি ন জাই।
কনক দেহ মণি রচী বনাই ॥২॥

সোনার দেহে মণি খচিত, অতি বিচিত্র, পরম সুন্দর, তাহা বর্ণন করা যায় না ॥২॥

সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা।
অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর রেখা ॥

সীতা পরম রুচির মৃগ দেখা।
অঙ্গ অঙ্গ সুমনোহর রেখা ॥৩॥

জানকী একপ সর্ব্বাঙ্গ সুমনোহর রেখা বিশিষ্ট পরম সুন্দর মৃগকে দেখিয়া ॥৩॥

সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা।
যহি মৃগ কর অতি সুন্দর ছালা ॥

সুনহু দেব রঘুবীর কৃপালা।
এহি মৃগ কর অতি সুন্দর ছালা ॥৪॥

কহিল, হে দেব! দয়াল! রঘুবীর, শ্রবণ করুন্! এই মৃগের চর্ম্ম অতি সুন্দর ॥৪॥

সত্যসন্ধ প্রভু বধ করি যেহী।
আনহু চর্ম কহতি বৈদেহী ॥

সত্যসন্ধ প্রভু বধ করি এহী।
আনহু চর্ম্ম কহতি বৈদেহি ॥৫॥

হে পার্ব্বতি! জানকী কহিলেন, হে প্রভো! সত্য

সঙ্কল্প ইহাকে বধ করিয়া চর্ম্ম আনিয়া দিউন ॥৫॥ সত্য সন্ধ ধ্বনি মাত্র।

तब रघुपति जाना सब कारन।
उठे हर्षि सुरकाज संवारन॥

তব রঘুপতি জানা সব কারণ।
উঠে হর্ষি সুরকাজ সঁওয়ারন ॥৬॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র সমুদায় কারণ জানিতে পারিয়া আনন্দে দেবগণের কার্য্য সম্পাদন হেতু উঠিলেন ॥৬॥

मृग बिलोकि कटि परिकर बान्धा।
करतल चाप रुचिर सर सान्धा॥

মৃগ বিলোকি কটি পরিকর বান্ধা।
করতল চাপ রুচির শর সান্ধা ॥৭॥

তার পর মৃগকে দেখিয়া রঘুবীর কটিতে তূণ বাঁধিয়া হস্তে মনোমত ধনুর্ব্বাণ লইয়া ॥৭॥

प्रभु लछमणहिं कहा समुझाइ।
फिरत बिपिन निसिचर बहु भाइ॥

প্রভু লক্ষ্মণহিঁ কহা সমুঝাই।
ফিরত বিপিন নিশিচর বহু ভাই ॥৮॥

লক্ষ্মণকে বুঝাইয়া কহিল, ভাই! বনে অনেক নিশাচর বেড়াইয়া থাকে ॥৮॥

सीता केरि करेहु रखवारी।
बुधि बिबेक बल समय बिचारी॥

সীতা কেরি করেহু রখওয়ারী।
বুধি বিবেক বল সময় বিচারী ॥৯॥

তাহাতে তুমি আপন বুদ্ধি বিবেক বল ও সময় বিচার করিয়া জানকীকে রক্ষা করিও, কারণ এই কাঞ্চন মৃগে অনেক কারণ হইয়া উঠিবে ॥৯॥

প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী।
ধায়ে রাম শরাসন সাজী॥

প্রভুহি বিলোকি চলা মৃগ ভাজী।
ধায়ে রাম শরাসন সাজী ॥১০॥

তার পর হে পার্ব্বতি! প্রভুকে দেখিয়া মৃগ পলাইতে লাগিল। শ্রীরামচন্দ্র ধনুর্ব্বাণ হস্তে মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল ॥১০॥

নিগম নেতি শিব পার ন পাবা।
মায়া মৃগ পাছে সো ধাবয়া॥

নিগম নেতি শিব পার ন পাওয়া।
মাযা মৃগ পাছে স্বই ধাওযা ॥১১॥

দেখ যাঁহাকে নিগমে নেতি নেতি করিয়া পার এবং শিব আদির ধ্যানেও আসেন না তিনি মায়া মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন ॥১১॥

কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাই।
কবহুঁক প্রকট কবহুঁ দুরি জাই॥

কবহুঁ নিকট পুনি দূরি পরাই।
কবহুঁক প্রকট কবহুঁ দুরি জাই ॥১২॥

মৃগ কখন দূরে পলাইয়া যায় কখন নিকটে আইসে কখন দেখা দেয় কখন লুক্কায়িত হয় ॥১২॥

প্রকটত দুরত করত ছল ভূরী।
যহি বিধি প্রভুহিং গয়ো লৈ দূরী॥

প্রকটিত দুরত করত ছল ভূরী।
এহি বিধি প্রভুহিঁ গয়ো লৈ দূরী ॥১৩॥
মৃগ অনেক প্রকার ছল করিয়া প্রভুকে দূরে লই
গেল ॥১৩॥

তব তকি রাম কঠিন শর মারা।
ধরণি পরউ করি ঘোর চিকারা ॥

তব তকি রাম কঠিন শর মারা।
ধরণি পরউ করি ঘোর চিকারা ॥১৪॥
তার পর শ্রীরামচন্দ্র মৃগকে লক্ষ্য করিয়া কঠিন বাণ মারিলেন। তখন ভয়ঙ্কর চীৎকার করিয়া মারীচ ভূতলে পতিত হইল ॥১৪॥

লক্ষ্মণ কর প্রথমহিঁ লৈ নামা।
পাছে সুমিরেসি মন মহঁ রামা ॥

লক্ষ্মণ কর প্রথমহিঁ লৈ নামা।
পাছে সুমিরেসি মন মহঁ রামা ॥১৫॥
মারীচ প্রথমে লক্ষ্মণের নাম উচ্চারণ করিয়া পরে শ্রীরামচন্দ্রের নাম মনোমধ্যে স্মরণ করিল ॥১৫॥
লক্ষ্মণ সকল জীবের আচার্য্য বলিয়া প্রথমে শরণাগত হইল, কারণ আচার্য্য শরণ বিনা পরমেশ্বর জীবকে গ্রহণ করেন না।

প্রাণ তজত প্রকটেসি নিজ দেহা।
সুমিরেসি রাম সমেত নেহা ॥

প্রাণ তজত প্রকট্যাসি নিজ দেহা।
সুমিরয়সি রাম সমেত নেহা ॥১৬॥
মারীচ প্রাণ ত্যাগ করিবার সময়ে আপনার নিজ

রূপ ধারণ করিল। এবং সস্নেহে শ্রীরামের মূর্ত্তি স্মরণ করিল ॥১৬॥

অন্তর প্রেম তাসু পহিঁচানা।
মুনি দুর্লভ গতি দীন্হ সুজানা ॥

অন্তর প্রেম তাসু পহিঁচানা।
মুনি দুর্লভ গতি দীনূহ সুজানা ॥১৭॥

তখন অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র মারীচের অন্তর্গত প্রেম দেখিয়া মুনিগণের যে দুর্লভ গতি তাহাই তাহাকে প্রদান করিলেন ॥১৭॥

বিপুল সুমন সুরবর্ষহিঁ গাবহিঁ প্রভুগুণ গাথ।
নিজ পদ দীন অসুর কহঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ ॥

বিপুল সুমন সুরবর্ষহি গাওহিঁ প্রভুগুণ গাথ।
নিজ পদ দীন অসুর কইঁ দীনবন্ধু রঘুনাথ ॥১৮॥

সেই সময়ে হে পার্ব্বতি! দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি ও শ্রীরামচন্দ্রের গুণ গান করিতে লাগিলেন। দেখ, দীনবন্ধু দয়া করিয়া এ রূপ অসুরকে আপন পদ অর্থাৎ মোক্ষ পদ প্রদান করিলেন ॥১৮॥

খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা।
সোহ চাপ কর কটি তুণীরা ॥

খল বধি তুরত ফিরে রঘুবীরা।
সোহ চাপ কর কটি তূণীরা ॥১৯॥

রঘুনাথ মারীচকে বধ করিয়া সত্বর ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার কটিতে তূণীর ও হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভিত ছিল ॥১৯॥

आरत गिरा सुनि जब सीता।
कह लछमण सन परम सभीता॥
আরত গিরা সুনি জব সীতা।
কহ লক্ষ্মণ সন পরম সভীতা ॥২০॥

মারীচ যখন প্রথমে লক্ষ্মণের নাম গ্রহণ করিল তখন জানকী আর্ত্ত বাণী শুনিয়া অত্যন্ত ভয় যুক্ত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন ॥২০॥

जाहु वेग सङ्कट अति भ्राता।
लछमण विहंसि कहा सुनु माता॥
জাহু বেগ সঙ্কট অতি ভ্রাতা।
লক্ষ্মণ বিহঁসি কহা সুনু মাতা ॥২১॥

তোমার ভ্রাতা সঙ্কটে পড়িয়া তোমাকে ডাকিতেছে তুমি শীঘ্র যাও। তখন লক্ষ্মণ হাঁসিয়া কহিলেন, হে মাতঃ! শ্রবণ করুন্ ॥২১॥

भृकुटि विलास सृष्टि लय होइ।
सपन्यहु सङ्कट परै कि सोइ॥
ভৃকুটি বিলাস সৃষ্টি লয় হোই।
সপন্যহু সঙ্কট পরৈ কি সোই ॥২২॥

যে শ্রীরামচন্দ্রের ভৃকুটী বিলাসে অনেক ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি পালন প্রলয় হইতেছে, স্বপ্নেও কি সে রামচন্দ্র সঙ্কটে পড়িতে পারেন? ॥২২॥

मर्म वचन सीता तब बोली।
हरि प्रेरित लछमण मति डोली॥
মর্ম বচন সীতা তব বোলী।
হরি প্রেরিত লক্ষ্মণ মতি ডোলী ॥২৩॥

এই কথা শুনিয়া জানকী লক্ষ্মণকে মর্ম্মভেদী কথা বলিলেন। তোমার মনে আমাকে লইবার ইচ্ছা এই কথায় লক্ষ্মণের মন বিচলিত হইল ॥২৩॥

বন দিশি দেব সৌঁপি সব কাহু।
চলে জহাঁ রাবণ শশি রাহু ॥

বন দিশি দেব সৌঁপি সব কাহূ।
চলে জহঁা রাবণ শশি রাহূ ॥২৪॥

তার পর লক্ষ্মণ জানকীকে বন, দিক্ ও দেবগণের উপর সমর্পণ করিয়া রাবণ শশিকে সম্পূর্ণ গ্রাসকারী রাহু যিনি শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার কাছে চলিলেন ॥২৪॥

শূন্য বীচ দশকন্ধর দেখা।
আবা নিকট যতীকে ভেখা ॥

শূন্য বীচ দশকন্ধর দেখা।
আওয়া নিকট যতীকে ভেখা ॥২৫॥

হে পার্ব্বতি! লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের নিকট গমন করিলে শূন্য স্থান দেখিয়া রাবণ সন্ন্যাস বেষ ধারণ করিয়া জানকীর নিকট গমন করিল ॥২৫॥

জাকে ডর সুর অসুর ডরাহীঁ।
নিশি ন নীঁদ দিন অন্ন ন খাহীঁ ॥

জাকে ডর সুর অসুর ডরাহীঁ।
নিশি ন নীঁদ দিন অন্ন ন খাহীঁ ॥২৬॥

হে পার্ব্বতি! এই রাবণের ভয়ে সুরাসুরেরা রাত্রিতে নিদ্রা ও দিবসে ভোজন করিতে পারিত না ॥২৬॥

সো দশশীশ স্বানকী নাঈ।
ইত উত চিতৈ চলা ভড়িকাঈ ॥

সো দশশীশ শ্বানকী নাই।
ইত উত চিতৈ চলা ভড়িকাই ॥২৭॥
সেই রাবণ বাজপক্ষীর ন্যায় শ্রীরাম লক্ষ্মণ আসিতেছে কিনা চারিদিক্ দেখিযা চলিতে লাগিল ॥২৭॥

তুমি কুপন্থ পগ দেত খগেশা।
রহ ন তেজ তনু বুধি লব লেশা॥

ইমি কুপন্থ পগ দেত খগেশা।
বহ ন তেজ তনু বুধি লব লেশা ॥২৮॥
হে গরুড়! শ্বান সদৃশ কুপথে রাবণ পদক্ষেপ করিতেছে তাহাতে লক্ষ্মণের শারীরিক তেজ বল বুদ্ধি নাশ হইল ॥২৮॥

নানা বিধি করি কথা সুনাই।
রাজ নীতি ভয় প্রীতি দেখাই॥

নানা বিধি কহি কথা সুনাই।
রাজ নীতি ভয় প্রীতি দেখাই ॥২৯॥
তখন রাবণ নানা প্রকার কথা শুনাইল এবং রাজ নীতি ভয় প্রীতি দেখাইতে লাগিল ॥২৯॥

কহ সীতা সুনু যতী গোসাইঁ।
বোলহু বচন দুষ্টকী নাইঁ॥

কহ সীতা সুনু যতী গোসাইঁ।
বোলহু বচন দুষ্টকী নাই ॥৩০॥
তার পর জানকী কহিলেন, হে যতি গোসাই! তুমিত সন্ন্যাসী কিন্তু দুষ্টের ন্যায কথা কহিতেছ ॥৩০॥

তব রাবণ নিজ রূপ দেখাবা।
ভই সভয় জব নাম সুনাবা॥

তব রাবণ নিজরূপ দেখাওয়া।
ভই সভয় জব নাম সুনাওয়া ॥৩১॥

তখন রাবণ নিজ রূপ ধরিয়া কহিল, আমি রাবণ, এই কথা শুনিয়া জানকী ভীত হইলেন ॥৩১॥

কহ সীতা ধরি ধীরজ গাঢ়া।
আয় গয়ে প্রভু রহু খল ঠাঢ়া ॥

কহ সীতা ধরি ধীরজ গাঢ়া।
আয় গয়ে প্রভু রহু খল ঠাঢা ॥৩২॥

সীতা গাঢ় ধৈর্য্য ধরিয়া রাবণকে কহিলেন, হে খল! কিছুক্ষণ থাক্, প্রভুকে আসিতে দে, তখন তোর খলত্ব দূরহইয়া যাইবে ॥৩২॥

জিমি হরি বধুহি ক্ষুদ্র শশ চাহা।
ভয়সি কাল বশ নিশিচর নাহা ॥

জিমি হরি বধুহি ক্ষুদ্র শশ চাহা।
ভয়সি কাল বশ নিশিচর নাহা ॥৩৩॥

হে নিশাচরনাথ! এখন আমি জানিলাম তোর কালবশে মতি ভ্রষ্ট হইয়াছে, তাই তুই আমাকে চাহিস্। যেমন শশক সিংহকে বধ করিতে চাহে ॥৩৩॥

সুনত বচন দশশীশ রিসানা।
মন মহঁ চরণ বন্দি সুখ মানা ॥

সুনত বচন দশশীশ রিসানা।
মন মহঁ চরণ বন্দি সুখ মানা ॥৩৪॥

জানকীর এই কথা শুনিয়া প্রকাশ্যে অত্যন্ত ক্রোধ করিতে লাগিল কিন্তু অন্তঃকরণে জানকীর চরণ বন্দনা করিয়া সুখ প্রাপ্ত হইল ॥৩৪॥

ক্রোধবন্ত তব রাবণ লীন্‌হসি রথ বৈঠাই।
চলা গগন পথ আতুর ভয় রথ হাঁকি ন জাই॥

ক্রোধবন্ত তব রাবণ লীন্‌হসি রথ বৈঠাই।
চলা গগন পথ আতুর ভয় রথ হাঁক ন জাই॥৩৫॥

তার পর ক্রোধান্বিত রাবণ সীতাকে রথে বসাইয়া গগন পথে লইয়া চলিল। ভয়ে আকাশ পথে রথ দ্রুত চলিল না॥৩৫॥

হা জগদীশ বীর রঘুরায়া।
কহি অপরাধ বিসারেহু দায়া॥

হা জগদীশ বীর রঘুরায়া।
কহি অপরাধ বিসারেহু দায়া॥৩৬॥

জানকি হা রঘুনাথ! হা বীর! কোন্ অপরাধে দয়া ত্যাগ করিলেন এই বলিয়া চীৎকার করিতেং চলিলেন॥৩৬

আরত হরণ শরণ সুখদায়ক।
হা রঘুকুল সরোজ দিননায়ক॥

আরত হরণ শরণ সুখদায়ক।
হা রঘুকুল সরোজ দিননায়ক॥৩৭॥

হে আর্ত্ত হরণ শরণাগতের সুখদায়ক! হা রঘুকুল কমল দিনেশ! কি কারণে আমার প্রতি রাগ করিলে? ॥৩৭॥

হা লক্ষ্মণ তুম্‌হার নহিঁ দোষা।
সো ফল পায়উঁ কীন্‌হউঁ রোষা॥

হা লক্ষ্মণ তুম্‌হার নহিঁ দোষা।
সো ফল পায়উঁ কীন্‌হউঁ রোষা॥৩৮॥

হা লক্ষ্মণ! তোমার কোন দোষ নাই। আমার তির-

স্কারে তুমি যে রাগ করিয়াছিলে তাহার এই ফল পাইলাম ॥৩৮॥

বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী।
ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী॥

বিবিধ বিলাপ করতি বৈদেহী।
ভূরি কৃপা প্রভু দূরি সনেহী ॥৩৯॥

হে পার্ব্বতি! বৈদেহি অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে প্রভো! আমার প্রতি আপনার যথেষ্ঠ কৃপা স্নেহ ছিল তাহা আমা হইতে কেন দূর হইল ॥৩৯॥

বিপতি মেরি কো প্রভুহি সুনাবা।
পুরো ডাস চহ রাসভ খাবা॥

বিপতি মেরি কো প্রভুহি সুনাওয়া।
পুরো ডাস চহ রাসভ খাওয়া ॥৪০॥

হে প্রভো! আমার বিপদ তোমাকে কে শুনাইবে। দেখ এ বড় আশ্চর্য্য, দেবতাগণের যজ্ঞ ভাগ গাধায় খাইতে চাহে ॥৪০॥

সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী।
ভয়ে চরাচর জীব দুখারী॥

সীতা কৈ বিলাপ সুনি ভারী।
ভয়ে চরাচর জীব দুখারী ॥৪১॥

সীতার অত্যন্ত বিলাপ শুনিয়া চরাচরের সমুদায় জীব দুঃখিত হইল ॥৪১॥

এই কালীন গাছের ফল ফুল পাতা ঝরিয়া গেল, প্রস্তরাদি গরম হইয়া উঠিল, জীব মাত্র আহার ত্যাগ করিল।

गृध्रराज सुनि आरत बानी।
रघुकुल तिलक नारि पहिचानी॥

গৃধ্ররাজ সুনি আরত বানী।
রঘুকুল তিলক নারি পহিচানী ॥৪২॥

গৃধ্ররাজ জটায়ু আর্ত্তবানী শ্রবণ করিয়া চিনিতে পারিল যে, রঘুকুল তিলক শ্রীরামচন্দ্রের নারী ॥৪২॥

কারণ পঞ্চবটী বনে আসিলে প্রথমে শ্রীরাম জানকী লক্ষ্মণের সহিত মিলন হয় ॥৪২॥

अधम निशाचर लीन्हें जाइ।
जिमि मलेच्छ बश कपिला गाइ॥

অধম নিশাচর লীন্হেঁ জাই।
জিমি মলেচ্ছ বশ কপিলা গাই ॥৪৩॥

জটায়ু বিবেচনা করিল কি অধম নিশাচর জানকীকে লইয়া যাইতেছে। যেমন যবনের বশে কপিলা গাভি পতিত হয় ॥৪৩॥

सीता पुत्रि करसि जनि त्रासा।
करिहौं यातुधान कर नाशा॥

সীতা পুত্রি করসি জনি ত্রাসা।
করিহোঁ যাতুধান কর নাশা ॥৪৪॥

হে সীতা! হে পুত্রি! কিছুমাত্র চিন্তা করিওনা, শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে বিনাশ হইবে ॥৪৪॥

धाये क्रोधवन्त खग कैसे।
छूटे पवि पर्ब्बत पहं जैसे॥

ধায়ে ক্রোধন্ত খগ কৈসে।
ছুটৈ পবি পর্ব্বত পই জৈসে ॥৪৫॥

হে পার্ব্বতি ! যেমন পর্ব্বতের উপরে তেজে বজ্রপাত হয়। সেই মত গৃধ্ররাজ রাবণের উপর ধাবিত হইল ॥৪৫॥

রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী।

নির্ভয় চল্যসি ন জান্যসি মোহী ॥

রে রে দুষ্ট ঠাঢ় কিন হোহী।

নির্ভয় চল্যসি ন জান্যসি মোহী ॥৪৬॥

জটায়ু কহিল, রে রে দুষ্ট ! দাঁড়াইস না কেন, তুই নির্ভয়ে চলিয়া যাইতেছিস্, আমাকে জানিস না ? ॥৪৬॥

আবত দেখি কৃতান্ত সমানা।

ফিরি দশকন্ধর কর অনুমানা ॥

আওত দেখি কৃতান্ত সমানা।

ফিরি দশকন্ধর কর অনুমানা ॥৪৭॥

রাবণ গৃধ্রকে কাল সমান আসিতে দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করিল ॥৪৭॥

কী মৈনাক কি খগপতি হোই।

মম বল জান সহিত পতি সোই ॥

কী মৈনাক কি খগপতি হোই।

মম বল জান সহিতপতি সোই ॥৪৮॥

কি এ তো মৈনাক পর্ব্বত নহে, না গরুড়, কারণ আমার পরাক্রম সহিতপতি অর্থাৎ বিষ্ণু জানে ॥৪৮॥

কোন সময়ে রাবণের সহিত গরুড়ারোহণে বিষ্ণুর সহ যুদ্ধ হয় অপর কোন কালে মৈনাক পর্ব্বতের সহিত হয় এই জন্য ভয়যুক্ত কহিল।

জানা জঠর জটায়ু এহা।

মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা ॥

জানা জঠর জটায়ু এহা।
মম কর তীরথ ছাঁড়িহি দেহা ॥৪৯॥

তখন রাবণ জানিল যে, বৃদ্ধ জটায়ু আমাকে তীর্থ জানিয়া দেহ ত্যাগ করিবে ॥৪৯॥

সুনত গৃধ্র ক্রোধাতুর ধাবা।
কহ সুনু রাবণ মোর সিখাবা ॥

সুনত গৃধ্র ক্রোধাতুর ধাওয়া।
কহ সুন রাবণ মোর সিখাওয়া ॥৫০॥

রাবণের কথা শুনিয়া আতুর গৃধ্ররাজ ক্রোধ পূর্ব্বক ধাইয়া আসিয়া বলিল কি, রে দুষ্ট! আমার শিক্ষা শোন ॥৫০॥

তজি জানকী কুশল গৃহ জাহূ।
নাহিঁত অস হোইহি বহু বাহূ ॥

তজি জানকী কুশল গৃহ জাহূ।
নাহিঁত অস হোইহি বহু বাহূ ॥৫১॥

যদি ভাল চাহিস্ তো জানকীকে ছাড়িয়া দিয়া ঘরে চলিয়া যা, নচেৎ হে বহুবাহো! তোর এই হাল হইবে? ॥৫১॥

রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা।
হোইহি সকল সলভ কুল তোরা ॥

রাম রোষ পাবক অতি ঘোরা।
হোইহি সকল সলভ কুল তোরা ॥৫২॥

অগ্নি রূপ শ্রীরামচন্দ্রের ক্রোধে পতঙ্গ সমান তুই সবংশে ভস্ম হইয়া যাইবি ॥৫২॥

ভতর ন দেত দশানন যোধা ।
তবহিঁ গৃধ ধাবা করি ক্রোধা ॥

উত্তর ন দেত দশানন যোধা ।
তবহিঁ গৃধ্র ধাওয়া করি ক্রোধা ॥৫৩॥

গৃধ্ররাজের কথা শুনিয়া রাবণ আপন বলের অভি-মানে উত্তর দিল না, তখন জটায়ু ক্রোধ করিয়া ধাবিত হইল ॥৫৩॥

ধরি কচ বিরথ কীনৃহ মহি গিরা ।
সীতহিঁ রাখি গৃধ পুনি ফিরা ॥

ধরি কচ বিরথ কীনৃহ মহি গিরা ।
সীতহিঁ রাখি গৃধ্র পুনি ফিরা ॥৫৪॥

এবং ঠোঁঠে ধরিয়া রাবণকে রথ হইতে ভূতলে ফে-লিয়া দিয়া সীতাকে রাখিয়া রাবণের কাছে আসিয়া॥৫৪॥

চোঁচন মারি বিদারিসি দেহীঁ ।
দণ্ড এক ভই মুর্চ্ছা তেহী ॥

চোঁচন মারি বিদারিসি দেহীঁ ।
দণ্ড এক ভই মূর্চ্ছা তেহীঁ ॥৫৫॥

নখাঘাতে দেহ বিদীর্ণ করিয়া দিলে এক দণ্ড কাল রাবণ মুর্চ্ছিত হইযা রহিল ॥৫৫॥

তব সক্রোধ নিশিচর খিসিয়ানা ।
কাঢ্যসি পরম করাল কৃপাণা ॥

তব সক্রোধ নিশিচর খিসিয়ানা ।
কাঢ্যসি পরম করাল কৃপাণা ॥৫৬॥

তখন রাবণ উঠিয়া ক্রোধে তীক্ষ্ণ খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক জটায়ুকে কাটিতে উদ্যত হইল ॥৫৬॥

काट्यसि पङ्ख परा खग धरणी।
सुमिरि रामकैं अद्भुत करणी॥

কাট্যসি পঙ্খ পরা খগ ধরণী।
সুমিরি রামকৈ অদ্ভুত করণী ॥৫৭॥

রাবণ গৃধ্ররাজকে বিনাশ না করিয়া দুই পাখা কাটিয়া দিল। কারণ রঘুনাথকে আমার কর্ত্তব্য বলিবে। জটায়ু এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়া পক্ষ হীন হইয়া ভূতলে পড়িয়া শ্রীরামের নাম হৃদয়ে স্মরণ করিতে লাগিল ॥৫৭॥

सीतहिं यान चढ़ाइ बहोरी।
चला उताइल त्रास न थोरी॥

সীতহিঁ যান চঢাই বহোরী।
চলা উতাইল ত্রাস ন থোরী ॥৫৮॥

তার পর সীতাকে রথে চড়াইয়া মনে মনে ভীত হইয়া চলিতে লাগিল ॥৫৮॥

करति बिलाप जाति नभ सीता।
व्याध बिबस जनु मृगी सभीता॥

করতি বিলাপ জাতি নভ সীতা।
ব্যাধ বিবশ জনু মৃগী সভীতা ॥৫৯॥

ব্যাধ হস্তে মৃগ পতিতের ন্যায় সীতা ভীত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে গমন করিলেন ॥৫৯॥

गिरि पर बैठे कपिन निहारी।
कहि हरि नाम दीन्ह पट डारी॥

গিরি পর বৈঠে কপিন নিহারী।
কহি হরি নাম দীনহ পট ডারী ॥৬০।

পথি মধ্যে ঋষ্যমুখ পর্ব্বতে কপিগণ বেষ্টিত সুগ্রীব বসিয়াছিল, জানকীর আর্ত্ত বচন শুনিয়া হে রাম! হে রাম! বলিলে জানকী এই কথা শুনিয়া কোন শ্রীরাম ভক্ত জানিয়া পট নিঃক্ষেপ করিলেন ॥৬০॥

एहि बिधि सीतहिं सो लै गयउ।

बन अशोक महँ राखत भयउ ॥

এহি বিধি সীতহিঁ সো লৈ গয়উ।

বন অশোক মহঁ রাখত ভয়উ ॥৬১॥

রাবণ এই রূপে সীতাকে লইয়া অশোক বনে রাখিয়া আপন গৃহে গমন করিল ॥৬১॥

हारि परा खल बहुत बिधिभयअरु प्रीति देखाइ।

तब अशोक पादप तरे राख्यसि यतन कराइ ॥

হারি পরা খল বহুত বিধি ভয় অরু প্রীতি দেইাই।

তব অশোক পাদপ তরে রাখ্যসি যতন করাই।৬২॥

তার পর রাবণ আসিযা সীতাকে অনেক প্রকার ভয় প্রীতি দেখাইলেও সীতা কিছুতেই নত না হইলে বিফল যত্ন বুঝিযা সীতাকে অশোক বনে সযত্নে রাখিয়া পুনরায় আপন গৃহে গমন করিল ॥৬২॥

ज्यहि बिधि कपट कुरङ्ग संग धाइ चले स्रीराम।

सो छबि सीता राखि उर रटति रहति प्रभु नाम ॥

জ্যহি বিধি কপট কুরঙ্গ সঁগ ধাই চলে শ্রীরাম।

সো ছবি সীতা রাখি উর রটতি রহতি প্রভু নাম ॥৬৩॥

তার পর জানকী যে রূপে শ্রীরামচন্দ্র মায়া মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন সেই ছবি হৃদয়ে রাখিয়া শ্রীরাম নাম জপ করিতে লাগিলেন ॥৬৩॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে জটায়ু জানকী বিরহ বর্ণন।

রঘুপতি অনুজহি আবত দেখী।
বাহিজ চিন্তা কীন বিশেষী॥

রঘুপতি অনুজহি আওত দেখী।
বাহিজ চিন্তা কীন বিশেষী ॥১॥

শোকান্বিত শ্রীরাম লক্ষ্মণের সীতান্বেষণ এবং
গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকট গমন।

হে পার্ব্বতি! রঘুনাথ ভাইকে আপনার নিকট আসিতে দেখিযা প্রকাশ্যে আপন লীলা পুর্ব্বক বিশেষ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥১॥

জনকসুতা পরিহরেউ অকেলী।
আয়হু তাত বচন মম পেলী॥

জনকসুতা পরিহরেউ অকেলী।
আযহু তাত বচন মম পেলী ॥২॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে ভাই! আমার কথা রক্ষা না করিয়া একাকী জনকসুতাকে ছাড়িয়া আ‍িয়া ভাল কর নাই।২॥

নিশিচর নিকর ফিরহি বন মাহীঁ।
মম মন আশ্রম সীতা নাহীঁ॥

নিশিচর নিকর ফিরহি বন মাহীঁ।
মম মন আশ্রম সীতা নাহীঁ ॥৩॥

আমার মনে হইতেছে যে, সীতা আশ্রমে নাই, কারণ

বনে অনেক নিশাচর কিরিয়া থাকে, বোধ হয় সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥৩॥

गहि पद कमल अनुज कर जोरी ।
कह्यउ नाथ कछु मोहिं न खोरी ॥

গহি পদ কমল অনুজ কর জোরী।
কহ্যউ নাথ কছু মোহিঁ ন খোরী ॥৪॥

তখন লক্ষ্মণ শ্রীরামচন্দ্রের চরণে পতিত হইয়া জোর হাতে কহিল, হে তাত! আমার কোন অপরাধ নাই ॥৪॥

अनुज समेत गये प्रभु तहँवां ।
गोदावरि तट आस्रम जहँवां ॥

অনুজ সমেত গয়ে প্রভু তইঁওয়া।
গোদাবরি তট আশ্রম জহঁওয়া ॥৫॥

তার পর শ্রীরামচন্দ্র ভ্রাতা সহ গোদাবরী তীরে আপন আশ্রমের দিকে গমন করিলেন ॥৫॥

आस्रम देखि जानकी हीना ।
भये व्याकुल जस प्राकृत दीना ॥

আশ্রম দেখি জানকী হীনা।
ভয়ে ব্যাকুল জস প্রাকৃত দীনা ॥৬॥

শ্রীরামচন্দ্র জানকী বিহীন আশ্রম দেখিয়া প্রকৃত মানবের ন্যায় ভয়ে ব্যাকুল হইলেন ॥৬॥

हा गुण खानि जानकी सीता ।
रूप शील व्रत नेम पुनीता ॥

হা গুণ খানি জানকী সীতা।
রূপ শীল ব্রত নেম পুনীতা ॥৭॥

হা গুণের আকর! হে জানকী! হে সীতা! হে জনক

তনয়া ! হে মৈথিলী ! হে প্রাণপ্রিয়া ! রূপ শীল ব্রত এবং নিয়মের অতি পবিত্রা ॥৭॥

এখানে বিয়োগ শৃঙ্গার রস জানিবে। শ্রীরামের বিরহ জানিবে। সীতা জানকী ইত্যাদি পুনরুক্তি।

লক্ষ্মণ সমুঝায়ে বহু ভাঁতী।
পুঁছত চলে লতা তরু পাতী ॥

লক্ষ্মণ সমুঝায়ে বহু ভাঁতী।
পুঁছত চলে লতা তরু পাতী ॥৮॥

লক্ষ্মণ রঘুনাথকে নানা প্রকারে বুঝাইতে লাগিলেন। হে নাথ! কি জন্য শোক করিতেছেন, পর্ব্বত গহ্বরে জলে স্থলে ত্রৈলোক্য ব্রহ্মাণ্ড কোষ মধ্যে যেখানে জানকী হন্ সেই খান হইতে লইয়া আসিব। আপনার আজ্ঞা পাইলে এক বাণে ত্রিলোক ভস্ম করিয়া ফেলিব এবং জানকীকে আনিয়া দিব। তখন শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন ইহার একটি কথাও আমার মনে লাগে না এই বলিয়া রঘুনাথ লতা, বৃক্ষ, বিহঙ্গ, মধুকর, মৃগ সকলকে জানকীরে কি দেখিয়াছ এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন ॥৮॥

হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেণী।
তুম দেখী সীতা মৃগনয়নী ॥

হে খগ মৃগ হে মধুকর শ্রেণী।
তুম দেখী সীতা মৃগনয়নী ॥৯॥

হে বিহঙ্গ! হে মৃগ! হে মধুকরগণ! তোমরা কি আমার প্রাণপ্রিয়া মৃগনয়নী সীতাকে দেখিয়াছ? ॥৯॥

খঞ্জন শুক কপোত মৃগ মীনা ।
মধুপ নিকর কোকিলা প্রবীনা ॥

খঞ্জন শুক কপোত মৃগ মীনা ।
মধুপ নিকর কোকিলা প্রবীণা ॥১০॥

শ্রীরামচন্দ্র বিরহ সংযুক্ত হইয়া কহিতেছেন, হে জনকনন্দিনি ! খঞ্জননয়নি ! শুকনাসিকে ! কপোত-গ্রীবে ! মৃগনয়নি ! ঐ দীর্ঘ নেত্র মীন বলে চপল, তোমার ভ্রমর সদৃশ ভ্রুকুটী এবং কোকিলের সম বাক্যে প্রবীণ ॥১০॥

এখানে উপমেয় লুপ্তালঙ্কার জানিবে।

কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী ।
কমল শরদ শশি অহি ভামিনী ॥

কুন্দ কলী দাড়িম দামিনী।
কমল শরদ শশি অহি ভামিনী ॥১১॥

তোমার দন্ত গুলিন কুন্দ ফুলের কলি সদৃশ উজ্জ্বল এবং দাড়িমের দানার ন্যায় অরুণ বর্ণ যেন বিদ্যুতের দ্যুতি হরণ করিতেছে এরূপ দেহ। নয়ন দুটি যেন শরৎ কালের পদ্ম ফুলের সম। মুখ শরতের পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় অপর সর্পের কুণ্ডলীর ন্যায় বেণী বিনাইয়া আছে ॥১১॥

বরুণ পাশ মনোজ ধনু হংসা ।
গজ কেহরি নিজ সুনত প্রশংসা ॥

বরুণ পাশ মনোজ ধনু হংসা ।
গজ কেহরি নিজ সুনত প্রশংসা ॥১২॥

সেই জানকীর কটাক্ষ বরুণের পাশ সদৃশ, নাভি কামের ধনুক সম বক্র, বাঁকা ভ্রুকুটী, চলন হংসের সমান

কিন্তু বিবেক আছে, গজের ন্যায় মন্দ মন্দ গতি, সিংহের সমান কটি এই রূপ জানকীর প্রত্যেক অঙ্গের প্রশংসা অর্থাৎ স্তুতি করত নিজ প্রশংসা করিতেছেন ॥১২॥

শ্রীফল কনক কদলী হরষাহীঁ ।

নেকু ন শঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ ॥

শ্রীফল কনক কদলি হর্যাহীঁ ।

নেকু ন শঙ্ক সকুচ মন মাহীঁ ॥১৩॥

সীতার বেল ফলের ন্যায় লক্ষণা, কনক কদলী সম জঙ্ঘা, হে জানকি! তোমা বিহনে এরা সকলেই আনন্দিত হইয়াছে। কারণ তোমার অঙ্গ শোভার অগ্রে ইহাদের রূপ মন্দ হইয়াছিল, তাহাতে তোমার গমনে হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে। নিশ্চয় করিয়াছে যে, জানকী আর ফিরিয়া আসিবে না, মনে মনে তাহার আর শঙ্কা সংকোচ নাই, কারণ জানকী আসিলে উহাদের শোভার নিরাদর হইবে ॥১৩॥

সুনু জানকী তোহিঁ বিনু আজু ।

হরষে সকল পাই জনু রাজু ॥

সুনু জানকী তোহিঁ বিনু আজু ।

হর্ষে সকল পাই জনু রাজু ॥১৪॥

হে জানকি! আজ তোমা বিনা এরা সকলেই হর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছে, যেমন কাঙ্গাল রাজ্য প্রাপ্ত হইলে হয়॥১৪॥

কিমি সহি জাত অনখ তোহিঁ পাহীঁ ।

প্রিয়া বেগি প্রকটসি কস নাহীঁ ॥

কিমি সহি জাত অনখ ত্বহিঁ পাহীঁ ।

প্রিয়া বেগি প্রকটসি কস নাহীঁ ॥১৫॥

হে প্রিয়ে! তোমার সহিত ঈর্ষা কেমন করিয়া সহ্য করা যায়? তুমি কেন দেখা দিতেছ না। ইহাদের সকলের শোভা মন্দ হইয়া লজ্জিত হয় ॥১৫॥

যহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী।

মনহুঁ মহা বিরহী অতি কামী ॥

রহি বিধি খোজত বিলপত স্বামী।

মনহুঁ মহা বিরহী অতি কামী ॥১৬॥

হে পার্ব্বতি! এই রূপে সকলের স্বামি শ্রীরামচন্দ্র বিরহ বিলাপ করত জানকীকে খুজিতে ও জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন। শ্রীরামচন্দ্র বিষয়ী বিরহী কামীর ন্যায় বিরহ করিতেছেন ॥১৬॥

এই বিয়োগ শৃঙ্গার। রাবণের ভয়ে কেহ উত্তর দিল না।

পুরণ কাম রাম সুখ রাশী।

মনুজ চরিত কর অজ অবিনাশী ॥

পূরণ কাম রাম সুখ রাশী।

মনুজ চরিত কর অজ অবিনাশী ॥১৭॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্র সম্পূর্ণ কামনা করিয়া পূর্ণ, কারণ তিনি পরমানন্দ সুখের রাশি। মানবের ন্যায় দিব্য চরিত্র করিতেছেন। রঘুনাথ অজ অবিনাশী উহাঁকে সকলই সাজে ॥১৭॥

আগে পরা গৃধপতি দেখা।

সুমিরত রাম চরণ রজ রেখা ॥

আগে পরা গৃধ্রপতি দেখা।

সুমিরত রাম চরণ রজ রেখা ॥১৮॥

এই রূপে শ্রীরামচন্দ্র বিরহে কাতর হইয়া চলিয়া যাইতেছেন, পথে আঘাতিত গৃধ্ররাজ পড়িয়া আছে দেখিলেন। গৃধ্ররাজ মস্তকে শ্রীরামচন্দ্রের চরণ রেখা ধারণ করিয়া অপর চরণ রেণু স্মরণ করত পৃথিবীতে পড়িয়া আছে ॥১৮॥

कर सरोज सिरपरसेउ कृपासिन्धु रघुबीर ।
निरखि राम छबि धाम मुख बिगत भई सब पीर ॥

কর সরোজ শিরপরস্উ কৃপাসিন্ধু রঘুবীর।
নিরখি রাম ছবি ধাম মুখ বিগত ভঈ সব পীর ॥১৯॥

তখন কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ কৃপা করিয়া কর কমল গৃধ্ররাজের মাথায় স্পর্শ করাইলে শ্রীরামচন্দ্রের মুখ কমল দেখিয়া সমস্ত পীড়ার শান্তি হইল ॥১৯॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে শ্রীরামের বিরহ ও গৃধ্ররাজের প্রতি কৃপা বর্ণন।

तब कह गृध्र बचन धरि धीरा ।
सुनहु राम भञ्जन भव भीरा ॥

তব কহ গৃধ্র বচন ধরি ধীরা।
সুনহু রাম ভঞ্জন ভব ভীরা ॥১॥

শ্রীরামের সহিত গৃধ্ররাজের কথাবার্ত্তা, শ্রীরাম কর্ত্তৃক গৃধ্ররাজের পরম ধাম প্রদান।

তার পর গৃধ্ররাজ ধৈর্য্য ধারণ করিয়া কহিল, হে ভব-ভীর-ভঞ্জন রাম! শ্রবণ করুন্ ॥১॥

নাথ দশানন যহ গতি কীন্হী।
ত্যহি খল জনকসুতা হরি লীন্হী ॥

নাথ দশানন ইহ গতি কীন্হী।
ত্যহি খল জনকসুতা হরি লীন্হী ॥২॥

হে নাথ! আমার এই দশা রাবণ করিল। সেই দুষ্ট জনকনন্দিনীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে ॥২॥

লৈ দক্ষিণ দিশি গযউ গোসাঈং।
বিলপতি অতি কুররীকী নাঈং ॥

লৈ দক্ষিণ দিশি গয়উ গোসাই।
বিলপতি অতি কুররীকী নাইঁ ॥৩॥

হে গোঁসাই! দক্ষিণ দিকে লইয়া গিয়াছে। যেমন স্বভাবতঃ কুরর পক্ষী আকাশে বিরহ বাণী প্রকাশ করে সেই মত আপনার বিরহে জানকী আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গমন করিয়াছেন ॥৩॥

দরশ লাগি প্রভু রাখ্যউং প্রানা।
চলন চহত অব কৃপানিধানা ॥

দরশ লাগি প্রভু রাখ্যউঁ প্রাণা।
চলন চহত অব কৃপানিধানা ॥৪॥

হে কৃপানিধান! আপনার দর্শন হেতু প্রাণ রাখিয়াছি, এখন শরীর ত্যাগ করিয়া যাইতে চাহি ॥৪॥

রাম কহা তনু রাখহু তাতা।
মুখ মুসকাই কহী ত্যহিং বাতা ॥

রাম কহা তনু রাখহু তাতা।
মুখ মুসকাই কহী ত্যাইঁ বাতা ॥৫॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র করুণা পূর্ব্বক কহিলেন, হে তাত!

দেহ রক্ষা কর, আমি অচল করিয়া দিব। এই কথা শুনিয়া গৃধ্ররাজ ঈষদ্ধাস্য বদনে কহিল ॥৫॥

জাকর নাম মরত মুখ আবা।
অধমৌ মুক্ত হোই স্তুতি গাবা ॥

জাকর নাম মরত মুখ আওয়া।
অধমৌ মুক্ত হোই শ্রুতি গাওয়া ॥৬॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! অন্তকালে আপনার নাম স্মরণ করিলে মোক্ষ হইয়া থাকে তাহাতে আমি অতি অধম। এই কথা বেদে কহে ॥৬॥

দৈবাচ্ছূকর শাবকেন নিহতো ম্লেচ্ছো জরাজর্জ্জরো।
হা রামেতি হতোস্মি ভূমিপতিতো জল্পং স্তনুং ত্যক্তবান্ ॥
তীর্ণোগোস্পদবস্তুবার্ণব মহোনাম্নঃ প্রভাবাৎ পুনঃ।
কিং চিত্রং যদি রামনাথ রসিকান্তে যাস্তি রামাস্পদম্ ॥

বারাহ পুরাণে শঙ্কর বাক্য।

সো মম লোচন গোচর আগে।
রাখৌঁ নাথ দেহ কাহি খাঁগে ॥

সো মম লোচন গোচর আগে।
রাখৌঁ নাথ দেহ ক্যহি খাঁগে ॥৭॥

সেই শ্রীরামচন্দ্র আমার নয়নের অগ্রে বিরাজমান, এই নশ্বর দেহ রাখার ফল কি? যোগেশ্বরের দুর্লভ এই শ্যামসুন্দর প্রত্যক্ষ, এই সময়ে আমি দেহ ত্যাগ করিব ॥৭॥

জল ভরি নয়ন কহত রঘুরাহূ।
তাত কর্ম নিজ তে গতি পাহূ ॥

জল ভরি নয়ন কহত রঘুরাই।
তাত কর্ম্ম নিজ তে গতি পাই ॥৮॥

জটায়ুর কর্ত্তব্য আত্ম সমর্পণ শরণাগত ভক্তি দেখিয়া সজল নয়নে রঘুনাথ কহিলেন, হে তাত! তুমি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে পরম পদ গ্রহণ করিলে ॥৮॥

पर हित बस जिनके मन माहीं।
तिन कहं जग दुर्लभ कछु नाहीं॥

পর হিত বস জিন কে মন মাহীঁ।
তিন কহঁ জগ দুর্লভ কছু নাহীঁ ॥৯॥

হে তাত! পরহিতের জন্য যাহার মন বচন ও কর্ম্ম সতত রত তাহার জগতে দুর্ল্লভ কিছুই নাই।

অষ্টাদশ পুরাণানাং ব্যাসস্য বচনদ্বয়ম্।
পরোপকারঃপুণ্যায় পাপায় পরিপীড়নম্ ॥৯॥

तनु तजि तात जाहु मम धामा।
देउं काह तुम पूरण कामा॥

তনু তজি তাত জাহু মম ধামা।
দেউঁ কাহ তুম পুরণ কামা ॥১০॥

হে তাত! এখন তুমি আপন দেহ ত্যাগ করিয়া মম ধামে গমন কর। তুমি পুর্ণ কাম, তোমাকে আমি আর কি দিব ॥১০॥

सीता हरण तात जनि कहेउ तात सन जाइ।
जो मैं रामतो कुल सहित कहहि दशानन आइ॥

সীতা হরণ তাত জনি কহউ তাত সন জাই।
জো মৈঁ রামতো কুল সহিত কহহি দশানন আই॥১১॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে তাত! প্রথমে চতুর্ভুজ

হইয়া তুমি বৈকুণ্ঠ নামক আমার ধামে গমন কর, পরে আমার বিভূতি গমন কালীন তোমাকে এবং আমার পিতাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব। হে তাত! আমার পিতা ইন্দ্রলোকে আছেন ঐ পথ দিয়া বৈকুণ্ঠে যাইতে হইবে। আমার পিতা সীতা হরণের কথা শুনিলে দুঃখিত হইবেন, সে কারণ তুমি কিছু বলিওনা। অগ্রে আমি রাবণাদি সহ রাক্ষসকুলকে পরম পদ দেই, তার পর এই সীতা হরণ বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় শুনিয়া আমার পিতা প্রসন্ন হইবেন ॥১১॥

গৃধ্র দেহ তজি ধরি হরি রূপা ॥

ভূষণ বহু পট পীত অনূপা ॥

গৃধ্র দেহ তজি ধরি হরি রূপা।

ভূষণ বহু পট পীত অনূপা ॥১২॥

গৃধ্ররাজ শ্রীরামচন্দ্রের ঈদৃশ বচন শুনিয়া বিনা শ্রমে আপন ইচ্ছা পূর্ব্বক দেহ ত্যাগ করিয়া হরি রূপ প্রাপ্ত হইল। পীতাম্বর পরিধান, কিরীট, কুণ্ডল, বনমালা ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে শোভিত হইল ॥১২॥

শ্যাম গাত বিশাল ভুজ চারী।

অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী ॥

শ্যাম গাত বিশাল ভুজ চারী।

অস্তুতি করত নয়ন ভরি বারী ॥১৩॥

শরীর শ্যামবর্ণ, শঙ্খ চক্র গদা পদ্মে শোভিত বিশাল ভুজ চতুষ্টয়, প্রেম পূর্ণ সজল নয়নে, পঙ্কজ বদনে শ্রীরামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিল ॥১৩॥

জয় রামরূপ অনুপ নির্গুণ সগুণ প্রভু প্রেরকসহী।

দশশীশবাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ডসরমণ্ডনমহী ॥

জয় রাম রূপ অনুপ নির্গুণ সগুণ প্রভু প্রেরক সহী।
দশশীশ বাহু প্রচণ্ড খণ্ডন চণ্ড শর মণ্ডন মহী ॥১৪॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! আপনি সর্ব্বোপরি জয়যুক্ত এবং অনুপ হউন্। হে প্রভো! তুমি সগুণ ও নির্গুণ প্রেরক। সগুণ ব্রহ্ম ঈশ্বর তোমারি মহৎ অংশ, নির্গুণ ব্রহ্ম তোমার ঘন তেজ চৈতন্য স্বরূপ সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ এক রস। তুমি উভয় স্বরূপের উপাদান কারণ এবং দশমুণ্ড প্রচণ্ড ভুজের খণ্ডন কর্ত্তা, তোমার প্রচণ্ড বাণ পৃথিবীর শৃঙ্গার রূপ ॥১৪॥

पाथोद गात सरोज मुख राजीव आयत लोचनं।
नितनौमिराम कृपालु बाहु विशाल भवभयमोचनं ॥

পাথোদ গাত সরোজ মুখ রাজীব আয়ত লোচনং।
নিত নৌমি রাম কৃপালু বাহু বিশাল ভব ভয় মোচনং॥১৫॥

মেঘের সম শ্যামবর্ণ গাত্র, গম্ভীর এবং উদার কমল বচন, বিশাল অরুণ কমল সম নয়ন হে রাম! তুমি নিত্য, আমি তোমাকে নিত্য নমস্কার করিতেছি। হে কৃপাল! হে বিশাল ভুজ! তুমি ভব ভয় মোচন কর্ত্তা ॥১৫॥

बलमप्रमेयमनादि मनमव्यक्तमेकमगोचरं।
गोविन्द गोपरद्वन्द्वहर विज्ञान घन धरणीधरं ॥

বলমপ্রমেয়মনাদি মনমব্যক্তমেকমগোচরং।
গোবিন্দ গোপরদ্বন্দ্বহর বিজ্ঞান ঘন ধরণীধরং ॥১৬॥

তোমার বল অপ্রমেয়, তুমি অনাদি, অব্যক্ত, এক, অগোচর, মন বুদ্ধি ও বাণীতে প্রাপ্ত, গোবিন্দ অর্থাৎ পৃথিবী পালক। আনন্দ দাতা, গো অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের দ্বন্দ্ব নাশক, বিজ্ঞানময়, ধরণীধর ॥১৬॥

जे राम मन्त्र जपन्त सन्त अनन्त जन मन रञ्जनं।
नित नौमि राम अकामप्रियकामादिखलदलगञ्जनं॥

জে রাম মন্ত্র জপন্ত সন্ত অনন্ত জন মন রঞ্জনং।
নিত নৌমি রাম অকাম প্রিয় কামাদি খল দল গঞ্জনং॥১৭॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! যে সাধুগণ তোমার অনন্ত রাম নাম মহামন্ত্র জপ করে, তাহার মন পরমানন্দ হয়! অকাম প্রিয় যে নিষ্কাম, তাহাতে তুমি অত্যন্ত প্রিয় এবং তুমিও উহার প্রিয় হও, সেই জন্য আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি। এবং তুমি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ইত্যাদি খল দলের নাশ কর্ত্তা॥১৭॥

जे स्रुतिनिरन्तरब्रह्मव्यापकविरजअजकहिगावहीं।
करिज्ञानध्यानविराग योगअनेकमुनिज्यहिपावहीं॥

জে শ্রুতি নিরন্তর ব্রহ্ম ব্যাপক বিরজ অজ কহি গাওহী।
করি জ্ঞানধ্যানবিরাগযোগ অনেক মুনি জ্যহি পাওহী॥১৮॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! তোমাকে বেদে নিরঞ্জন কহে, মায়া রহিত ব্যাপক ব্রহ্ম অজ অদ্বৈত বিরজ কহে, ষট্ বিকার রহিত (জন্ম, বৃদ্ধি, বিবর্ণ, ক্ষীণ, জরা, মরণ এই ষট্ বিকার।) অজ কহে অজন্মা, গর্ভে জন্ম হয় না এই বলিয়া তোমাকে বেদে কীর্ত্তন করে এরং তোমার স্বরূপের গুণ বেদে বলে তুমি স্বইচ্ছায় আবির্ভাব হও। এবং মুনিগণ ধ্যান যোগ বৈরাগ্য জ্ঞানে ইন্দ্রিয়কে জয় করিয়া তোমায় প্রাপ্ত হয, এই রূপে বেদে নিরন্তর গায়॥১৮॥

सो प्रकट करुणा कन्द शोभावृन्द अग जगमोहई।
मम हृदय पङ्कजभृङ्गअङ्ग अनङ्ग बहुछविसोहई॥

সো প্রকট করুণা কন্দ শোভাবৃন্দ অগ জগ মোহই।
মম হৃদয় পঙ্কজ ভৃঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ বহু ছবি সোহই ॥১৯॥

এরূপ যে তুমি শ্রীরামচন্দ্র প্রত্যক্ষ হও, হে করুণা-কন্দ! শোভা সমূহ আপন শোভা করিয়া জগৎকে বিমোহিত কর, সেই তুমি আমার হৃদ্‌পদ্মের ভৃঙ্গ হও। তোমার সৌন্দর্য্যের অগ্রে কোটি অনঙ্গ বিমোহিত হয়॥১৯॥

উপমা-মহাদেব কামকে ভস্ম না করিয়া রতিকে বর দান দিবেন, ভবিষ্যতে অনঙ্গ নাম হইল। যেমন অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণারি কহিয়াছেন।

জে অগমসুগমসুভাবনির্মলঅসমসমশীতলসদা।
পশ্যন্তিযংযোগীযতন করি করত মন গোবশ্য যদা॥

জে অগম স্বগম স্বভাব নির্ম্মল অসম সম শীতল সদা।
পশ্যন্তি য়ং যোগী যতন করি করত মন গোবশ যদা ॥২০॥

যে তোমার স্বভাব অতি নির্ম্মল, অগম্য সম, অসম, সদা এক রস, শীতল তাহাতে আপনাকে জানা অগম্য। হে শ্রীরামচন্দ্র! তোমার কৃপায় তোমার স্বভাব সুগম এবং জীবনের কর্ম্মানুসারে ফল দিতে তোমার স্বভাব অসম কহে বিসম। অপর ঐ ফল সম করিয়া দাও এবং আপন কৃপা স্বভাবে ভক্তি দিয়া থাক তাহাতেই সম ও অসম কহিল। আপন ক্রোধ স্বভাবে মোক্ষ দিয়া থাক সেই জন্য তুমি সদা শীতল। এ রূপ যে তুমি তোমাকে যত্ন করত মন ও ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া যোগীগণ আপন হৃদয়ে তোমাকে দেখে ॥২০॥

সো রামরমানিবাসসন্ততদাসবশ্য ত্রিভুবন ধনী।
মমউরবসউ সোসমনসংসৃতজাসুকী রতি পাবনী॥

সো রাম রমা নিবাস সন্তত দাসবশ ত্রিভুবন ধনী।
মম উর বসহু সো শমন সংসৃত জাসুকী রতি পাবনী॥২১॥

হে রাম! রমানিবাস পূর্ণ। রমা যে লক্ষ্মী তিনি আপনার তেজ শক্তিতে ব্যাপ্ত। হে ত্রিভুবন ধনি! সন্তত বলে নিরন্তর তুমি এরূপ দাসের বশীভূত হও। এখানে অভিপ্রায় এই যে জটায়ু দশরথ মহারাজার সখা ছিল, সেই হেতু জানকীর জন্য দেহ ত্যাগ করিল, তাহাতে শ্রীরামচন্দ্র আপন অবান্তর জানকি সংযুক্ত জটায়ুকে দেখাইয়া দিলেন। তাহার পর গৃধ্ররাজ কহিল, হে রঘুনাথ! আমার হৃদযে জানকি লক্ষ্মণ সংযুক্ত আপন জন্ম মরণ শমন কর্ত্তা আপনার বিমল কীর্ত্তি সদত প্রকাশ থাকুক॥২১॥

अविरल भक्ति मांगि वर गृध्र गयो हरि धाम।
त्यहिकी क्रिया यथोचित निजकर कीन्ही राम॥

অবিরল ভক্তি মাঁগি বর গৃধ্র গযো হরি ধাম।
ত্যহিকী ক্রিয়া যথোচিত নিজ কর কিন্হী রাম॥২২॥

এই বলিয়া জটায়ু শ্রীরামচন্দ্রের সন্নিধানে অবিরল ভক্তি প্রার্থনা করিল। গৃধ্ররাজ সেই ভক্তি বর প্রাপ্ত হইয়া হরিধামে গমন করিল। তার পর শ্রীরামচন্দ্র পিতার সমান আপন হস্তে জটায়ুর যথোচিত ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন।২২॥

অবিরল - তৈলবৎ ধারা।

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে গৃধ্ররাজ মোক্ষ বর্ণন।

कमलोचित अति दीन दयाला।
कारण बिनु रघुनाथ कृपाला॥

কোমলোচিত অতি দীন দয়ালা।
কারণ বিনু রঘুনাথ কৃপালা॥১॥

শ্রীরামচন্দ্র কবন্ধকে মোক্ষ প্রদান করিয়া শবরীর গৃহে গমন এবং শবরীর উচ্ছিষ্ঠ ফল খাইয়া শবরীকে মোক্ষ প্রদান।

হে পার্ব্বতি! দীন দয়াল রঘুনাথের বিনা কারণে চিত্ত অতি কোমল॥১॥

गृध अधम खग आमिष भोगी।
गति दीन्ही जो याचत योगी॥

গৃধ্র অধম খগ আমিষ ভোগী।
গতি দীন্হী জো যাচত যোগী॥২॥

দেখ আমিষ ভোজী অধম গৃধ্রকে যে গতি যোগেশ্বরেরা প্রার্থনা করে, সেই গতি প্রদান করিলেন॥২॥

सुनहु उमा ते लोग अभागी।
हरि तजि होहिं विषय अनुरागी॥

সুনহু উমা তে লোগ অভাগী।
হরি ত্যজি হোহীঁ বিষয় অনুরাগী॥৩॥

হে উমা! সেই লোক বড় ভাগ্য হীন যাহারা শ্রীরামচন্দ্রকে ত্যাগ করিয়া বিষয়ে রত থাকে॥৩॥

पुनि सीतहिं खोजत द्वउ भाई।
चले विलोकत बन बहु ताई॥

পুনি সীতহিঁ খোজত দ্বউ ভাই।
চলে বিলোকত বন বহু তাই॥৪॥

হে পার্ব্বতি! জটায়ুকে বৈকুণ্ঠ ধামে পাঠাইয়া পুন-রায় দুই ভাই জানকীর অন্বেষণে নানা বন দেখিয়া যাইতে লাগিলেন ॥৪॥

सङ्कुल लता विटप घन कानन।
बहु खग मृग तहँ गज पञ्चानन॥

সঙ্কুল লতা বিটপ ঘন কানন।
বহু খগ মৃগ তহঁ গজ পঞ্চানন ॥৫॥

তরু লতা এবং খগ মৃগ গজ ও সিংহ ইত্যাদি জন্তুতে বন পরিপূর্ণ শ্রীরামচন্দ্র সেই তরু লতা প্রভৃতিকে জানকীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে চলিলেন ॥৫॥

आवत पन्थ कबन्ध निपाता।
त्यहि सब कही श्रापकी बाता॥

আওত পন্থ কবন্ধ নিপাতা।
ত্যই সব কহী শাপকী বাতা ॥৬॥

আসিতে আসিতে পথি মধ্যে কবন্ধ নামক রাক্ষসের হস্তে উভয়ই পতিত হইলেন। কোন মুনির শাপে কবন্ধ রাক্ষসের মাথা হৃদয় মধ্যে হওয়ায় অন্ধ ছিল। বড় বড় লম্বা দুই হাতে এবং মুখ মাত্র বাহিরে থাকায় যাহাকে পায় তাহাকেই ধরিয়া খায়। শ্রীরামচন্দ্র বাণাঘাতে দুই হাত কাটিয়া হৃদয় মধ্যে মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলে, কন্ধকাটা দেহ ত্যাগ করিয়া সুন্দর গন্ধর্ব্ব রূপ ধারণ করিয়া আপন শাপের বৃত্তান্ত সমুদায় কহিল ॥৬॥

दुर्वासा ऋषिं दीन्ह्यो श्रापा।
प्रभु पद देखि मिटा सो पापा॥

দুর্বাসা ঋহিঁ দীন্হো শাপা।
প্রভু পদ দেখি মিটা সো পাপা ॥৭॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! আমি গন্ধর্ব্ব, পূর্ব্বে দুর্ব্বাশা মুনিকে দেখিয়া হাঁসিলে তিনি কন্ধকাটা রাক্ষস হও বলিয়া শাপ দিলেন। সেই অবধি আমার মস্তক হৃদয় মধ্যে গিয়া রাক্ষস হইলাম। তৎকালীন ক্রোধের শান্তি করিলে, শাপ মোচনের কথা বলিযাদিলেন যে, কলিযুগে ভগবান্ পরব্রহ্ম রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সীতান্বষণে বনে গমন কালীন তোমাকে বধ করত ভক্তি প্রদান করিবেন। সেই শ্রীরাম চরিত গান সমুদায় গন্ধর্ব্বেরা করিবে এবং তোমার মোক্ষ হইবে। এখন আপনার চরণারবিন্দ দর্শনে সমুদায় পাপ দূর হইল ॥৭॥

সুনু গন্ধর্ব্ব কহৌঁ মৈঁ তোহী।
ম্বহিঁ ন সোহাই ব্রহ্মকুল দ্রোহী ॥

সুনু গন্ধর্ব কহৌঁ মৈঁ তোহী।
ম্বহিঁ ন সোহাই ব্রহ্মকুল দ্রোহী ॥৮॥

তখন শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! আমি তোমাকে কহিতেছি, আমার ব্রহ্মকুলদ্রোহী অসহ্য ॥৮॥

মন বচ কর্ম কপট তজি জো কর ভূসুর সেব।
মোহিঁ সমেত বিরঞ্চি শিব বশ তাকে সব দেব ॥

মন বচ কর্ম কপট তজি জো কর ভূসুর সেব।
মোহিঁ সমেত বিরঞ্চি শিব বশ তাকে সব দেব ॥৯॥

হে গন্ধর্ব্ব! যে ব্যক্তি মন বচন ও কর্ম্মে কপট ত্যাগ করিযা ব্রাহ্মণের সেবা করে সে আমা সহ ব্রহ্মা শিব আদি দেবতাকে বশ করে ॥৯॥

शापत ताड़त परुष कहन्ता ।
विप्र पूजि अस गावहिं सन्ता ॥

শাপত তাড়ত পরুষ কহন্তা।
বিপ্র পূজি অস গাওহিঁ সন্তা ॥১০॥

যে ব্রাহ্মণ শাপ দেয়, তাড়না করে, দণ্ড দেয়, নিন্দা করে, গালি দেয় তথাচ সে পূজনীয় হয়। ইহা বেদ পুরাণ ও সাধু জনে কহে ॥১০॥

पूजिय विप्र शील गुण हीना ।
शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीना ॥

পূজিয় বিপ্র শীল গুণ হীনা।
শূদ্র ন গুণ গণ জ্ঞান প্রবীণা ॥১১॥

হে গন্ধর্ব্ব! গুণ ও শীলাদি হীন ব্রাহ্মণও পূজনীয়। শূদ্র বিশেষ গুণবান্ হইলেও পূজার যোগ্য নহে ॥১১॥

শূদ্র আপন বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে অপূজ্য এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভগবানের চরণ শরণ লইলে পূজনীয় হয়। ভগবানের বিমুখ বিপ্রও পূজ্যমান, তাহাপেক্ষা ভগবদ্ভক্ত বিপ্র শ্রেষ্ঠ।

যে শূদ্রা ভগবদ্ভক্তা বিপ্রো! ভাগবতাঃ স্মৃতাঃ।
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যেন ভক্তা জনার্দ্দন ॥ পুনঃ
বিপ্রাদ্দ্বিষট্ গুণাযুতাদরবিন্দনাভ,
পাদারবিন্দবিমুখাঃ শ্বপচং বশিষ্ঠং।
মন্যেত দর্পিত মনোবচনে হিতার্থান্,
প্রাণং পুনা তু সকুলং নতু ভূরি মানঃ।
শ্রীমদ্ভাগবত।

দুহৌ ধেনু দুহী সুনু ভাই।
সাধু রাসভী দুহী ন জাই॥

দুহৌ ধেনু দুহী সুনু ভাই।
সাধু রাসভী দুহী ন জাই॥১২॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! ব্রাহ্মণ কি রূপ পূজার যোগ্য? যেমন দুষ্ট গাভি হইলেও দোহন করা যায় এবং গর্দ্দভী অধিক দুগ্ধ দাত্রী শান্তিমতি হইলেও দোহন করা যায় না॥১২॥

পতিতোপি দ্বিজঃ শ্রেষ্ঠঃ ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
অদুগ্ধা সুরভী পূজ্যা ন খরী ঘট দোহনা॥

কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুঝাবা।
নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাবা॥

কহি নিজ ধর্ম তাহি সমুবাওয়া।
নিজ পদ প্রীতি দেখি মন ভাওয়া॥১৩॥

তার পর শ্রীরামচন্দ্র আপনার ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম বুঝাইয়া কহিতে লাগিলেন। পুনঃ আপনার চরণে গন্ধর্ব্বের প্রীতি দেখিয়া মনোমধ্যে ভাবিতে লাগিলেন। এখানে গন্ধর্ব্বের কেবল রাম কৃপা হইল। তখন শ্রীরামচন্দ্র কৃপা করিয়া আপন বিমল ভক্তি প্রদান করিলেন। রঘুনাথ কহিলেন, হে গন্ধর্ব্ব! তুমি আপন লোকে গমন করিয়া আমার বিমল কীর্ত্তি গান কর, আমি তোমার সমুদায় বংশকে আপন পরম পদ প্রদান করিব॥১৩॥

রঘুপতি চরণ কমল শির নাই।
গয়ও গগন আপনি গতি পাই॥

রঘুপতি চরণ কমল শির নাই।
গয়উ গগন আপনি গতি পাই ॥১৪॥

অনন্তর গন্ধর্ব্ব শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে প্রণিপাত পূর্ব্বক ভক্তিবর প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দে নিজলোকে যাইয়া সমুদায় গন্ধর্ব্বকে রাম ভক্ত করিল ॥১৪॥

তাহি দেহ গতি রাম উদারা।
শবরীকে আশ্রম পগু ধারা ॥

তাহি দেহ গতি রাম উদারা।
শবরীকে আশ্রম পগু ধারা ॥১৫॥

শ্রীরামচন্দ্র কবন্ধকে ভক্তি গতি দিয়া শবরীর আশ্রমে চলিলেন। দেখ, গন্ধর্ব্বগণের যে অধিকার ছিল না সেই দুর্ল্লভ গতি প্রদান করিলেন, শ্রীরামচন্দ্র এ রূপ উদার স্বভাব ॥১৫॥

শবরী দেখি রাম গৃহ আয়ে।
মুনিকে বচন সমুঝি জিয় ভায়ে ॥

শবরী দেখি রাম গৃহ আয়ে।
মুনিকে বচন সমুঝে জিয় ভায়ে ॥১৬॥

শবরী দেখিল যে, শ্রীরামচন্দ্র আমার আশ্রমে আসিতেছেন। শবরী মহামুনি মতঙ্গের শিষ্য। যখন মুনি শ্রীরাম ধামে গমন করেন তখন শবরীকে বলিয়াছিলেন যে সময়ে শ্রীরামচন্দ্র এখানে আসিবেন সে কালীন তুমি পূর্ণ মনে দর্শন করিয়া আমার স্থান প্রাপ্ত হইবে। গুরুর বচন সত্য জানিয়া আজ আমার সেই ফল ফলিল বলিয়া অত্যন্ত হর্ষ যুক্ত হইলেন ॥১৬॥

সরসিজ লোচন বাহু বিসালা।
জটা মুকুট সির উর বনমালা॥

সরসিজ লোচন বাহু বিশালা।
জটা মুকুট শির উর বনমালা॥১৭॥

সেই প্রভুর কমল লোচন, বিশাল ভুজ, মস্তকে জটা তার, বক্ষে বনমালা শোভিত ছিল॥১৭॥

স্যাম গৌর সুন্দর দৌ ভাঈ।
সবরী পরী চরণ লপটাঈ॥

শ্যাম গৌর সুন্দর দৌ ভাই।
শবরী পরী চরণ লপটাই॥১৮॥

হস্তে ধনুর্ব্বাণ পীতাম্বর ধারী শ্যাম গৌর অতি সুন্দর প্রসন্ন বদন লক্ষ্মণের সহ এমত রূপ দেখিয়া শবরী নির্ভর প্রেমে চরণে পতিত হইয়া জড়াইয়া রহিল॥১৮॥

সাদর জল লৈ চরণ পখারে।
পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥

সাদর জল লৈ চরণ পখারে।
পুনি সুন্দর আসন বৈঠারে॥১৯॥

এরূপ প্রেমে মগ্ন তাহা বলা যায় না, রঘুনাথ বার বার তুলিতে লাগিলেন শবরীও বার বার চরণে পতিত হওত ধৈর্য্য ধারণ করিয়া প্রভুকে আসনে বসাইয়া প্রেম পূর্ণ পাত্রে জল আনিয়া চরণ প্রক্ষালন করিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিল॥১৯॥

কন্দ মূল ফল সরস অতি দিয়ে রাম কহঁ আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খায়ে বারহি বার বখানি॥

কন্দ মূল ফল সরস অতি দিয়ে রাখি কই আনি।
প্রেম সহিত প্রভু খায়ে বারহি বার বখানি ॥২০॥

শবরী বিবেচনা করিল শ্রীরাম লক্ষ্মণ পথ শ্রমে ক্ষুধিত ও তৃষিত আছেন। এই বিবেচনা করিয়া বাৎসল্য রস পূর্ণ হইল। হে পার্ব্বতি! মতঙ্গ মুনির কথিত মত শবরী রাম লক্ষ্মণ দুই ভাই আসিবেন বলিয়া বনে যাইয়া কন্দ মূল ফল আনিয়া আপন মুখ লাগাইয়া আস্বাদন করিয়া রসময় অতি মধুর ফল মূল কন্দ রঘুনাথের জন্য রাখিয়া দিতেন। তখন প্রেম দশায় আপন উচ্ছিষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান হয় নাই। ইহাকে প্রেমপরা ভক্তি দশা কহে। অপর বন মধ্যে সুমধুর বৃক্ষের ফল মূল কন্দ সমুদায় রঘুনাথের জন্য রাখিতেন। ইহাকে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি কহে। উচ্ছিষ্ঠ ফল রাখায়, প্রেমের লক্ষণা উত্তমা ভক্তি। সেই ফল শ্রীরাম লক্ষ্মণ শবরী হস্তে লইয়া খাইযা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে কহিল ভাই! এ রূপ আস্বাদন বিশ্বামিত্র, জনক এবং দশরথ কাহারও ঘরে পাই নাই। অনন্তর শ্রীরামচন্দ্র শবরীর দশা দেখিয়া কহিল কি, হে শবরি! এই যে কাটা ফল কোন পক্ষীর ঠোঁঠ লাগিয়া অমৃতময় হইয়াছে অতি মধুর, ভাল লাগিতেছে। এই কথা শুনিয়া শবরীর জ্ঞান হইল, আমি সমুদায় কন্দ মূল ফল আপন দন্তে কাটিয়া আস্বাদ লইয়াছি আমার উচ্ছিষ্ঠ। হায়! হায়! আমি তাহা স্বামিকে খাওয়াইলাম এই কথা মনে হইবা মাত্র কম্পিত ভাব হইল, যেন শরীর ত্যাগ করিতে চাহে, তখন শ্রীরামচন্দ্র ধৈর্য্য দিতেছেন। এখানে প্রেমপরা মিশ্রিত ভক্তি ॥২০॥

पानि जोरि आगे भइ ठाढ़ी ।
प्रभुहि बिलोकि प्रीति अति बाढ़ी ॥

পানি জোরি আগে ভই ঠাঢ়ী।
প্রভুহি বিলোকি প্রীতি অতি বাঢ়ী ॥২১॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে শবরী! চিন্তা করিওনা, আমি কেবল প্রেম প্রিয়, প্রেমের ভিখারী। যে কোন ব্যক্তি আমাকে না জানিয়া প্রেম পূর্ব্বক দেখে, ভোগ দেয়, তাহাকে আমি বড় প্রীতিতে প্রাপ্ত হই। আপন দাসকে ঐ প্রসাদ অমৃত করিয়া দেই, শাস্ত্রে ইহার অনেক প্রমাণ আছে। তুমি আমাতে চিত্ত বৃত্তি সংযোগ করিয়া দিবানিশি আমার নাম প্রেম পূর্ব্বক জপিয়াছ, তাহাতে তোমার মুখ অমৃত ভাজন হইয়াছে, সেই জন্য তোমার দাঁতে কাটা ফল অমৃতাপেক্ষা অধিক স্বাদ যুক্ত হইল।

ন যোগ বৈরাগ্য ন জ্ঞান ধ্যানৈ
র্ন চ ক্রিয়াভি র্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
প্রাপ্তশ্চ মামেব কিং কোটি যত্নৈঃ
সর্ব্বাত্মকং প্রেমসূত্রোপি বদ্ধঃ ॥

তার পর শবরী ধৈর্য্য অবলম্বন করত উঠিয়া কৃতাঞ্জলি পুটে শ্রীরামচন্দ্রের অতি সুন্দর মধুর রূপ দেখিয়া নেত্রপুট পূর্ণ করিয়া পান করিল ॥২১॥

क्यहि बिधि अस्तुति करौं तुम्हारी ।
अधम जाति मैं जड़ मति भारी ॥

ক্যহি বিধি অস্তুতি করৌ তুমৃহারী।
অধম জাতি মৈঁ জড় মতি ভারী ॥২২॥

হে শ্রীরামচন্দ্র! অধম তারণ, পতিত পাবন, দীন দয়াল, করুণা নিধান, অশরণ শরণ তাহাতে আমি কোন্ বিধি অনুসারে তোমার স্তব করি। একতো আমি অধম জাতি, তাহাতে আবার অত্যন্ত জড় মতি॥২২॥

নীচানুসন্ধান কার্পণ্য শরণাগত।

अधमते अधम अधम अति नारी ।

तिन महं मैं मति मन्द अघारी ॥

অধম তে অধম অধম অতি নারী।

তিন মহঁ মৈঁ মতি মন্দ অঘারী॥২৩॥

অধম হইতে অধমাধম তাহাতে নারী অধম মন্দ মতি, হে পাপনাশন! আমি তাহাই॥২৩॥

कह रघुपति सुनु भामिनी बाता ।

मानौं एक भक्ति कर नाता ॥

কহ রঘুপতি সুনু ভামিনী বাতা।

মানৌঁ এক ভক্তি কর নাতা॥২৪॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে ভামিনি! শ্রবণ কর। এক ভক্তিই সম্বন্ধ করিয়া মান॥২৪॥

जाति पाँति कुल धर्म बड़ाई ।

धन बल परिजन गुण समुदाई ॥

জাতি পাঁতি কুল ধর্ম বড়াই।

ধন বল পরিজন গুণ সমুদাই॥২৫॥

জাতি শ্রেণী কুল ধর্ম্ম অভিমান ধন বল পরিবার সুখ গুণ ইত্যাদি সুলভ॥২৫॥

भक्ति हीन नर सोहै कैसे ।

बिनु जल बारिद देखिय जैसे ॥

ভক্তি হীন নর সোহৈ কৈসে।
বিনু জল বারিদ দেখিয় জৈসে ॥২৬॥

আমার ভক্তিতে হীন যে জন, সে সমুদায় গুণে পূর্ণ হইলেও কিছু নহে। যেমন জল হীন মেঘ, দিবসে চন্দ্রমা, লবণ হীন ব্যঞ্জন, জল হীন নদী ইত্যাদি। রাম ভক্তি ব্যতীত মনুষ্য অশোভিত ॥২৬॥

বিপ্রাদ্বিষট্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ
পাদারবিন্দ বিমুখাৎ শ্বপচম্বরিষ্ঠম্।
মন্যেতদর্পিতমনোবচনে হিতার্থঃ
প্রাণং পুনাতু সকলং নতু ভূরিমানঃ ॥

নবধা ভক্তি কহৌঁ তোহিঁ পাহীঁ।
সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ ॥

নবধা ভক্তি কহোঁ তোহিঁ পাহীঁ।
সাবধান সুনু ধরু মন মাহীঁ ॥২৭॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে শবরি, তোমাকে আমি নবধা ভক্তি কহিতেছি, তাহা সাবধান হইয়া শ্রবণ করত মনোমধ্যে ধারণা কর ॥২৭ ॥

প্রথম ভক্তি সন্তন কর সঙ্গা।
দুসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা ॥

প্রথম ভক্তি সন্তন কর সঙ্গা।
দুসরি রতি মম কথা প্রসঙ্গা ॥২৮॥

প্রথম ভক্তি সাধুসঙ্গ। দ্বিতীয় ভক্তি আমার কথা প্রসঙ্গ ॥২৮॥

গুরু পদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভক্তি অমান।
চৌথি ভক্তি মম গুণ গণ করৈ কপট তজি গান ॥

গুরু পদ পঙ্কজ সেবা তীসরি ভক্তি অমান।
চৌথি ভক্তি মম গুণ গণ করৈ কপট তজি গান॥২৯॥

তৃতীয় ভক্তি অমান হইয়া গুরু পদ কমল সেবা করা। চতুর্থ ভক্তি মনে কপট ত্যাগ করিয়া আমার গুণ গান করা ॥২৯॥

মনে-কপট ঈশ্বর সম্বন্ধে-কপট লোকরঞ্জন।

মন্ত্র জপ মম দৃঢ় বিশ্বাসা।
পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাশা ॥

মন্ত্র জপে মম দৃঢ় বিশ্বাসা।
পঞ্চম ভজন সো বেদ প্রকাশা ॥৩০॥

পঞ্চম ভক্তি আমার মন্ত্র নিয়ম পূর্ব্বক এবং আমার স্বরূপের চিত্ত বৃত্তি নিবেশ করত আমার সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া জপ করা। এই ভক্তি বেদে প্রকাশ আছে ॥৩০॥

ষট দম শীল বিরত বহু কর্মা।
নিরত নিরন্তর সজ্জন ধর্মা ॥

ষট দম শীল বিরত বহু কর্মা।
নিরত নিরন্তর সজ্জন ধর্মা ॥৩১॥

ষষ্ঠ ভক্তি দম শীল। দম কহে ইন্দ্রিয়কে দমন করা, শুভাশুভ কর্ম্মে বৈরাগ্য, আমার কার্য্যে রত এবং সর্ব্ব-জীবে সমভাবে দেখা কাহাকেও অনাদর না করা। দম-শীল বলে ইন্দ্রিয় দমনের স্থান বৃদ্ধি অপর সজ্জনের ধর্ম্ম বিষয়ে নিরন্তর রত হওয়া ॥৩১॥

সপ্তম সম মহিঁ ময় জগ দেখা।
মোতে সন্ত অধিক করি লেখা ॥

সপ্তম সম মোহিঁ ময় জগ দেখা।
মোতে সন্ত অধিক করি লেখা ॥৩২॥

সপ্তম ভক্তি জল স্থল নভ চরাচর জগৎ সর্ব্বত্রে আ-
মাকে সর্ব্বময় ও ব্যাপ্ত দেখে এবং আমাপেক্ষা অধিক
সাধুজনকে জানে ॥৩২॥

ভূমৌ জলে নভসি দেবনরাসুরেষু
ভূতেষু দেবি সকলেষু চরাচরেষু।
পশ্যন্তি শুদ্ধ মনসা খলু রাম রূপং
রামস্য তে ভুবিতলে সমুপাসকস্মঃ॥ শ্রীমন্মহারামায়ণে
মদ্ভক্তেভ্যঃ প্রযচ্ছন্তিসু বহুনি ধনান্যপি।
অতিথেয়ং করিষ্যামি যস্যাহং সীতয়া সহ ॥
ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে শ্রীরামগীতায়ং।

আঠৌ যথা লাভ সন্তোষা।
স্বপ্নেহুঁ নহিঁ দেখৈ পর দোষা॥

আঠৌ যথা লাভ সন্তোষা।
স্বপ্নেহুঁ নহিঁ দেখৈ পর দোষা ॥৩৩॥

অষ্টম ভক্তি যথা লাভ তথা সন্তোষ এবং স্বপ্নেও
পরের দোষ দেখে না ॥৩৩॥

অসন্তোষো দরিদ্রঃ-স্যাৎ সন্তোষঃ-পরমোধনম্।

নবম সরল সব সন ছল হীনা।
মম ভরোষ হিয় হর্ষ ন দীনা॥

নবম সরল সব সন ছল হীনা।
মম ভরোষ হিয় হর্ষ ন দীনা ॥৩৪॥

নবম ভক্তি সকল জীবের প্রতি ছলহীন সরল ভাব
রাখা। ছল কহে শ্রীরামচন্দ্রের শরণাগত বিষয়ে বর্ণাশ্রম

দেহাভিমান ত্যাগ করা। সর্ব্বজীবে এবং বাহ্যান্তর বিষয়ে কেবল আমার ভরসা অপর কোন বস্তুকে দীনতা না কোন বস্তুতে হর্ষ পূর্ব্বক জগতে বিচরণ করা। সহজানন্দ আমার ভক্তি গ্রহণ করা ॥৩৪॥

नव मह जिनके एकौ होइ।
नारी पुरुष सचराचर कोइ ॥ ३५ ॥
নব মই জিনকে একৌ হোই।
নারি পুরুষ সচরাচর কোই ॥ ৩৫ ॥

হে ভামিনি! নবমে যাহার একই ভক্তি হয়। স্ত্রীপুরুষ চরাচর যে কেহ হউক না কেন? ॥ ৩৫ ॥

सोइ अतिशय प्रिय भामिनि मोरे।
सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे ॥ ३६ ॥
সোই অতিশয় প্রিয় ভামিনি মোরে।
সকল প্রকার ভক্তি দৃঢ় তোরে ॥ ৩৬ ॥

হে ভামিনি! সেই আমার অতিশয় প্রিয়। তোমার নবম প্রকার ভক্তি পূর্ণ হইয়াছে। সেই জন্য তুমি আমার পরম প্রিয় হইয়াছ ॥ ৩৬ ॥

মাংহি পার্থব্যপাশ্রিত্যযেপি স্যুঃ পাপ যো নয়।
স্ত্রিযো বৈশ্যা স্তথা শূদ্রা স্তেপি যান্তি পরাং গতিম্॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

योगि वृन्द दुर्लभ गति जोइ।
तो कहं आजु सुलभ भइ सोइ ॥ ३७ ॥
যোগী বৃন্দ দুর্লভ গতি জোই।
তো কহঁ আজু সুলভ ভই সোই ॥ ৩৭ ॥

হে শবরি! অনেক যোগী মুনির যে দুর্লভ গতি তাহা আজি তোমার সুলভ হইল॥ ৩৭ ॥

মম দর্শন ফল পরম অনূপা।

জীব পাব নিজ সহজ স্বরূপা॥ ৩৮ ॥

মম দর্শন ফল পরম অনুপা।

জীব পাও নিজ সহজ স্বরূপা॥ ৩৮ ॥

হে ভামিনি। আমারদর্শন ফল পরম অনুপম। স্বাভাবিক জীব আপন সহজ রূপকে প্রাপ্ত হয়। এস্থানে দর্শন সাধন ফল হইল। জীবের সহজ রূপের প্রাপ্তি তাহা সফল হইল। পুনঃ

অম্বয় সিদ্ধ অর্থ যথা, আমার দর্শন ফল পরম অনুপা। যখন জীব সৎসঙ্গ করিয়া আপন সহজ স্বরূপকে প্রাপ্ত হয় তখন আমার দর্শন অনুপ। পুনঃ

জীবের সহজ স্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রকারণ জীব শ্রীরামচন্দ্র রূপী হয়েন। যেমন নিজ রূপী সূর্য্য। কারণ সূর্য্যের প্রকাশ সূর্য্যতেই দেখা যায় তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্র। যখন জীব যোগ জ্ঞান ভক্তি করিয়া আপন নিজ রূপকে প্রাপ্ত হয় তখন উহার দিব্য দৃষ্টি হইয়া থাকে। তারপর তাহার শ্রীরাম চন্দ্র দর্শন রূপ অনুপ ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে॥ ৩৮ ॥

জনক সুতাকৈ সুধি ভামিনী।

জানহু কহু করিবর গামিনী॥ ৩৯ ॥

জনক সুতাকৈ সুধি ভামিনী।

জানহু কহু করিবর গামিনী॥৩৯॥

স্ত্রী জাতিকে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন, হে ভামিনি!

গচ্ছেন্ গাহিতো জানকী সীতার কোথাও কোন সংবাদ পাইয়া থাক তাহা বল ॥৩৯॥

পম্পা সরহিঁ জাহু রঘুরাহু।

তহা হোই সুগ্রীব মিতাহু ॥ ৪০ ॥

পম্পা সরহি জাহু রঘুরাই।

তহাঁ হোই সুগ্রীব মিতাই ॥৪০॥

অনন্তর শবরী কহিল হে রঘুনাথ! পম্পা সরোবরে গমন করুন্ যেখানে সুগ্রীবের সহিত মিত্রতা হইবেক ॥৪০॥

সো সব কহিহি দেব রঘুবীরা।

জানতহুঁ পূছহু মতি ধীরা ॥ ৪১ ॥

সো সব দেব রঘুবীর।

জানতহহু পূছহু মতি ধীরা ॥৪১॥

সেই সুগ্রীব জানকীর সন্ধান সমুদায় বলিয়া দিবে। হে দেব রঘুবীর! আপনি সমুদায় জ্ঞাত আছেন আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ॥৪১॥

বার বার প্রভু পদ সির নাহু।

প্রেম সহিত সব কথা সুনাহু ॥ ৪২ ॥

বার বার প্রভু পদ শির নাই।

প্রেম সহিত সব কথা সুনাই ॥৪২॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! তারপর শবরী সমুদায় কথা শুনাইয়া প্রেম সহিত বার বার প্রভু পদে মস্তকাবনত করিল ॥ ৪২ ॥

কহি কথা সকল বিলোকি হরি মুখ হৃদয় পদ পঙ্কজ ধরে।

তজি যোগ পাবক দেহ হরি পদ লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে ॥৮২॥

কহি কথা সকল বিলোকি হরি
মুখ হৃদয় পাদ পঙ্কজ ধরে।
তজি যোগ পাবক দেহ হরি পদ
লীন ভই জহঁ নহিঁ ফিরে ॥ ৪৩ ॥

হে গরুড়! শবরী সমুদায় কথা বলিয়া শ্রীরামচন্দ্রের বদন নিরীক্ষণ করিয়া চিত্ত স্থির হইয়া রহিল। হৃদয়ে শ্রীরামচন্দ্রের রূপ ও পদ পঙ্কজ উত্তম রূপে ধারণ করিয়া প্রেমযোগের অগ্নিতে দেহ ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণে লীন অর্থাৎ প্রাপ্ত হইল। যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব জগতে আর ফিরিয়া আইসে না। হরি পদ এখানে শ্রীরামচন্দ্রের পদ জানিবে ॥ ৪৩ ॥

নর বিবিধ কর্ম্ম অধর্ম্ম বহু মত শোকপ্রদ সব ত্যাগহু।
বিশ্বাস করি কহ দাস তুলসী রাম পদ অনুরাগহু ॥ ৪৪ ॥

নর বিবিধ কর্ম্ম অধর্ম বহু
মত শোক প্রদ সব ত্যাগহু।
বিশ্বাস করি কহ দাসতুলসী
রাম পদ অনুরাগহু ॥ ৪৪ ॥

তাহাতে হে প্রাণি! বিবিধ প্রকার যে কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম আছে সেই অনেক প্রকার ধর্ম্ম কর্ম্ম অধর্ম্ম সমুদায় ত্যাগ কর। কারণ ইহা সম্পূর্ণ ভক্তির বিরোধ শোকপ্রদ। তুলসী দাস গোস্বামি কহিতেছেন এ সমস্ত ত্যাগ করিয়া বিশ্বাস করত হে মনুষ্য! যদি কল্যাণ চাও তবে শ্রীরামচন্দ্রের চরণে বিশেষ অনুরাগ কর ॥ ৪৪ ॥

जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन अस नारी।
महा मन्द मन सुख चहसि ऐसे प्रभुहिं बिसारी ॥ ४५ ॥

জাতি হীন অঘ জন্ম মহি মুক্ত কীন অস নারী।
মহা মন্দ মন সুখ চহসি ঐসে প্রভুহিঁ বিসারি ॥ ৪৫ ॥

দেখ জাতিতে হীন, হিংসাময় পাপ রূপ ভিলিনি, নীচ যোনিতে জন্ম স্ত্রীজাতি সকল রকমে অশৌচ এরূপ নারী শবরীকে দুর্লভ যোগিনি গতি শ্রীরঘুনাথ প্রদান করিলেন। হে মন্থামন্দমতি! এরূপ শ্রীরামচন্দ্রকে ভুলিয়া কোথায় তুমি সুখ চাও ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসী দাস
কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে
শবরী ভক্তি মুক্তি বর্ণন।

चले राम त्यागो बन सोउ।
अतुलित बल नर केहरि दोउ ॥ १ ।

চলে রাম ত্যাগ্যো বন সোউ।
অতুলিত বল নর কেহরি দোউ ॥ ১ ॥

শ্রীরাম লক্ষ্মণ খেদান্বিত হইয়া পম্পা সর তীরে
গমন এবং পম্পা সরোবরের শোভা দর্শন।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! অতুলিত বলশালী নরসিংহ অর্থাৎ বীর শ্রেষ্ঠ শ্রীরাম লক্ষ্মণ তথা হইতে গমন করিলেন ॥ ১ ॥

बिरही नर इव करत बिषादा।
कहत कथा अनेक संबादा ॥ २ ॥

বিরহী নর ইব করত বিষাদা।
কহত কথা অনেক সংবাদা॥ ২॥

শ্রীরামচন্দ্র বিরহী মানবের ন্যায় খেদ করিতে করিতে লক্ষ্মণকে অনেক কথা সংবাদ বলিতে লাগিলেন॥২॥

লছ্মণ দেখু বিপিন কৈ শোভা।
দেখত কাহি কর মন নহিঁ ক্ষোভা॥ ৩॥
লক্ষ্মণ দেখু বিপিন কৈ শোভা।
দেখত কাহি কর মন নহিঁ ক্ষোভা॥ ৩॥

হে লক্ষ্মণ! এই বিপিনের শোভা দেখ, ইহা দেখিয়া কাহার মন না ক্ষোভিত হয়?॥ ৩॥

ক্ষোভিত অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত।

নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা।
মানহুঁ মোহিঁ করতহৈ নিন্দা॥ ৪॥
নারি সহিত সব খগ মৃগ বৃন্দা।
মানহুঁ মোহিঁ করত হৈঁ নিন্দা॥ ৪॥

হে ভাই! আপন আপন স্ত্রী সহিত খগমৃগগণ শোভিত আছে। মনে কর যেন আমার নিন্দা করিতেছে॥৪॥

হমহিঁ দেখি মৃগ নিকর পরাহীঁ।
মৃগী কহহিঁ তুম কহঁ ভয় নাহীঁ॥ ৫॥
হমহিঁ দেখি মৃগ নিকর পরাহী।
মৃগী কহহিঁ তুম কহঁ ভয় নাহীঁ॥ ৫॥

হে লক্ষ্মণ! আমাকে দেখিয়া মৃগ পলায়ন করিতেছে তখন মৃগী বলিতেছে যে, তুমি পলাইও না, তোমার কিছু মাত্র ভয় নাই॥ ৫॥

তুম আনন্দ করহু মৃগ জায়ে।
কঞ্চন মৃগ খোজন যে আয়ে ॥ ৬ ॥
তুম আনন্দ করহু মৃগ জায়ে।
কঞ্চন মৃগ খোজন যে আয়ে ॥ ৬ ॥

ইনি কাঞ্চন মৃগ বধ করিবার জন্য খুজিয়া বেড়াইতেছেন। তুমি আনন্দে বেড়িয়া বেড়াও, মৃগীর কথা শুনিয়া রঘুনাথ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ॥ ৬ ॥

সঙ্গ লাই করিণী করি লেহীঁ।
মানহুঁ মোহিঁ সিখাবন দেহীঁ ॥ ৭ ॥
সঙ্গ লাই করিণী করি লেহীঁ।
মানহুঁ মোহিঁ শিখাওন দেহীঁ ॥ ৭ ॥

দেখ হস্তিনী হাতির সঙ্গে মিলিয়া আছে, বিবেচনা কর আমাকে শিক্ষা দিতেছে কি তুমি জানকীকে কেন ছাড়িয়া কোথায় গিয়াছিলে ॥ ৭ ॥

শাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়।
ভূপ সুসেবিত বশনহিঁ লেখিয় ॥ ৮ ॥
শাস্ত্র সুচিন্তিত পুনি পুনি দেখিয়।
ভূপ সুসেবিত বশনহিঁ লেখিয় ॥ ৮ ॥

হে লক্ষ্মণ! নীতি এই যে, বার বার শাস্ত্র আলোচনা করত আয়ত্ত হইলে আর চিন্তা করিয়া দেখা হয় না, তখন শাস্ত্রের অভ্যাসও থাকে না। দিবানিশি কাছে থাকিয়া রাজ সেবা করিতে করিতে যদি কখন এক বার কিছু ত্রুটি হয় তখন রাজা আপন বশে না হইয়া দণ্ড হেতু হয়েন ॥ ৮ ॥

राखिय नारि यदपि उर माहीं।
युवती शास्त्र नृपति बश नाहीं॥ ९॥
রাখিয় নারি যদপি উর মাহীঁ ।
যুবতী শাস্ত্র নৃপতি বশ নাহী ॥ ৯ ॥

স্ত্রীকে হৃদয়ে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়া যদি এক বার ত্যাগ হয় তাহা হইলে স্বতন্ত্র হইয়া হাতছাড়া হইয়া থাকে। যুবতী স্ত্রী, শাস্ত্র ও নৃপতি কখন বশে থাকে না ॥ ৯ ॥

देखहु तात बसन्त सुहावा।
प्रिया हीन मोहि भय उपजावा॥ १०॥
দেখহু তাত বসন্ত সুহাওয়া ।
প্রিয়া হীন মোহিঁ ভয় উপজাওয়া ॥ ১০ ॥

শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে তাত ! দেখ তুমি সেনা সহিত কাম উপস্থিত। মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! রঘুনাথ এখানে অতি বিরহ বিয়োগ শৃঙ্গার দেখাইতেছেন। দেখ স্বাভাবিক বসন্ত ঋতু উপস্থিত। আমার জানকী বিহীন জানিয়া ভয় দেখাইতেছে ॥ ১০ ॥

विरह विकल बलहीन मोहिं जानिसि निपट अकेल।
सहित विपिन मधुकर खग मदन कीन्ह बगमेल॥ ११॥
বিরহ বিকল বলহীন মুহিঁ জানিসি নিপট অকেল।
সহিত বিপিন মধুকর খগন মদন কীন্‌হ বগমেল ॥ ১১ ॥

হে তাত! আমাকে জানকী বিরহে বিকল, তাহাতে বল হীন একাকী জানিয়া মদন আপন সেনা বল সহ মধুকর খগ মৃগ ইত্যাদিকে এই সময়ে আমাকে জয় করিবার জন্য বনে ছাড়িয়া দিয়াছে ॥ ১১ ॥

দেখি গয়ত ধাতা সহিত তাসু দুত সুনি বাত।
ছেরা কীনুহ্যঙ মনহুঁ তিন কটক ন ভট কহি জাত ॥ ১২॥

দেখি গয়উ ধাতা সহিত তাসু দূত সুনি বাত।
ছেরা কীনুহ্যউ মনহুঁ তিন কটক ন ভট কহি জাত ॥ ১২ ॥

তখন হে তাত! কামের দূত ত্রিবিধ পবন তোমা সহিত আমাকে দেখিয়া কন্দর্পকে গিয়া কহিল, ভ্রাত মহাবীর সঙ্গে আছে, এই কথা শুনিয়া কামের সেনাগণ স্থির হইয়া রহিল। কারণ তুমি বিরহী নহ তোমার ভয়ে সেনাপতি এক স্থানে সৈন্যগণ রাখিয়া কোথাও গমন করিল না ॥ ১২ ॥

বিটপ বিশাল লতা অরু ঝানী।
বিবিধ বিতান দিয়ে জনু তানী ॥ ১৩ ॥

বিটপ বিশাল লতা অরু ঝানী।
বিবিধ বিতান দিয়ে জনু তানী ॥ ১৩ ॥

দেখ বড় বড় বৃক্ষে লতা উঠিয়া ঝুকিয়া ছত্রাকার হইয়া রহিয়াছে, মনে বয় বিবিধ প্রকারের বিতান টানিয়া দিয়াছে ॥ ১৩ ॥

কদলি তালবর ধ্বজা পতাকা।
দেখত মোহ ধীর মন জাকা ॥ ১৪ ॥

কদলি তালবর ধ্বজা পতাকা।
দেখত মোহ ধীর মন জাকা ॥ ১৪ ॥

রাজার সেনাগণের ধ্বজা পতাকা থাকে। এখানে তালগাছ ধ্বজা, কলাগাছ পতাকা, ইহার সেনাকে দেখিয়া যে মোহিত না হয় তাহার মন বড় ধৈর্য্য জানিবে ॥ ১৪ ॥

বিবিধ ভাঁতি ফুলে নভ নানা।
জ[illegible] ॥

বিবিধ ভাঁতি ফুলে তরু নানা।
জনু বানৈত বনৈ বহু বানা ॥ ১৫ ॥

হে তাত! নানা প্রকার তরুতে বিবিধ প্রকার ফুল ফুটিয়া আছে। যেন বিস্তর বাণ ও অনেক ধনুকে সমাচ্ছন্ন হইয়াছ ॥ ১৫ ॥

কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহায়ে।
জনু ভট বিলগ বিলগ হ্বৈ ছায়ে ॥ ১৬ ॥
কহুঁ কহুঁ সুন্দর বিটপ সুহাযে।
জনু ভট বিলগ বিলগ হৈব ছাযে ॥ ১৬ ॥

কোথাও কোথাও বিভিন্ন বিটপে শোভিত হইয়াছে যেন স্বতন্ত্র হইয়া আপন আপন স্থান খাড়া করিয়া সেনা উপবিষ্ট হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

কূজত পিক মানহুঁ গজ মাতে।
ঢেক মহোখ ঊঁট বিসরাতে ॥ ১৭ ॥
কুঞ্জত পিক মানহুঁ গজ মাতে।
ঢেক মহোখ উঁট বিসরাতে ॥ ১৭ ॥

পিক যে কোকিল বসন্তে মত্ত হইয়া কুঞ্জত কহে ডাকিতেছে। তাহাতে বিবেচনা কর, হস্তিগণ মত্ত হইয়াছে। ঢেক এক প্রকার পাখী তাহাকে উটের পংক্তি বিবেচনা কর এবং মহোখ এক প্রকার পাখী তাহারা সকলে ব্যসনাসক্ত হইয়াছে ॥ ১৭ ॥

মোর চকোর কীর বর বাজী।
পারাবত মরাল সব তাজী ॥ ১৮ ॥
মোর চকোর কীর বর বাজী।
পারাবত মরাল সব তাজী ॥ ১৮ ॥

নানা জাতি ময়ূর, চকোর, কীর অর্থাৎ শুক পক্ষী, অশ্ব, কপোত, হংস, তাজী এক প্রকার ঘোঁড়া ॥ ১৮ ॥

তীতর লাবা পদচর যুথা ।

বরণি ন জাই মনোজ বরুথা ॥ ১৯ ॥

তীতর লাবা পদচর যুথা ।

বরণি ন জাই মনোজ বরূথা ॥ ১৯ ॥

তিত্তিরি, লাব ইত্যাদি চতুষ্পদ যুথকে যুথ হে ভাত ! ইহারা মনোজ সেনা, বর্ণনা করা যায় না ॥ ১৯ ॥

রথ গিরি শিলা দুন্দুভী ঝরনা ।

চাতক বন্দী গুণ গণ বরনা ॥ ২০ ॥

রথ গিরি শিলা দুন্দুভী ঝরনা ।

চাতক বন্দী গুণ গণ বরণা ॥ ২০ ॥

পর্ব্বতের যে শিলা তাহাতে অনেক রথ অবস্থিত আছে। এবং পর্ব্বতের ঝর্ণা বাদ্যের দুন্দুভি কহে নাগরা বাজাইতেছে এবং চাতকেরা বন্দী স্বরূপ রাজার গুণ বর্ণন করিতেছে ॥ ২০ ॥

মধুকর মুখর ভেরি সহনাঈ ।

ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠী আঈ ॥ ২১ ॥

মধুকর মুখর ভেরি সহনাই ।

ত্রিবিধ বয়ারি বসীঠী আই ॥ ২১ ॥

মধুকরেরা গুঞ্জ গুঞ্জ রবে যে ফুলের মধুপান করিতেছে তাহা ভেরী ও শানাই স্বরূপ। পুনঃ মধুকরেরা গাণ করিতেছে, ময়ূর নাচিতেছে এবং শীতল মন্দ সুগন্ধ পবন এই কামের দূত আসিয়াছে ॥ ২১ ॥

চতুরঙ্গিনী সেন সঙ্গ লীন্হে ।

বিচরে সবহিঁ চুনৌতী দীন্হে ॥ ২২ ॥

চতুরঙ্গিনী সেন সব লীনহে।

বিচরত সবহিঁ চুনৌতী দীনহে ॥ ২২ ॥

হে ভাই লক্ষ্মণ! কন্দর্প চতুরঙ্গিনী সেনা সঙ্গে বনে বিচরণ করিতেছে এবং সকলকে জানাইয়া দিতেছে কি মুনি যোগী জ্ঞানী ধ্যানী বিরক্ত আদি যে কেহ বীর হও তাহারা আসিয়া আমার সম্মুখ হও ॥ ২২ ॥

লছমন দেখত কাম অনীকা।

রহহিঁ ধীর তিন কৈ জগ লীকা ॥ ২৩ ॥

লক্ষ্মণ দেখত কাম অনীকা।

রহহিঁ ধীর তিন কৈ জগ লীকা ॥ ২৩ ॥

হে লক্ষ্মণ! এই কামের প্রলোভন দেখিয়া যে জন ধৈর্য্য হইয়া থাকে, যাহার মন বিচলিত না হয়, তাহাকে এই জগতে ধীর বলিয়া গণ্য করা যায় ॥ ২৩ ॥

এহিকে এক পরম বল নারী।

তেহি তেঁ উবর সুভট সোই ভারী ॥ ২৪ ॥

এহিকে এক পরম বল নারী।

ত্যহিতে উবর সুভট সোই ভারী ॥ ২৪ ॥

হে তাত! এই কামরাজার অতি বলবতী পরমা সুন্দরী রমণী আছে, যে কেহ তাহাতে মোহিত না হয় সেই [illegible] ॥ ২৪ ॥

তাত তীনি অতি প্রবল [illegible] কাম ক্রোধ অরু লোভ।

মুনি বিজ্ঞান ধাম মন করহিঁ নিমিষ মহ ছোভ ॥ ২৫ ॥

তাত তীনি অতি প্রবলয়ে কাম ক্রোধ অরু লোভ।

মুনি বিজ্ঞান ধাম মন করহিঁ নিমিষ মহ ক্ষোভ ॥ ২৫ ॥

হে তাত! কাম ক্রোধ লোভ এই তিন অতি প্রবল

কন্দর্প রাজের প্রধান সেনাপতি ইহারা বিজ্ঞান ধ্যানের তৎপর থাম, এরূপ মুনির মনে এক নিমিষে ক্ষোভ জন্মাইয়া দেয় অর্থাৎ সন্দেহ সংযুক্ত বিক্ষেপ করিয়া দেয় ॥ ২৫ ॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারন্নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধ স্তথা লোভ স্তস্মাদেৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

लोभके इच्छा दम्भ बल कामके केवल नारी।
क्रोधके परुष वचन बल मुनिवर कहहिं विचारी ॥ २६ ॥

লোভকে ইচ্ছা দম্ভ বল কামকে কেবল নারী।
ক্রোধকে পরুষ বচন বল মুনিবর কহহিঁ বিচারি ॥ ২৬ ॥

হে তাত! লোভের বলে যখন দম্ভ বলবান্ হয় এবং দম্ভকে স্বীকার করিলে লোভ জয়ী হয়। কামের বল কেবল স্ত্রীতে ইচ্ছা অর্থাৎ স্ত্রীকে দেখিয়া হাব ভাব হাস্য ব্যবহার ইত্যাদি করিলে কাম জয়ী হয়। ক্রোধের বলে কর্কশ বচন অর্থাৎ বিরুদ্ধ ব্যঙ্গ বচন তর্ক নিন্দাবাদ বিবাদ ইত্যাদিতে ইচ্ছা করিলে তখন ক্রোধ জয়ী হয়। ইহাই মুনিবরেরা বিচার করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

गुणातीत स चराचर स्वामी।
राम उमा सब अन्तरयामी ॥ २७ ॥

গুণাতীত স চরাচর স্বামী।
রাম উমা সব অন্তরযামী ॥ ২৭ ॥

হে পার্ব্বতি! এই প্রপঞ্চ সমুদায় গুণের প্রভাব। চরাচর স্বামী শ্রীরামচন্দ্র গুণাতীত, সকলের অন্তর্যামী এই সমুদায় আপন লীলা করিতেছেন ॥ ২৭ ॥

कामिनकी दीनता देखाइ।
धीरनको मन बिरति दृढ़ाइ ॥ २८ ॥

কামিনকৈ দীনতা দেখাই।
ধীরনকে মন বিরতি দৃঢ়াই॥ ২৮ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি ! কামিনীগণকে দীনতা দেখাইতেছেন। ধৈর্য্যবান্ পুরুষের ধৈর্য্যতা দেখাইয়া বৈরাগ্য দৃঢ়তা করিতেছেন। এই সমুদায় ত্যাগ করা শ্রেয়স্কর ॥ ২৮ ॥

क्रोध मनोज मोह मद माया।
छुटहिं सकल राम की दाया ॥ २९ ॥

ক্রোধ মনোজ মোহ মায়া।
ছুটহিঁ সকল রাম কী দায়া॥ ২৯ ॥

হে পার্ব্বতি! ক্রোধ, মনোজ, মোহ, মদ, মায়া ইত্যাদি রঘুনাথের কৃপায় ত্যাগ হইয়া থাকে। তখন শ্রীরামচন্দ্রের বিবেক হেতু কৃপা করিয়া জানাইয়া দিতেছেন ॥ ২৯ ॥

सोइ नर इन्द्रजाल नहिं भूला।
जापर होइ सो नट अनुकूला ॥ ३० ॥

সোই নর ইন্দ্রজাল নহিঁ ভূলা।
জাপর হোই সো নট অনুকূলা॥ ৩০।

হে পার্ব্বতি ! নটের সাধক যে নর সেই নটকে ইন্দ্রজালে ভুলে না, কারণ নট উহারই উপর অনুকূল হয়। সেই মত প্রাণী সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্ণাশ্রম অহং মম ইত্যাদি সমুদায় ত্যাগ করিয়া এবং শ্রীরামের অনন্য সেবক অচ্যুত গোত্র তাহা এই শ্রীরামচন্দ্রের প্রাকৃত নট খেলার নহে। সংসার তারণ হেতু স্বামী লীলা জানিবে, ইহা দিব্য

চরিত্র। কারণ উহার প্রতি শ্রীরামচন্দ্র অনুকূল আছেন ॥ ৩০ ॥

उमा कहौं मैं अनुभव अपना।

सत हरि भजन जगत सब सपना ॥ ३१ ॥

উমা কহোঁ মৈঁ অনুভব অপনা।

সত হরি ভজন জগত সব সপনা ॥ ৩১ ॥

মহাদেব কহিলেন, হে উমা। এখন আমি আপন অনুভব সিদ্ধান্ত কহিতেছি। শ্রীরামচন্দ্রের ভজন সত্য এবং সম্পূর্ণ জগৎ ব্যবহার সহিত স্বপ্নবৎ অসত্য ॥ ৩১ ॥

पुनि प्रभु गये सरोवर तीरा।

पम्पा नाम सुभग गम्भीरा ॥ ३२ ॥

পুনি প্রভু গয়ে সরোবর তীরা।

পম্পা নাম সুভগ গম্ভীরা ॥ ৩২ ॥

পুনরায় রঘুনাথ অতি সুন্দর গভীর জল বিশিষ্ট পম্পা নাম সরোবর তীরে গমন করিলেন ॥ ৩২ ॥

सन्त हृदय जस निर्मल बारी।

बान्धे घाट मनोहर चारी ॥ ३३ ॥

সন্ত হৃদয় যস নির্মল বারী।

বান্ধে ঘাট মনোহর চারী ॥ ৩৩ ॥

পম্পা সরোবরের জল কেমন নির্ম্মল, যেমন সাধুগণের হৃদয় নির্ম্মল হয়। উহার চারিদিকে চারটি মনোহর ঘাট বাঁধা [illegible] সাধুর হৃদয় যোগ বৈরাগ্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানে [illegible] ভক্তি জল ও অনেক দ্রব্য গুণ যাহা আছে ত[illegible] মগ বিহঙ্গাদি ॥ ৩৩ ॥

জহঁ তহঁ পিযহিঁ বিবিধ মৃগ নীরা।
জিমি উদার গৃহ যাচক ভীরা ॥ ৩৪ ॥
জহঁ তহঁ পিয়হিঁ বিবিধ মৃগ নীরা।
জিমি উদার গৃহ যাচক ভীরা ॥ ৩৪ ॥

যেখানে সেখানে মৃগ বিহঙ্গাদি জল পান করিতেছে যেমন উদার ধর্ম্ম যাচকের ভিড় হইয়া রহিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

পুর ইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইয় মর্ম্ম।
মাযা ছন্নন দেখিয়ে জৈসে নির্গুণ ব্রহ্ম ॥ ৩৫ ॥
পুর ইনি সঘন ওট জল বেগ ন পাইয় মর্ম্ম।
মায়া ছন্নন দেখিযে জৈসে নির্গুণ ব্রহ্ম ॥ ৩৫ ॥

সেই সরোবর ঘন মেঘাচ্ছন্ন হওয়ায় উহার জল শীঘ্র দৃশ্য হয় না, যেমন মায়ার আচরণে সর্ব্বব্যাপক নির্গুণ ব্রহ্ম হৃদয় মধ্যে দৃশ্য হয় না ॥ ৩৫ ॥

সুখী মীন সব এক রস অতি অগাধ জল মাহিঁ।
যথা ধর্ম্মশীলন কে দিন সুখ সংযুত জাহিঁ ॥ ৩৬ ॥
সুখী মীন সব এক রস অতি অগাধ জল মাহিঁ।
যথা ধর্ম্মশীলন কে দিন সুখ সংযুত জাহিঁ ॥ ৩৬ ॥

সেই সরোবরের অতি অগাধ জলে যে সকল মৎস্য আছে তাহারা এক রস পরম সুখে বাস করে। যেমন ধর্ম্ম শীল পুরুষের দিন সুখে যাপন হয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত
রামায়ণ অনুবাদে অরণ্যকাণ্ডে শ্রীরামচন্দ্রের
বিবাহ পম্পাসর প্রাপ্ত শোভা বর্ণন।

বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা।

মধুর মুখর গুঞ্জহিঁ বহু ভৃঙ্গা ॥ ১ ॥

বিকসে সরসিজ নানা রঙ্গা।

মধুর মুখর গুঞ্জহিঁ বহু ভৃঙ্গা ॥ ১ ॥

শ্রীরামচন্দ্রের নিকট নারদ মুনির আগমন।

মহাদেব কহিলেন, হে পার্ব্বতি! সেই সরোবরে নীল হরিত অরুণ শ্বেত পীত পঞ্চ রঙ্গের কমল ফুল ফুটিয়া আছে। সেই কমলের মকরন্দ হেতু মধুকরের মধুর মুখর গুঞ্জান শোভিত হইয়াছে ॥ ১ ॥

বোলত জল কুক্কুট কলহংসা।

প্রভু বিলোকি জনু করত প্রশংসা ॥ ২ ॥

বোলত জল কুক্কুট কলহংসা।

প্রভু বিলোকি জনু করত প্রশংসা ॥ ২ ॥

সেই পম্পা সরোবরে জলকুক্কুট এক প্রকার জলচর পক্ষী এবং হংস কল নাম সুন্দর বাক্য বলিতেছে। যেন শ্রীরামচন্দ্রকে দেখিয়া স্তব করিতেছে ॥ ২ ॥

প্রশংসা অর্থাৎ স্তুতি।

চক্রবাক বক খগ সমুদাই।

দেখত বনৈ বরণি নহিঁ জাই ॥ ৩ ॥

চক্রবাক বক খগ সমুদাই।

দেখত বনৈ বরনি নহিঁ জাই ॥ ৩ ॥

চক্রবাক অর্থাৎ চকাচকি বক ইত্যাদি পক্ষীগণে পরম শোভিত হইয়াছে, সে সৌন্দর্য্যের কথা বর্ণনা করা যায় না ॥ ৩ ॥

सुन्दर खग गण गिरा सुहाई ।

जात पथिक जनु लेत बोलाई ॥ ४ ॥

সুন্দর খগগণ গিরা স্বহাই ।

জাত পথিক জনু লেত বোলাই ॥ ৪ ॥

বিবিধ সুন্দর পক্ষীগণের মুখের শব্দে পরম শোভায়মান হইয়াছে, যেন পথিকগণকে ডাকিয়া বলিতেছে কি জল পান করিয়া যাও ॥ ৪ ॥

ताल समीप मुनिन गृह छाये ।

चहुँ दिशि कानन विटप लगाये ॥ ५ ॥

তাল সমীপ মুনিন গৃহ ছায়ে ।

চহুঁ দিশি কানন বিটপ লগায়ে ॥ ৫ ॥

সরোবরের চারি দিকে মুনিগণ সুন্দর পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বিরাজিতেছেন এবং বৃক্ষ সকল রোপণ করিয়াছেন ॥ ৫ ॥

चम्पक बकुल कदम्ब तमाला ।

पाटल पनस पलास रसाला ॥ ६ ॥

চম্পক বকুল কদম্ব তমালা ।

পাটল পনস পলাস রসালা ॥ ৬ ॥

চম্পক, বকুল, কদম্ব, তমাল, শ্যাম ও গৌর বর্ণের উহা দেবতরু এবং কোথাও পাটল লতাকেও বলে, পনস অর্থাৎ কাঁঠাল, পলাস, আম ইত্যাদি উত্তম বৃক্ষ চারি দিকে লাগান আছে ॥ ৬ ॥

नव पल्लव कुसुमित तरु नाना ।

चञ्चरीक पटली कर गाना ॥ ७ ॥

নব পল্লব কুসুমিত তরু নানা।
চঞ্চরীক পটলী কর গানা॥ ৭॥

নিত্য বিবিধ রক্ষের নবীন পল্লব প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এবং তাহার পুষ্পের উপরে ভ্রমর পংক্তিকে পংক্তি গান করিতেছে॥ ৭॥

শীতল মন্দ সুগন্ধ স্বভাত।
সন্তত বহৈ মনোহর বাত॥ ৮॥
শীতল মন্দ সুগন্ধ স্বভাউ।
* সন্তত বহৈ মনোহর বাউ॥ ৮॥

শীতল মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবন স্বাভাবিক নিরন্তর মনোহর বহিতেছে॥ ৮॥

কহুঁ কহুঁ কৌকিল ধ্বনি করহীঁ।
সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ॥ ৫॥
কহুঁ কহুঁ কোকিল ধ্বনি করহীঁ।
সুনি রব সরস ধ্যান মুনি টরহীঁ॥ ৯॥

কোথাও কোথাও কোকিলেরা অতি মধুর ধ্বনি করিতেছে। যাহা শুনিয়া মুনিগণের ধ্যান ভঙ্গ হইয়া থাকে॥ ৯॥

ফল ভারেন নব বিটপ সব রহে ভূমি নিয়রায়।
পর উপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পায॥ ১০॥
ফল ভারন নব বিটপ সব রহে ভূমি নিয়রায়।
পর উপকারী পুরুষ জিমি নবহিঁ সুসম্পতি পায॥ ১০॥

সমুদায় তরুগণ নিত্য নবীন রসময় ফলভরে ভূমিতে নত হইয়াছে। যেমন পরোপকারী যে পুরুষ সে সুসম্পত্তি পাইয়া নত হইয়া চলে॥ ১০॥

দেখি রাম অতি রুচির তলাবা।
মজ্জন কীন্‌হ পরম সুখ পাবা ॥ ১১ ॥
দেখি রাম অতি রুচির তলাওয়া।
মজ্জন কীন্‌হ পরম সুখ পাওয়া ॥ ১১ ॥

হে পার্ব্বতি! শ্রীরামচন্দ্র অতি মনোহর পুষ্করিণী দেখিয়া স্নান করিতে লাগিলেন। শ্রীরামচন্দ্র ও সরোবর উভয়ই পরম সুখ প্রাপ্ত হইল ॥ ১১ ॥

দেখি এক সুন্দর তরু ছায়া।
বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥ ১২ ॥
দেখি এক সুন্দর তরু ছায়া।
বৈঠে অনুজ সহিত রঘুরায়া ॥ ১২ ॥

তারপর এক অ[illegible] ছায়া দেখিয়া অনুজ সহিত রঘুনাথ বসিলে[illegible]

তহ্‌ পুনি সকল দেব [illegible]ায়ে।
অস্তুতি করি নিজ ধাম [illegible]ধায়ে ॥ ১৩ ॥
তহঁ পুনি সকল দেব মুনি আয়ে।
অস্তুতি করি নিজ ধাম সিধায়ে ॥ ১৩ ॥

সেই খানে শ্রীরামচন্দ্র সুখাসীন জানিয়া ব্রহ্মা আদি দেবতা এবং অনেক মুনি আসিতে লাগিলেন। তাঁহারা ফুল বর্ষণ করত স্তুতি করিয়া নিজ নিজ স্থানে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা।
কহত অনুজ সন কথা রসালা ॥ ১৪ ॥
বৈঠে পরম প্রসন্ন কৃপালা।
কহত অনুজ সন কথা রসালা ॥ ১৪ ॥

রঘুনাথ সুখে উপবেশন করিয়া অতি প্রসন্নতা পূর্ব্বক লক্ষ্মণকে বিরহ সংযুক্ত রসাল কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৪ ॥

बिरहवन्त भगवन्त हि देखी।

नारद मन भा सोच बिशेषी ॥ १५ ॥

বিরহবন্ত ভগবন্ত হি দেখী।

নারদ মন ভা শোচ বিশেষ ॥ ১৫ ॥

শ্রীরামচন্দ্রকে বিরহযুক্ত দেখিয়া নারদের মনে বিশেষ শোকোদয় হইল ॥ ১৫ ॥

मोर स्राप करि अङ्गीकारा।

सहत राम नाना दुख भारा ॥ १६ ॥

মোর শাপ করি অঙ্গীকারা।

সহত রাম নানা দুখ ভারা ॥ ১৬ ॥

নারদ বিবেচনা করিলেন, আমার শাপ অঙ্গীকার করিয়া শ্রীরামচন্দ্র নানা প্রকার দুঃখ ভার সহ্য করিতেছেন ॥ ১৬ ॥

শাপের কথা গোঁসাই বাল কাণ্ডে
বর্ণন করিয়াছেন।

ऐसे प्रभुहिं बिलोकौं जाई।

पुनि न बनी अस अवसर आई ॥ १७ ॥

ঐসে প্রভুহিঁ বিলোকৌঁ জাই।

পুনি ন বনী অস অবসর আই ॥ ১৭ ॥

তাহাতে এরূপ ভক্ত পণ ধারী প্রভুকে দর্শন করিতে চাই এরূপ অবসর আর হইবে না ॥ ১৭ ॥

यह बिचारी नारद कर बीना ।
गये जहां प्रभु सुख आसीना ॥ १८ ॥
ইহ বিচারি নারদ কর বীনা ।
গয়ে জহাঁ প্রভু সুখ আসীনা ॥ ১৮ ॥

এই বিবেচনা করিয়া বীণা হস্তে নারদ যে খানে শ্রীরামচন্দ্র সুখাসীন ছিলেন তথায় গমন করিলেন ॥ ১৮ ॥

गावत राम चरित मृदु बानी ।
प्रेम सहित बहु भांति बखानी ॥ १९ ॥
গাওত রাম চরিত মৃদু বানী
প্রেম সহিত বহু ভাঁতি বখানী ॥ ১৯ ॥

প্রেমের সহিত শ্রীরাম চরিত গান এবং মৃদু বচনে অনেক গুণ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু সমীপে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯ ॥

करत दण्डवत लिये उठाई ।
राखे बहुत बार उर लाई ॥ २० ॥
করত দণ্ডবত লিয়ে উঠাই ।
রাখে বহুত বার উর লাই ॥ ২০ ॥

নারদের আগমন দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র উঠিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে, নারদ মুনি রঘুনাথকে তুলিয়া বার বার হৃদয়ে সংলগ্ন করিলেন ॥ ২০ ॥ ইহার বিপরীত অর্থও হয় ।

स्वागत पूंछि निकट बैठारे ।
लछमन सादर चरण पखारे ॥ २१ ॥
স্বাগত পূঁছি নিকট বৈঠারে ।
লছমন সাদর চরণ পখারে ॥ ২১ ॥

তারপর শ্রীরামচন্দ্র নারদকে আদর পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মুনীশ্বর! কি জন্য আপনি কৃপা করিয়া আগমন করিলেন। কেবল কি দর্শন হেতু? পুনরায় আদর পূর্ব্বক সুন্দর আসনে উপবেশন করাইলে লক্ষ্মণ জল লইয়া আদরে পা ধুইয়া দিলেন ॥ ২১ ॥

নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয় জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি ॥ ২২ ॥
নানা বিধি বিনতী করি প্রভু প্রসন্ন জিয় জানি।
নারদ বোলে বচন তব জোরি সরোরুহ পানি ॥ ২২ ॥

তারপর নারদ মুনি শ্রীরামচন্দ্রকে অতি প্রসন্ন জানিয়া নানা প্রকার স্তুতি করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সুন্দর বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ২২ ॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসী দাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে নারদ মুনির আগমন বর্ণন।

সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক।
সুন্দর অগম সুগম বর দায়ক ॥ ১ ॥
সুনহু উদার সহজ রঘুনায়ক।
সুন্দর অগম সুগম বর দায়ক ॥ ১ ॥

শ্রীরামচন্দ্র ও নারদ মুনির প্রশ্নোত্তর এবং নারদের ব্রহ্ম পুরে গমন।

নারদ কহিলেন, হে শ্রীরামচন্দ্র! তুমি সহজেই উদার অতি সুন্দর যে অগম বর তাহা প্রদান করিয়া থাক ॥ ১ ॥

देहु एक बर मांगी स्वामी।
यद्यपि जानत अन्तर्यामी ॥ २ ॥
দেহু এক বর মাঁগোঁ স্বামী।
যদ্যপি জান॰ ৴ র্ত্তর্যামী ॥ ২ ॥
যদ্যপি ু ম সকলের অন্তর্যামী হে স্বামি! তথাপি তোমা ৷ ৷কট এক বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ২ ॥
जानहु मुनि तुम मोर सुभाउ।
जन सन कबहु कि करौं दुराउ ॥ ३ ॥
জানহু মুনি তুম মোর স্বভাউ।
জন সন কবহু কি করোঁ দুরাউ ॥ ৩ ॥
শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনে! তুমি আমার স্বভাব জানিতেছ, আমার ভক্তজনের কিছুই দুষ্প্রাপ্য নাই ॥ ৩ ॥
कवनि वस्तु अति प्रिय मोहिं लागी।
जो मुनिवर तुम सकहु न मागी ॥ ४ ॥
কউনি বস্তু অতি প্রিয় মহিঁ লাগী।
জো মুনিবর তুম সকহু ন মাঁগী ॥ ৪ ॥
হে মুনে! এমন কি আমার প্রিয় বস্তু আছে যাহা তুমি প্রার্থনা করিতে পার ॥ ৪ ॥
जन कहं कछु अदेय नहिं मोरे।
अस बिस्वास तजहु जनि भोरे ॥ ५ ॥
জন কহঁ কছু অদেয় নহিঁ মোরে।
অস ৷বশ্বাস ঃজহু জ৷ন ভোরে ॥ ৫ ॥

হে মুনে! আমার আপন ব্যক্তিকে কিছুই অদেয় নাই এমত বিশ্বাস করিও, ভুলিয়া অন্য মত ত্যাগ করিবে ॥ ৫ ॥

তব নারদ বোলে হর্ষাই।

অস বর মাগৌঁ করৌঁ ঢিঠাই ॥ ৬ ॥

তব নারদ বোলে হর্ষাই।

অস বর মাগৌঁ করৌঁ ঢিঠাই ॥ ৬ ॥

তখন হর্ষিত হওত নারদ কহিলেন, আমি বশবর্ত্তি হইয়া এই বর প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬ ॥

এখনে ইহা ধ্বনি মাত্র। যদ্যপি এরূপ নাম তোমার বেদে বলে যে আপনার পরোক্ষ বাক্য। আমি আপনার নিকট প্রত্যক্ষ বাক্যে বরদান চাহিতেছি। আমি আদি জীব যিনি ব্রহ্মাণ্ড কোশে আছেন তাঁহার মুখে এক বার রাম নাম এরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাই মন বচন কর্ম্ম দোষ এবং জন্মমরণ সম্পূর্ণ নাশ হইয়া তোমারি পাদ প্রাপ্ত হই। এই রূপ চারি যুগে সদা এই বর পাই, যাহাতে সর্ব্বজীবের সহজে কল্যাণ হয়।

যদ্যপি প্রভুকে নাম অনেকা।

শ্রুতি কহ অধিক এক তে একা ॥ ৭ ॥

যদ্যপি প্রভুকে নাম অনেকা।

শ্রুতি কহ অধিক এক তে একা ॥ ৭ ॥

হে প্রভো! যদ্যপি তোমার নাম অনেক এবং এক হইতে এক অধিক বেদে কীর্ত্তন করে ॥ ৭ ॥

তাহাতে সমুদায়ই প্রভুর স্বরূপ একতা করিবা

শ্রীরামচন্দ্রকে কহিতেছেন। এখানে প্রভু শ্রীরামচন্দ্র পরাৎপর ব্রহ্ম মূর্ত্তি কহিয়াছেন।

রাম সকল নামন তে অধিকা।

হোউ নাথ অঘ খগগণ বধিকা ॥ ৮ ॥

রাম সকল নামন তে অধিকা।

হোউ নাথ অঘ খগগণ বধিক [illegible]

তোমার সকল নামের অপেক্ষ [illegible] ম [illegible] ম অধিক শোকে দুঃখে প্রীতিতে ও অপ্রীতি [illegible] এই রাম নাম করিলে মন বচন ও কর্ম্মের অনে [illegible] পাপ [illegible] বিহঙ্গ তাহা নাশ করিবার অধিক অর্থাৎ

এরূপ সর্ব্বকালে এক রস থাকে এং বর [illegible] পাই ॥ ৮ ॥

রা [illegible] ভক্তি তব রাম নাম স্বই সোম।

অপর নাম উডুগণ বিমল বসন্ত ভক্তি উর ব্যোম [illegible] ॥

র [illegible] ভক্তি তব রাম নাম স্বই সোম।

অ [illegible] র নাম উডুগণ বিমল বসন্ত ভক্তি উর ব্যো [illegible] ॥ ৯ ॥

হে রামচন্দ্র। রাকা বলে পৌর্ণমাসীর রাত্রি, সেই তোমার ভক্তি, রাম নাম পূর্ণ চন্দ্রমা, সাধুগণের অন্তঃকরণ সেই আকাশ, সেই খানে অবস্থিতি করুন্ এই বর প্রার্থনা করি। এবং অপর নাম যে তোমার অপর স্বরূপ সেই বিমল নক্ষত্র তাহাতেও বাস করুন্। চন্দ্রমা নক্ষত্রগণের রাজা। যেমন পরমেশ্বরের অনন্ত নাম সেই সকলের রাজা রাম নাম। চন্দ্রমা আপন ঐশ্বর্য্যে নক্ষত্রগণের ঐশ্বর্য্য মন্দ করিয়া দেয়, কিন্তু রাম নামের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ করিয়া রাখে ॥ ৯ ॥

एवमस्तु मुनिसन कह्यउ कृपासिन्धु रघुनाथ ।
तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो माथ ॥ १० ॥
এবমস্তু মুনি সব কহ্যউ কৃপাসিন্ধু রঘুনাথ।
তব নারদ মন হর্ষ অতি প্রভু পদ নায়ো মাথ ॥ ১০ ॥

তখন কৃপার সাগর শ্রীরামচন্দ্র মুনিকে এবমস্তু কহিলে নারদ মনো মধ্যে অতিশয় হর্ষিত হইয়া শ্রীরামের চরণারবিন্দে মস্তকাবনত করিলেন ॥ ১০ ॥

अति प्रसन्न रघुनाथहि जानी ।
पुनि नारद बोले मृदु बानी ॥ ११ ॥
অতি প্রসন্ন রঘুনাথহিঁ জানী।
পুনি নারদ বোলে মৃদু বানী ॥ ১১ ॥

তারপর রঘুনাথকে অতি প্রসন্ন জানিয়া নারদ মুনি পুনরায় মৃদু বচনে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

राम जबहिं प्रेरयहु निज माया ।
मोह्यउ मोहिं सुनहु रघुराया ॥ १२ ॥
রাম জবহিঁ প্রেরযহু নিজ মাযা।
মোহ্যউ মোহিঁ সুনহু রঘুরায ॥ ১২ ॥

হে রামচন্দ্র! যখন তুমি আমার উপর আপন মায়াকে পাঠাইয়াছিলে তখন তাহাতে আমাকে মোহিত করিয়াছিল ॥ ১২ ॥

तब बिवाह मैं चाहौं कीन्हा ।
प्रभु क्यहि कारण करै न दीन्हा ॥ १३ ॥
তব বিবাহ মৈঁ চাহৌঁ কীন্হা।
প্রভু ক্যহি কারণ করৈ ন দীন্হা ॥ ১৩ ॥

তারপর আবার বিবাহ করিতে চাহিলে তখন হে প্রভো! কি কারণ করিতে দেন নাই ॥ ১৩ ॥

সুনু মুনি তোহিঁ কহৌঁ সহ রোষা।

ভজহিঁ জো মোহিঁ তজি সকল ভরোসা ॥ ১৪ ॥

সুনু মুনি তোহিঁ কহোঁ সহ রোষা।

ভজহিঁ যোহিঁ তজি সকল ভরোসা ॥ ১৪ ॥

প্রভু কহিলেন, হে মুনে! শ্রবণ কর, আমি তোমাকে সত্যসঙ্কল্প করিয়া কহিতেছি সমুদায় ভরসা ত্যাগ করিয়া আমাকে ভজনা কর ॥ ১৪ ॥

ভরোসা অর্থাৎ ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ।

করৌ সদা তিনকৈ রখবারী।

জিমি বালক পালৈ মহতারী ॥ ১৫ ॥

করৌ সদা তিনকৈ রখওয়ারী।

জিমি বালক পালৈ মহতারী ॥ ১৫ ॥

আমি তাহাদের সতত রক্ষা করিয়া থাকি, যেমন মাতা বালককে পালন করে ॥ ১৫ ॥

গহি শিশু বচ্ছ অনল অহি ধাই।

তহঁ রাখৈ জননী অরগাই ॥ ১৬ ॥

গহি শিশু বচ্ছ অনল অহি ধাই।

তহঁ রাখৈ জননী অর গাই ॥ ১৬ ॥

শিশু আগুন এবং সর্প ধরিতে দৌড়িলে মাতা হাজার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বালককে ধরিয়া লয় ॥ ১৬ ॥

প্রৌঢ় ভয়ে তেহিঁ সুত পর মাতা।

প্রীতি করৈ নহিঁ পাছিল বাতা ॥ ১৭ ॥

প্রৌঢ় ভয়ে ত্যহিঁ সুত পর মাতা।
প্রীতি করৈ নহিঁ পাছিল বাতা॥ ১৭॥

হে নারদ! যখন সেই বালক বয়ঃ প্রাপ্ত হয় তখন সন্তানের প্রতি মাতাও স্নেহ করিয়া থাকেন কিন্তু পূর্ব্বের কথা মনেও আনে না॥ ১৭॥

বালকের অগ্নি সর্পের জ্ঞান হয় তাহা মাতার বোধ হইয়া থাকে।

মোরে প্রৌঢ় তনয় সম জ্ঞানী।
বালক শিশু সম দাস অমানী॥ ১৮॥

মোরে প্রৌঢ় তনয সম জ্ঞানী।
বালক শিশু সম দাস অমানী॥ ১৮॥

হে নারদ! জ্ঞানী যে, সে আমার বয়ঃ প্রাপ্ত পুত্র এবং দাস। অমানী সে আমার বাল পুত্র! কারণ সর্ব্বমান রহিত॥ ১৮॥

জিনহিঁ মোর বল নিজ বল তাহীঁ।
দুহুঁ কহঁ কাম ক্রোধ রিপু আহীঁ॥ ১৯॥

জিনহিঁ মোর বল নিজ বল তাহীঁ।
দুহুঁ কহ কাম ক্রোধ রিপু আহীঁ॥ ১৯॥

হে মুনে! যেমন বালকের কেবল মাতার বল সেই রূপ অমানী দাসের আমার বল। যেরূপ বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের অগ্নি ও সর্প হইতে আপন বলে রক্ষা পায় সেইমত জ্ঞানী আমার বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্র কাম ক্রোধ হইতে বাঁচিবার উহার আপনারই জ্ঞান। যেমন অগ্নি ও সর্প ছোট বালকের শত্রু এবং বড় বালকের অরি। ছোট বালকের রক্ষক মাতা বড়

বালকের রক্ষক স্বয়ং। সেই রূপ কাম ক্রোধ ভক্ত জ্ঞানী উভয়েরই শত্রু। তন্মধ্যে ভক্তকে আমি রক্ষা করিয়া থাকি। জ্ঞানী ব্যক্তি আপনা হইতে বাঁচে তো বাঁচে না বাঁচে তো না বাঁচে। কাম সর্প এবং ক্রোধ অগ্নি॥ ১৯॥

দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যহ বিচারী পণ্ডিত মহিঁ ভজহীঁ।
পায়হু জ্ঞান ভক্তি নহিঁ তজহীঁ॥ ২০॥
ইহ বিচারী পণ্ডিত মহিঁ ভজহীঁ।
পায়হু জ্ঞান ভক্তি নহিঁ তজহীঁ॥ ২০॥

এই বিচার করিয়া পণ্ডিতেরা আমাকে ভজনা করে। এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া আমার ভক্তিকে গ্রহণ করে॥ ২০॥

কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারি।
তিন মহঁ অতি দারুণ দুখদ মায়ারূপী নারি॥ ২১॥
কাম ক্রোধ লোভাদি মদ প্রবল মোহ কৈ ধারী।
তিন মহঁ অতি দারুণ বিদুষ মায়া রূপী নারী॥ ২১॥

হে মুনে! কাম ক্রোধ লোভ মদ মাৎসর্য্য মান ইত্যাদি অতি প্রবল মোহধারী সেনা এই সমুদায়ের অতি দারুণ দুঃখ দাতা মায়ারূপী নারী॥ ২১॥

সুনু মুনি কহ পুরাণ শ্রুতি সন্তা।
মোহ বিপিন কহঁ নারি বসন্তা॥ ২২॥
সুনু মুনি কহ পুরাণ শ্রুতি সন্তা।
মোহ বিপিন কহঁ নারি বসন্তা॥ ২২॥

হে মুনিবর! শ্রবণ কর, মোহ রূপী বিপিনের স্ত্রী প্রফুল্লিত করণ হেতু বসন্ত ঋতু। ইহা পুরাণে, বেদে ও সাধুরা কহে ॥ ২২ ॥

जप तप नेम जलाश्रय झारी।
होहु ग्रीष्म सोषै सब बारी ॥ २३ ॥

জপ তপ নেম জলাশয় ঝারী।
হোই গ্রীষ্ম শোষৈ সব বারী ॥ ২৩ ॥

জপ, তপ ও নিয়ম জলের আশ্রয়। সরোবর, নদী, নালা, ঝিল ইত্যাদি যেথানে জল থাকে তাহার শোষণ করিবার স্ত্রী গ্রীষ্ম ঋতু ॥ ২৩ ॥

काम क्रोध मद मत्सर भेका।
इनहिं हर्ष प्रद वर्षा एका ॥ २४ ॥

কাম ক্রোধ মদ মৎসর ভেকা।
ইনহিঁ হর্ষ প্রদ বর্ষা একা ॥ ২৪ ॥

হে নারদ! কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্য ইত্যাদি ভেক স্বরূপ তাহাদের সুখ প্রদ নারী বর্ষাঋতু ॥ ২৪ ॥

दुर्वासना कुमुद समुदाई।
तिन कहं सरद सदा सुखदाई ॥ २५ ॥

দুর্বাসনা কুমুদ সমুদাই।
তিন কহঁ শরদ সদা সুখদাই ॥ ২৫ ॥

অনেক দুর্বাসনা তাহা যাহা কুমুদিনী তাহার সুখ দাতা শরদ্ ঋতুর পৌর্ণমাসীর চন্দ্রমা সংযুক্ত রাত্রি ॥ ২৫ ॥

धर्म्म सकल सरसीरुह वृन्दा ।

है हिम तिनहिं देत दुख मन्दा ॥ २६ ॥

ধর্ম সকল সরসীরুহ বৃন্দা ।

হৈহিম তিনহিঁ দেত দুখ মন্দা ॥ ২৬ ॥

অপর সম্পূর্ণ যে ধর্ম্ম সেই কমল। তাহার সুখ দাতা হিম ঋতুর রাত্রি ধর্ম্মকে বিনাশ করিয়া দেয় ॥ ২৬ ॥

पुनि ममता जवास समुदाइ ।

पलु हइ नारि शिशिर ऋतु पाइ ॥ २७ ॥

পুনি মমতা জবাস সমুদাই ।

পলু হই নারি শিশির ঋতু পাই ॥ ২৭ ॥

মমতা যে সেই যবাস, তাহার ফল কহে পুলকিত করিবার স্ত্রী শিশির ঋতু ॥ ২৭ ॥

যবাস—তৃণ ।

पाप उलूक निकर सुख कारी ।

नारि निविड़ रजनी अंधियारी ॥ २८ ॥

পাপ উলুক নিকর সুখ কারী ।

নারি নিবিড় রজনী আঁধিয়ারী ॥ ২৮ ॥

মন বচন কর্ম্মের পাপ যে সেই উলুখড় এবং উহার স্ত্রী সুখ দাতা সঘন বর্ষা ঋতুর অমাবস্যার রাত্রি ॥ ২৮ ॥

बुधि बल शील सत्य सब मीना ।

बंशी सम त्रिय कहहिं प्रवीना ॥ २९ ॥

বুধি বল শীল সত্য সব মীনা ।

বংশী সম ত্রিয় কহহিঁ প্রবীনা ॥ ২৯ ॥

বুদ্ধি, দেহের বল, শীলতা এবং সত্যতে সমুদায়

মীন। স্নেহ জাল এবং স্ত্রী বংশী সম ইহা প্রবীণেরা কহে ॥ ২৯ ॥

অব গুণ মূল শূল প্রদ প্রমদা সব দুখ খানি।
তাতে কীন্হ নিবারণ মুনি মৈঁ যহ জিয় জানি ॥ ৩০ ॥

অব গুণ মূল শূল প্রদ প্রমদা সব দুখ খানি।
তাতে কীন্হ নিবারণ মুনি মৈঁ ইহ জিয় জানি ॥ ৩০ ॥

হে নারদ! স্ত্রীই সমুদায় দোষের মূল, দুঃখপ্রদ শোক এবং দুঃখের আকর বলিয়া নিবারণ করিলাম। বিবাহিতা স্ত্রী এরূপ ধর্ম্ম বাধক, হে মুনে! আমি আর অপর স্ত্রীর কথা কি বলিব ॥ ৩০ ॥

সুনি রঘুপতি কে বচন সোহায়ে।
মুনি তনু পুলক নয়ন জল ছায়ে ॥ ৩১ ॥

সুনি রঘুপতিকে বচন সোহায়ে।
মুনি তনু পুলক নয়ন জল ছায়ে ॥ ৩১ ॥

রঘুপতির কথা শুনিয়া মুনির তনু পুলকিত হইয়া নেত্র জল পূর্ণ হইয়া আসিল ॥ ৩১ ॥

কহহু কবন প্রভুকৈ যহ রীতী।
সেবক পর মমতা অরু প্রীতী ॥ ৩২ ॥

কহহু কওন প্রভুকে ইহ রীতি।
সেবক পর মমতা অরু প্রীতি। ৩২ ॥

মনে মনে কহিতে লাগিলেন, দেখ শ্রীরঘুনাথ আপন ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া থাকেন তাহা কে বলিতে পারে? নারদ আপন মনে কহিলেন যে, এমন কোন্ প্রভু আছেন যাহার সেবকের প্রতি এরূপ এক মাত্র শ্রীরাম-

চন্দ্র দ্বিতীয় প্রভু আর কেহই নাই। এমত ঐশ্বর্য্যবান্ অপর প্রভুর অবতার নাই। অপর দেবতা যে শ্রেষ্ঠ প্রভু বলিয়া থাকে তাহার আর কি বলিব ॥ ৩২ ॥

जे न भजहिं प्रभु अस भ्रम त्यागी।

ज्ञान रङ्क नर मन्द अभागी ॥ ३३ ॥

জে ন ভজহিঁ প্রভু অস ভ্রম ত্যাগী।

জ্ঞান রঙ্ক নর মন্দ অভাগী ॥ ৩৩ ॥

ভ্রম ত্যাগ করিয়া এরূপ প্রভুকে যে ভজনা না করে সে জ্ঞানের দরিদ্র, মতি মন্দ অভাগী ॥ ৩৩ ॥

ভ্রম কহে অসত্য সংসারকে সত্য ভাবে দেখা। এবং শ্রীরাম লীলা যে সত্য তাহাকে প্রাকৃত ভাব করা।

पुनि सादर बोले मुनि नारद।

सुनहु राम विज्ञान विशारद ॥ ३४ ॥

পুনি সাদর বোলে মুনি নারদ।

সুনহু রাম বিজ্ঞান বিশারদ ॥ ৩৪ ॥

পুনরায় নারদ মুনি আদর সহিত কহিলেন, হে শ্রীরাম চন্দ্র, বিজ্ঞান বিশারদ! শ্রবণ করুন্ ॥ ৩৪ ॥

सन्तन के लक्षण रघुबीरा।

कहहु नाथ भव भञ्जन भीरा ॥ ३५ ॥

সন্তনকে লক্ষণ রঘুবীরা।

কহহু নাথ ভব ভঞ্জন ভীরা ॥ ৩৫ ॥

হে নাথ! সংসারের ভিড়ে বিস্তর জাল আছে, তুমি তাহার বিনাশ কারী। রঘুনাথ! তাহার লক্ষণ বলুন্ ॥ ৩৫ ॥

सुनु मुनि सन्तन के गुण कहऊँ।
जिन ते मैं उनके बस रहऊँ ॥ ३६ ॥

সুনু মুনি সন্তন কে গুণ কহউঁ।
জিন তে মৈঁ উনকে বশ রহউঁ ॥ ৩৬ ॥

তারপর শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন, হে মুনে! সাধুর লক্ষণ কহিতেছি শ্রবণ করুন্, যে কারণে আমি তাহার বশ হই ॥ ৩৬ ॥

षट्‌विकार जित अनघ अकामा।
अचल अकिञ्चन शुचि सुख धामा ॥ २७ ॥

ষট্ বিকার জিত অনঘ অকামা।
অচল অকিঞ্চন শুচি সুখ ধামা ॥ ৩৭ ॥

কেমন সাধু যে, কাম, ক্রোধ, মদ, মাৎসর্য্যাদি ছয় বিকারকে জয় করিয়াছে, পাপ রহিত, নিষ্কাম, আপন ধর্ম্মে অচল, অকিঞ্চন, সব প্রকার পবিত্র সুখের ধাম ॥ ৩৭ ॥

अमित बोध अनीहमित भोगी।
सत्यसार कवि कोविद योगी ॥ २८ ॥

অমিত বোধ অনীহমিত ভোগী।
সত্যসার করি কোবিদ যোগী ॥ ৩৮ ॥

এবং শ্রুতি স্মৃতি গুরু বাক্য নিজ অনুভব অর্থাৎ অসিত বোধ, চেষ্টা হর্ষ ও শোক রহিত, মিত অর্থাৎ অল্প আহারী, অনায়াস প্রাপ্তিতে সন্তোষ, সত্য রূপ সারে আরূঢ়, কোবিদ বলে ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কালত্রয়ের গতি হস্তামলক এবং যাহার অষ্টাঙ্গ যোগ সিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥

सावधान मद मान विहीना।
धीर धर्मगति परम प्रवीना ॥ ३९ ॥

সাবধান মদ মান বিহীনা।
ধীর ধর্ম গতি পরম প্রবীনা ॥ ৩৯ ॥

অনেক দ্বন্দ্ব ধর্ম্ম বিষয়ে সাবধান মদ মান বিহীন, ধীর, ধর্ম্ম গতিতে পরম প্রবীণ ॥ ৩৯ ॥

गुणागार संसार दुख रहित विगत सन्देह।
तजि मम चरण सरोज प्रिय जिनके देह न गेह ॥ ४० ॥

গুণাগার সংসার দুখ রহিত বিগত সন্দেহ।
তজি মম চরণ সরোজ প্রিয় জিনকে দেহ ন গেহ ॥ ৪০ ॥

অপর দিব্য গুণের আগার, দুঃখরূপ সাংসারিক ব্যবহার রহিত, অনেক সন্দেহ শূন্য, আমার কেবল চরণ ত্যাগ করিয়া যাহার দেহ গৃহাদিতে স্নেহ নাই কেবল আমার চরণারবিন্দে রত ॥ ৪০ ॥

निज गुण श्रवण सुनत सकुचाहीं।
पर गुण सुनत अधिक हर्षाहीं ॥ ४१ ॥

নিজগুণ শ্রবণ সুনত সকুচাহী।
পর গুণ সুনত অধিক হর্ষাহী ॥ ৪১ ॥

পুনঃ আমার ভক্ত সাধু কেমন, আপন গুণ ও যশ শ্রবণে সঙ্কোচ এবং পরের গুণ শ্রবণে অত্যন্ত হর্ষিত হয় ॥ ৪১ ॥

सम शीतल नहिं त्यागहिं नीती।
सरल स्वभाव सबहिं सन प्रीती ॥ ४२ ॥

সম শীতল নহিঁ ত্যাগহিঁ নীতি।
সরল স্বভাব সবহিঁ সন প্রীতি ॥ ৪২ ॥

সমুদায় জীবের প্রতি প্রীতি করে, বুদ্ধি সম শীতল এবং নীতিকে ত্যাগ করে না অর্থাৎ নীতি মত চলে। সরল কহে সর্ব্বজীবের সুখ দাতা যাহার সদাই এরূপ স্বভাব ॥ ৪২ ॥

জপ তপ ব্রত দম সংযম নেমা।

গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা ॥ ৪৩ ॥

জপ তপ ব্রত দম সংযম নেমা।

গুরু গোবিন্দ বিপ্র পদ প্রেমা ॥ ৪৩ ॥

জপ, তপ, ব্রত, ইন্দ্রিয় দমন, সংযম নিয়ম, গুরু, গোবিন্দ ও ব্রাহ্মণের চরণারবিন্দে যাহার প্রীতি থাকে ॥ ৪৩ ॥

শ্রদ্ধা ছমা ময়িত্রী দায়া।

মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়া ॥ ৪৪ ॥

শ্রদ্ধা ক্ষমা ময়িত্রী দায়া।

মুদিতা মম পদ প্রীতি অমায়া ॥ ৪৪ ॥

শ্রদ্ধা কহে বেদ গুরু বাক্যে অপ্রীতি, ক্ষমা অর্থাৎ পৃথিবীর সমান, ময়িত্রী অর্থাৎ সমুদায় জীবের প্রতি পরমেশ্বরী দৃষ্টি রাখিয়া সকলের প্রতি যথাযোগ্য মিত্র ভাব রাখা, সকলের সহিত নির্ব্বৈরতা, দায়া কহে আপন শক্তি অনুসারে জীবে উপকার করা। মুদিত কহে আনন্দে আমার চরণারবিন্দে অতিশয় প্রীতি করা। অমায়া অর্থাৎ নিষ্কাম সকল প্রকার মায়া রহিত। হে মুনে! এই সকল আমার ভক্তের লক্ষণ ॥ ৪৪ ॥

বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞানা।

বোধ যথারথ বেদ পুরানা ॥ ৪৫ ॥

বিরতি বিবেক বিনয় বিজ্ঞানা।

বোধ যথারথ বেদ পুরানা ॥ ৪৫ ॥

বিরতি কহে বৈরাগ্য, ত্রৈগুণ্য জানিত যে বিষয় তাহার স্বরূপকে ত্যাগ করা। বিবেক কহে সারাসার জানিয়া সারকে গ্রহণ করা, অসারকে ত্যাগ করা, যথা হংস জল মধ্যে দুগ্ধ গ্রহণ করে, জলকে ত্যাগ করিয়া থাকে, সেই মত চিত্ত বুদ্ধিকে হংস হংসিনি করিয়া আত্মা দুগ্ধকে গ্রহণ এবং অনাত্মা জলকে ত্যাগ, দেহাভিমানে যাহার মতি রতি না হয় সর্ব্বদা ত্যাগ করে। এবং শান্তি সন্তোষশীল করুণা উদার ইত্যাদি পরম আত্মার গুণ। তাহা গ্রহণ করিয়া আমাতে অনন্য ভাব তাহাকে বিবেক কহে শ্রীরামচন্দ্র কহিতেছেন। পুনঃ যেমন বালি মিশ্রিত চিনি পিপিলিকারা চিনি খাইয়া বালিকে ত্যাগ করে তাহাকে বিবেক কহে। বিনয় অর্থাৎ সংসারকে দুঃখ রূপ বিবেচনা করিয়া আমাকে বিনয় করে এবং আমাকে চরাচর ব্যাপ্ত জানিয়া সর্ব্বভূতে দীন হইয়া থাকে। বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। আনত্মা বিষয় ত্যাগ, আপন আত্মা এবং সর্ব্বভূতের আত্মা হইতে সম দৃষ্টি সম বুদ্ধি ॥৪৫॥

দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ।

ভুলি ন দেহিঁ কুমারগ পাঁউ ॥ ৪৬ ॥

দম্ভ মান মদ করহিঁ ন কাউ।

ভুলি ন দেহিঁ কুমারগ পাঁউ ॥ ৪৬ ॥

দম্ভ কহে অশাস্ত্র কর্ত্তব্য, মান অর্থাৎ আমাকে বেহ বড় করিয়া মানে। মদ অষ্ট প্রকার যথা জাতি, কুল, বিদ্যা, ধন, রূপ, যৌবন, বৈরাগ্য ধ্যান। কুমার্গ কহে রাজস তামস দ্বারা মলিন, কর্ত্তব্য কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদিতে ভ্রম না করে। উক্ত মার্গ ভুলিয়াও পদক্ষেপ না করে, মন কর্ম্ম বচনে তাহাকে ত্যাগী এবং ত্যাগের অভিমান হীন সেই আমার ভক্ত ॥ ৪৬ ॥

गावहिं सुनहिं सदा मम लीला।
हेतु रहित परहित रत शीला ॥ ४७ ॥

গাওহিঁ সুনহি সদা মম লীলা।
হেতু রহিত পরহিত রত শীলা ॥ ৪৭ ॥

আমার চরিত্র এবং লীলা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে। কারণ রহিত, পর উপকারে রত, শীল কহে স্বান ॥ ৪৭ ॥

मुनि सुनु साधुनके गुण जेते।
कहि न सकहिं शारद श्रुति तेते ॥ ४८ ॥

মুনি সুনু সাধুনকে গুণ জেতে।
কহি ন সকহিঁ শারদ শ্রুতি তেতে ॥ ৪৮ ॥

হে মুনে! আমার ভক্তের গুণ যত আছে তত শারদ শ্রুতি পুরাণ শেষ মহেশ ইত্যাদি কহিতে অশক্ত ॥ ৪৮ ॥

कहि सक न शारद शेष नारद सुनत पदपङ्कज गहे।
अस दीनबन्धु कृपालु अपने भक्त गुण निज मुख कहे ॥४९॥

কহি সক ন শারদ শেষ নারদ সুনত পদপঙ্কজ গহে।
অস দীনবন্ধু কৃপালু অপনে ভক্ত গুণ নিজ মুখ কহে ॥ ৪৯॥

শারদ শেষ মহেশ ইত্যাদি কহিতে অশক্ত এই কথা

শুনিয়া নারদ মুনি শ্রীরামচন্দ্রের পদপঙ্কজে গহত অর্থাৎ রত হইলেন। নারদ আপন মনে কহিতে লাগিলেন কি দেখ, এরূপ কৃপালু দীনবন্ধু শ্রীরামচন্দ্র যে আপন ভক্তের গুণ আপন মুখে কহিতেছেন। ভক্ত এরূপ প্রিয় ॥ ৪৯ ॥

সির নাহু বারহিঁ বার চরণন ব্রহ্মপুর নারদ গয়ে।
তে ধন্য তুলসীদাস আস বিহাহু জে হরি রংগ রয়ে ॥ ৫০ ॥

শির নাই বারহিঁ বার চরণন ব্রহ্মপুর নারদ গযে।
তে ধন্য তুলসীদাস আশ বিহাই জে হরি রঁগ রযে ॥ ৫০ ॥

তারপর নারদ শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে বার বার মস্তকাবনত করিযা ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। অনন্তর তুলসীদাস গোস্বামি কহিয়াছেন কি, সেই নর ধন্য যে স্বার্থ পরমার্থ সাধনের সমুদায় আশা ত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের চরণারবিন্দে রঞ্জিত হয় ॥ ৫০ ॥

রাবণারি জস পাবন গাবহিঁ সুনহিঁ জো লোগ।
রাম ভক্তি দৃঢ় পাবহিঁ বিনু বিরাগ জপ যোগ ॥ ৫১ ॥

রাবণারি যশ পাবন গাওহিঁ সুনহিঁ জে লোগ।
রাম ভক্তি দৃঢ় পাওহিঁ বিনু বিরাগ জপ যোগ ॥ ৫১ ।

এই কথা তুলসীদাস গোস্বামি বলিয়াছেন যে, রাবণারি যে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার নির্ম্মল পাবন যে যশ তাহাকে যে ব্যক্তি আদর পূর্ব্বক কীর্ত্তন ও শ্রবণ করে সে ব্যক্তি যোগ বৈরাগ্য জ্ঞানাধিক শ্রীরামচন্দ্রের দৃঢ় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

দীপ সিখা সম যুবতি তন মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহিঁ রাম তজি কাম মদ করহিঁ সদা সতসঙ্গ ॥ ৫২ ॥

দীপ শিখা সম যুবতি রস মন জনি হোসি পতঙ্গ।
ভজহিঁ রাম ত্যজি কাম মদ করহিঁ সদা সতসঙ্গ ॥ ৫২ ॥

তুলসীদাস গোস্বামী আরও বলিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষ সংযোগ সম্পূর্ণ দীপ শিখা সম, আপন মনকে পতঙ্গ না করিলে ভস্ম হইয়া যাইবে, যদি কল্যাণ চাহ তবে সেই কাম ক্রোধ মদকে ত্যাগ করত সৎসঙ্গ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পদপঙ্কজ ভজনা কর ॥ ৫২ ॥

ইতি শ্রীভুবনচন্দ্র বসাকের তুলসীদাস কৃত রামায়ণ অনুবাদে অরণ্য কাণ্ডে বিমল বৈরাগ্য জ্ঞান ভক্তি সম্পাদন।

অরণ্য কাণ্ড সমাপ্ত।